উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ সোমবার ৪.০০ টাকা 4 December 2023 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in MLD

তেলেঙ্গানায় জয়ের কান্ডারি সুনীল

সাতের পাতায়

গড় ধরে রাখলেন শিবরাজ

পাঁচের পাতায়

৩-১ এগিয়ে বিজেপি

মধ্যপ্রদেশ ২৩০/১১৬	রাজস্থান ২০০/১০১	ছত্তিশগড় ৯০/৪৬	তেলেঙ্গানা ১১৯/৬০
বিজেপি—১৬৪	বিজেপি ১১৫	বিজেপি ৫৪	কংগ্রেস ৬৫
কংগ্রেস—৬৫	কংগ্রেস ৬৯	কংগ্রেস ৩৫	বিআরএস ৩৯
অন্যান্য—১	অন্যান্য ১২	অন্যান্য ১	মিম ৭
			বিজেপি ৮
			অন্যান্য ১

খোঁজাখুঁজি

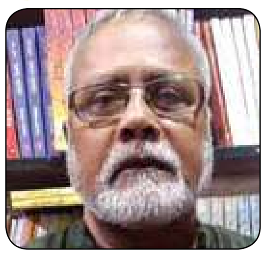

হিন্দুত্ব তাসে হিন্দি বলয়ে মোদির টেক্কা, দক্ষিণে নয়

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সংক্ষেপে বিষয়টা এরকম- হিন্দি বলয় যদি মোদির হয়, তাহলে দক্ষিণ রাহুলের। চার রাজ্যের বিধানসভার ফলকে এছাড়া আরও কিছু দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে।

প্রথমত, বিজেপির এক এবং অদ্বিতীয়ম প্রচারক নরেন্দ্র মোদি অন্তত দলের ভিতরে-বাইরে মোদি ম্যাজিক সংক্রান্ত প্রশ্নকে আপাতত ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম। দ্বিতীয়, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে ভোটের বাজারে মোদি কথিত সেই রেউড়ি সংস্কৃতিই বিজেপিকে সাফল্য এনে দিল। তৃতীয়ত, এ ফল অবশ্যই লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিকে অনেকটাই উজ্জীবিত করবে। এবং কংগ্রেসকে বিরোধী জোটে সহযোগীদের মর্যাদা দিতে, তাদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলার শিক্ষাটিও দেবে। চতুর্থত, এটাও পরিষ্কার, হিন্দি বলয় বিজেপির অনেকটা অটুট থাকলেও দাক্ষিণাত্য তাদের সম্পূর্ণ হাতছাড়া। হিন্দি বলয়ে বিজেপির হিন্দুত্ব তাস কিছুটা সুফল দিলেও, দক্ষিণে তা প্রত্যাখ্যাত।

প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রসঙ্গে প্রথমে আসা যাক। কয়েক মাস আগে কর্ণাটকে বিজেপির হারের পর মোদি ম্যাজিক নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রশ্নটি প্রথম তুলে দিয়েছিল স্বয়ং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। বিজেপি কর্মীদের সংঘ পরামর্শ দিয়েছিল, শুধু প্রধানমন্ত্রীর ওপর নির্ভর করে নয়, ভোটে জিততে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। সংঘের পরামর্শটি মোদির মতো মানুষের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। বরং তাঁর ইগোতে ঘা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। মোদি মন থেকে এটি মেনে নেনওনি।

চারটি রাজ্যের নির্বাচনেই বিজেপি কোনও মুখ্যমন্ত্রী মুখ তুলে ধরেনি। বরং মোদি চারটি রাজ্যেই নিজেকেই প্রচারের প্রধান মুখ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। এতে ঝুঁকি ছিল। হারলে মোদির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠে যেত। কিন্তু যো জিতা ওহি সিকন্দর।

তবে, সবটাই যে মোদি ম্যাজিক তা-ও নয়। মধ্যপ্রদেশের মতো বড় রাজ্যে মামা শিবরাজ সিং চৌহানের লাডলি বহেনার মতো প্রকল্প, যা কার্যত এই রাজ্যের কন্যাশ্রী-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নামান্তর, বিজেপিকে সাফল্য এনে দিয়েছে। মোদি যতই বিরোধীদের এমন প্রতিশ্রুতিকে রেউড়ি সংস্কৃতি বলে গাল পাড়ুন, মধ্যপ্রদেশের মামা এই রেউড়ি সংস্কৃতিতেই ভরসা রেখেছেন। মধ্যপ্রদেশের মামাকে যতই আড়ালে রেখে মোদি প্রচার চালান না, মামা কিন্তু রাজ্য চষে ১৬০টি জনসভা করেছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

জয়ের পর জনতা জনার্দনকে প্রণাম প্রধানমন্ত্রীর। নয়াদিল্লিতে।-পিটিআই

দাক্ষিণাত্য আবারও পদ্মশূন্য, কংগ্রেস তেলেঙ্গানায়

গেরুয়া গোবলয়

জয়-পরাজয়ের নেপথ্যে ৫ কারণ

- মুখ্যমন্ত্রী নয়, বিজেপির প্রচারে প্রধান মুখ ছিলেন মোদি। সেই মোদি-ম্যাজিকেই বাজিমাত
- মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে উগ্র হিন্দুত্বের তাস খেলে সফল গেরুয়া শিবির
- মধ্যপ্রদেশে জনমুখী প্রকল্পের প্রতিশ্রুতিতে দারুণ সাড়া
- অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, জোট শরিকদের আসন না ছাড়ার ফল ভুগল কংগ্রেস। ছত্তিশগড়ে ভূপেশের মুখ পুড়িয়েছে মহাদেব বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারি
- আড়াল থেকে বিআরএস-কে সমর্থন করায় তেলেঙ্গানায় ব্যাকফুটে বিজেপি

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : জয় সেই মোদি ম্যাজিকেরই। হার কংগ্রেসের আত্মতুষ্টির। চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে দেশ আড়াআড়ি বিভক্ত। গোবলয়ে যদি গেরুয়া ঝড় উঠে থাকে, তবে দাক্ষিণাত্য পদ্মশূন্যই থেকে গেল। দাঁত ফোটাতেও পারল না তেলেঙ্গানায়। কিন্তু সদ্যসমাপ্ত এই নির্বাচনকে লোকসভা ভোটের সেমিফাইনাল ধরলে কংগ্রেস তো বটেই, বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' জোটের ভবিষ্যৎ চরম সংকটে।

বিজেপির জয়রথের অপ্রতিরোধ্য গতির সামনে দুই রাজ্য রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ের সরকার থেকে উৎখাত হল কংগ্রেস। গত বিধানসভা ভোটেও প্রথমে কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশ দখল করেছিল। পরে বিজেপি ছিনিয়ে নেয়। সেই তথ্য ধরলে মধ্যপ্রদেশে আগের বারের ফল ধরে রাখতে ব্যর্থ কংগ্রেস। রবিবার চার রাজ্যের ফলাফলের স্কোর ৩-১। মধ্যপ্রদেশ ধরে রেখেছে বিজেপি। রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে উচ্ছেদ করেছে কংগ্রেসকে।

একমাত্র তেলেঙ্গানা যেন কংগ্রেসের সান্ত্বনা পুরস্কার। দক্ষিণের এই রাজ্যটিতে বিজেপি নয়, কংগ্রেসের প্রধান প্রতিপক্ষ ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)। এই ফলাফলে স্পষ্ট, জনকল্যাণে ব্যর্থ হলে, দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লে গণপ্রত্যাখ্যান অবধারিত। এই সত্য তেলেঙ্গানায় যেমন, তেমনই রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে স্পষ্ট। ঢেলে 'রেউড়ি' সংস্কৃতির চাষ করেও এই দুটি রাজ্য দখলে রাখতে ব্যর্থ কংগ্রেস।

তবে নরেন্দ্র মোদি এই সংস্কৃতির বিরোধী হলেও শিবরাজ সিং চৌহান সরকারের রেউড়িই যে শেষপর্যন্ত মধ্যপ্রদেশে বাজিমাত করল, তার অন্যতম কারণ, কংগ্রেসের আত্মতুষ্টি ও সাংগঠনিক দুর্বলতা। অন্য বিরোধী দলগুলি সম্পর্কে ছুঁতমার্গ এবং দাদাগিরির মনোভাবও কংগ্রেসের বিপর্যয়ের আরেক কারণ। তাছাড়া গোষ্ঠীকোন্দল বিজেপি ও কংগ্রেস, উভয় শিবিরে থাকলেও মোদির দল যেভাবে সামলেছে, খাড়গেরা তা পারেননি।

তার সঙ্গে ছিল এই তিন রাজ্যে বিজেপির হিন্দুত্ব, জাতীয়তাবাদের তাসের গেরুয়া-সাফল্য। দলের এই নজরকাড়া সাফল্যকে বিজেপি ইতিমধ্যে 'মোদির গ্যারান্টি'র জয় বলে প্রচার শুরু করেছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও যে এই 'গ্যারান্টি' পদ্ম শিবিরের তুরুপের তাস হতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গেদের জাতিগত জনগণনা, মোদি-আদানি যোগের প্রচার এমনকি 'পনৌতি' কটাক্ষেও আস্থা রাখেনি হিন্দি বলয়ের জনতা। বরং বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের তত্ত্বে বেশি ভরসা করেছে। ফলে ভোটের ফল প্রকাশের

এরপর দশের পাতায়

মোদির ছবি হাতে বিজয় উচ্ছ্বাস। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে।-পিটিআই

> সময় থাকতে থাকতে নিজেদের বদলান। না হলে জনতাই আপনাদের ছুড়ে ফেলে দেবে।
>
> — নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

> তিন রাজ্যে আমাদের হতাশাজনক পারফরমেন্স নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে এই তিন রাজ্যে নিজেদের পুনর্গঠন চালিয়ে যাব।
>
> — মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস সভাপতি

> মধ্যপ্রদেশে আমাদের এই পরাজয় আমরা নতমস্তকে মেনে নিচ্ছি। বিজেপিকে অভিনন্দন। আশা রাখি, মানুষের প্রত্যাশা তারা পূরণ করবে।
>
> — কমল নাথ

> আমাদের চিন্তাধারার লড়াই জারি থাকবে।
>
> — রাহুল গান্ধি

স্ত্রী খুনে আত্মহত্যার তকমা, সমঝোতায় 'না' পরিবারের

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : মৃতার স্বামীর দাবি, স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে। পরিবারের পালটা দাবি-তাদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে। অপরাধ আড়াল করতে বলা হচ্ছে আত্মহত্যা করেছে।

মৃতার পরিবারের দাবি, বিবাদ যাতে আদালত পর্যন্ত না গড়ায়, তার জন্য সালিশি করতে যান স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য। মধ্যস্থতার প্রস্তাব ফিরল ব্যুমেরাং হয়ে। মেয়ের বাড়ির লোকের গণধোলাইয়ের হাত থেকে বাঁচতে বাইক চালিয়ে তিনি সটকে পড়েন। রবিবার এমনই এক রোমহর্ষক ঘটনার সাক্ষী রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের মর্গ চত্বর। সন্ধ্যায় ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

রায়গঞ্জ থানার শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিমপুর গ্রামের বাসিন্দা বুলি খাতুনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এই চাপানউতোর। বুলিকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামী দুলাল শেখের বিরুদ্ধে। মৃতার পরিবারের দাবি, খুন করে দুলাল এবার আত্মহত্যার গল্প তৈরি করেছে। আর তাতে সিলমোহর দিতে দুলালের পাশে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বুলবুল সরকার।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দুলাল স্ত্রীর জমানো ৫০০০ টাকা চুরি করে গিয়েছিল জুয়ার আসরে। সর্বস্ব খুইয়ে মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে ঢোকে। টাকা কোথায়, বুলি তা জানতে চাইলে শুরু হয় দুইয়ের বিবাদ। সেই বিবাদের পরিণতিতে শেষ একটি জীবন।

> ওই গৃহবধূ গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। ওঁকে খুন করা হয়নি। আমি ওই পরিবারকে ক্ষতিপূরণ (পরিবারের কাছে ঘুষ) দিতে চেয়েছিলাম। ওঁরা নিতে অস্বীকার করেন।
>
> — বুলবুল সরকার, পঞ্চায়েত সদস্য, তৃণমূল

মৃতার পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালেই ঝামেলা মিটিয়ে নিতে বুলবুল তাঁদের তিন থেকে চার লাখ টাকা দিতেও রাজি ছিল। দুলালের বিরুদ্ধে বুলির পরিবারের সদস্যদের ক্ষোভ ছিলই। আর টাকার প্রস্তাব সেই ক্ষোভে ঘি ঢালে। বুলির বাড়ির লোকেরা বুলবুল সরকারের ওপর চড়াও হয়। পরিস্থিতি গরম, বুঝে সেখান থেকে কোনওরকমে বাইক চালিয়ে চম্পট দেন ওই পঞ্চায়েত সদস্য।

হাসপাতাল মর্গ ক্যাম্পাসে মৃতার মা মেহেরুন বেওয়ার অভিযোগ, 'আমার মেয়েকে এর আগেও দু'বার খুন করার চেষ্টা করেছিল জামাই। দু'দফায় সালিশির মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়া হয়। শনিবার মেয়ের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দরজায় ছিটকিনি দিয়ে পালিয়ে যায় জামাই। সেটা দেখে ফেলে নাতি-নাতনিরা। মেয়ের চিৎকার শুনে ছুটে আসে পাড়া-প্রতিবেশী। ওরাই আমার মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করে। নাতির থেকে খবর পেয়ে হাসপাতালে যাই। হাসপাতালে ছিল পঞ্চায়েত সদস্য বুলবুল সরকার। সে আমাদের টাকা দিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে নিতে বলে। আমাদের টাকার দরকার নেই। জামাইয়ের ফাঁসি চাই। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।'

কাকভোরে হামলা-পালটা হামলায় তপ্ত সীমান্ত

বিএসএফের গুলিতে হত পাচারকারী

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ৩ ডিসেম্বর : সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয় এক পাচারকারীর। ঘটনাটি ঘটে রবিবার ভোরে হবিবপুর থানার জাজোইল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। হবিবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে বিএসএফ। পুলিশের হাতে তুলে দেয় পাচারকারীর দেহ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাচারকারীর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর পদস্থ কর্তারা।

হবিবপুর থানার আইসি সুবীর কর্মকার বলেন, 'ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ভবানীপুর এলাকায় বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশের এক পাচারকারীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

বাহিনী সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, ওই পাচারকারীর বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বছর। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু অস্ত্র, যা দেখে বাহিনীর অনুমান মৃত বাংলাদেশের নাগরিক। পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ মৃতের পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। গুলি চালানোর ঘটনাটি ঘটে, রবিবার ভোররাতে হবিবপুর থানার জাজোইল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৫৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের ভবানীপুর বিওপি সংলগ্ন এলাকায়। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, হালকা কুয়াশা আর অন্ধকারের সুযোগে পুনর্ভবা নদী পেরিয়ে ভারত ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে এক পাচারকারী দল। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানদের নজর গিয়ে পড়ে তাদের ওপর। বাধা দিলে বাহিনীর ওপর হামলা চালাতে গেলে আত্মরক্ষার জন্য সেনা-জওয়ানরা গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই এক পাচারকারীর মৃত্যু হয়। বেগতিক বুঝে তাঁর সঙ্গীসাথিরা পালায়। বাকিদের খুঁজে বের করতে বিএসএফ চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে।

- কুয়াশা আর অন্ধকারের সুযোগে পুনর্ভবা নদী পেরিয়ে ভারত ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে এক পাচারকারী দল
- প্রথমে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ওপর হামলা চালায় পাচারকারীরা, আত্মরক্ষায় সেনা ও জওয়ানরা গুলি চালান
- ঘটনাস্থলেই এক পাচারকারীর মৃত্যু হয়। বেগতিক বুঝে তার সঙ্গীসাথিরা পালায়
- মৃত পাচারকারীর পরিচয় এখনও জানা যায়নি

মৃত পাচারকারীর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তাঁর কাছে থাকা হাঁসুয়া সহ অন্যান্য ধারাল অস্ত্র দেখে বাহিনীর অনুমান, মৃত বাংলাদেশের। সেখানকার চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।

সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দারা জানান, রবিবার ভোররাতে তাঁরা গুলির শব্দ শোনেন। কী হয়েছে, সেটা তখনও তাঁরা জানতে পারেননি। সকালে শোনেন, বিএসএফয়ের গুলিতে এক পাচারকারীর মৃত্যু হয়েছে।

তাঁরা বলেন, বছর তিনেক আগে এই ধরনের আরও একটি ঘটনা ঘটে। সীমান্ত থেকে

এরপর দশের পাতায়

বচ্চনের মঞ্চে আলো ছড়ালেন আলোলিকা

সন্তু চৌধুরী

কৌন বনেগা ক্রোড়পতির শোতে মালবাজারের মেয়ে আলোলিকা ভট্টাচার্য গুহ।

মালবাজার, ৩ ডিসেম্বর : অত্যন্ত জনপ্রিয় কুইজ শো কৌন বনেগা ক্রোড়পতিতে যাবার স্বপ্ন অনেকেরই থাকে। কিন্তু পৌঁছাতে পারেন ক'জন? ১৮ বছরের চেষ্টায় সেই স্বপ্নই সফল করেছেন মালবাজারের মেয়ে আলোলিকা ভট্টাচার্য গুহ। প্রধানত মায়ের অনুপ্রেরণায় এবং স্বামী, শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ির সদস্যদের সহযোগিতায় তাঁর এই কেবিসির যাত্রা সফল বলে জানিয়েছেন আলোলিকা। এই মেগা কুইজ কনটেস্ট থেকে তাঁর প্রাপ্তি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই টাকা দিয়ে তিনি তাঁর চার বছরের ছেলে অর্ক গুহর পড়াশোনায় এবং বাবা-মায়ের বাড়ি তৈরির জন্য ভাইকে সাহায্য করতে চান।

আলোলিকা জলপাইগুড়ি এসি কলেজ থেকে জুওলজি অনার্স নিয়ে পাশ করার পর গৃহশিক্ষকতা করতেন। পাশাপাশি মালবাজারের সিজার স্কুলেও পড়াতেন। তাঁর পড়াশোনাও এই স্কুলেই। বর্তমানে তিনি আইসিডিএস প্রকল্পের সুপারভাইজার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছেন জানুয়ারিতে সরকারি পদে যোগ দেওয়ার।

মালবাজারের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমোদনগর কলোনিতে আলোলিকার বাবার বাড়ি। বিয়ে হয়েছে বছর পাঁচেক। স্বামী পিনাকী গুহ কলকাতায় বেসরকারি ফার্মে কর্মরত। আলোলিকার সঙ্গে মুম্বইয়ে গিয়েছিলেন ভাই অয়ন ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, 'দিদির স্বপ্ন সফল। আমরাও সবাই খুশি।'

আলোলিকার মা একসময় থিয়েটার করতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল টিভিতে অভিনয় করার। কিন্তু বিয়ের পর তা সম্ভব হয়নি। তাই চাইতেন মেয়েকে যাতে একবার অন্তত টিভির পর্দায় দেখা যায়। সেই যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল ১৮ বছর আগে। বেশ কিছু বছর আগে কেবিসির গ্রাউন্ড অডিশনে সিলেক্ট হলেও ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। সুযোগ আসে এই বছর প্রি-রেজিস্ট্রেশন করার পর। দু'দুবার লটারি এবং টেলিফোনিক অডিশন হয়। সেখানে নির্বাচিত হয়ে মে মাসে হঠাৎ খবর আসে অডিশন দিতে যেতে হবে মুম্বইয়ে। কিন্তু ট্রেনের টিকিট না পেয়ে এবং ফ্লাইটের ভাড়া জোগাড় করতে না পেরে অডিশন দিতে যেতে পারেননি। হতাশ হয়ে পড়েছিলেন আলোলিকা। কিন্তু জুন মাসে হঠাৎ আবার ফোন আসে অনলাইন অডিশনের জন্য। সেই ধাপ পেরিয়ে দু'দুবার পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের পর সেপ্টেম্বর মাসে ফাইনাল শুটিংয়ের জন্য সুযোগ পান। আর সেখান থেকেই পৌঁছে যান অমিতাভ বচ্চনের বিপরীতে হট সিটে। জীবনের যাত্রাপথের গল্প শুনিয়ে মাত করে দেন অমিতাভ বচ্চন সহ দর্শকদেরও। ফোন ফ্রেন্ড অপশনে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সিজার স্কুলের শিক্ষক সুদীপ মজুমদারকে। আলোলিকার কথায়, 'আমার এই যাত্রা পথে সবাই খুব সহযোগিতা করেছেন। সবার প্রতি আমি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব।'

আলোলিকা মঞ্চ থেকেই 'জয় হো কেবিসি' ধ্বনি তোলেন। তাঁর সহজ-সরল বাচনভঙ্গি, তাঁর কেবিসির যাত্রাপথের কাহিনী গম্ভীর থাকতে দেয়নি অ্যাংরি ইয়ংম্যানকেও। এপিসোড সম্প্রচারিত হওয়ার পর শনিবার বিগ বি এপিসোডের ক্লিপিংস তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেন, যার ট্যাগলাইন ছিল জয় হো।

সব মিলিয়ে কেবিসিতে গিয়ে রাতারাতি স্টার মালবাজারের এই কন্যা। প্রতিনিয়ত ফোন আসছে বিভিন্ন মিডিয়া হাউস থেকে এবং ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ফলোয়ার। তবে এই সব কিছুর কৃতিত্বই আলোলিকা দিচ্ছেন তাঁর আপনজনদের।

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জীব চক্রবর্তীর কথায়, আলোলিকা প্রমাণ করল ইচ্ছে আর চেষ্টা থাকলে সফলতা আসবেই। দেরি হতে পারে কিন্তু আসবেই নিশ্চিত।

যাত্রাপথের কাহিনী

- প্রথমে এবছর প্রি-রেজিস্ট্রেশন করা হয়
- দু-দু'বার লটারি এবং টেলিফোনিক অডিশন হয়
- সেখানে নির্বাচিত হয়ে মে মাসে অডিশন দেওয়ার সুযোগ
- আর্থিক সমস্যায় মুম্বই যেতে পারেননি
- ফের জুন মাসে অনলাইন অডিশনের সুযোগ
- তারপর দু-দু'বার পার্সোনাল ইন্টারভিউ
- সেপ্টেম্বর মাসে ফাইনাল শুটিংয়ের জন্য সুযোগ
- বচ্চনের বিখ্যাত শোতে জিতে নেন ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

হনুমান মন্দিরে পুজোর দায়িত্বে মুসলিমরা

বেঙ্গালুরু, ৩ ডিসেম্বর : ধর্মবিশ্বাস ভেদে আলাদা হয় প্রার্থনার স্থান। হিন্দুরা যেমন ভক্তিভরে মন্দিরে পুজো দেন, মুসলিমরা তেমনই নমাজ পড়তে যান মসজিদে। কিন্তু দেশে এমনও কিছু মন্দির রয়েছে, যেখানে একইসঙ্গে প্রার্থনা করেন হিন্দু-মুসলিম উভয়ই। দক্ষিণের এই হনুমান মন্দিরেও ধরা পড়ে সেই ছবি। বলা ভালো, এই মন্দিরে পুজোর অধিকাংশ দায়িত্বই সামলান মুসলিমরা।

কর্ণাটকের গাদাগ জেলার লক্ষেশ্বর হনুমান মন্দিরে ধরা পড়ে এমনই সম্প্রীতির ছবি। মন্দিরের প্রধান আরাধ্য হনুমান। বিগ্রহের আরতি করা থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় কাজ সবই মুসলিমরা করেন। হিন্দুরাও এতে কোনও আপত্তি তোলেন না। বরং খুশিমনে তাঁরাও হনুমানপুজোয় শামিল হন। আর এমনটা হয়ে আসছে প্রায় ১৫০ বছর ধরে। এক সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, ওই অঞ্চলে বহু হিন্দু-মুসলিমের বাস। তাঁরা সকলেই মিলেমিশে থাকেন। তাই এলাকার এই প্রসিদ্ধ মন্দিরেও দুই সম্প্রদায়ের মানুষের অবাধ বিচরণ চোখে পড়ে।

প্রতিদিন মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে ভিড় জমান। সেক্ষেত্রেও কোনও ধর্মীয় বেড়াজাল নেই। যে কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ এই মন্দিরে এসে পুজো দিতে পারেন।

শহরে জিমনাস্টিক্স দেখাচ্ছেন 'ব্যায়ামওয়ালা' বাপি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : নেশাটাকেই যখন পেশা বানিয়ে নেওয়া যায়, তখন যে কাজই করা হোক না কেন তাতে শান্তি মেলে। একটা সময় গ্যারাজে কাজ করলেও বর্তমানে শহরের রাস্তায় জিমনাস্টিক্স দেখিয়ে বাপি সরকারের নাম হয়ে উঠেছে 'ব্যায়ামওয়ালা'। ফাড়াবাড়ির বাসিন্দা বাপি সারাদিন শহরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে ব্যায়াম, শরীরের নানান কলা-কৌশল দেখান। অনেকেই অবাক হয়ে তাঁর এই কর্মকাণ্ড দেখেন আবার কেউ কেউ সেই প্রদর্শনী মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দি করে নেন।

বাপি সরকার।

জিমনাস্টিক্সের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই বাপির। টিভি, মোবাইলে দেখেই তিনি সবটা শিখেছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি বাকি বন্ধুদের তুলনায় অনেকটাই বেশি নমনীয় ছিলেন। যেমন হাতের উপর ভর দিয়ে উলটো হয়ে চলা, মাথার উপর পা দুটোকে তুলে ধরা, বিভিন্ন কায়দায় হাতগুলোকে মোড়ানো এগুলি ছিল তাঁর নখদর্পণে। তবে ছোটবেলায় নিজের এই প্রতিভাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও, পরবর্তীতে যখন দেখেন তাঁরই মতো শরীরচর্চা করে অনেকেই সুযোগ পাচ্ছেন বিভিন্ন রিয়েলিটি শো-তে। তখন থেকে নিজের প্রতিভাকে সবার সামনে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বাড়িতে বাবা-মা রয়েছেন। দুঃস্থ পরিবারের এই ছেলের চোখে এখন অনেক স্বপ্ন।

তাই নিয়ম করে প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে একটি ব্যাগে এক বোতল জল ও নিজের কিছু ছবি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। এরপর শহরের যেখানে জায়গা পান সেখানেই ব্যায়ামের নানান কলা-কৌশল দেখিয়ে নতুন প্রজন্মকে শরীরচর্চার বার্তা দেন তিনি। অনেকেই তাঁর ব্যায়াম দেখে তাঁকে উৎসাহ দিতে কিছু টাকাও দেন। আবার কেউ কেউ শুধু দেখেই চলে যান।

শনিবার শিলিগুড়ি এসএফ রোডে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন শারীরিক কলা প্রদর্শন করছিলেন বাপি। তাঁকে অনেকেই ঘিরে ছিল। কিছুক্ষণ কলাকৌশল দেখানোর পর অনেকেই দশ টাকার নোট তাঁকে দিলে খুশির সঙ্গে টাকাগুলো গুনতে গুনতে বাপি বললেন, 'ব্যায়াম করতে আমার খুব ভালো লাগে। তাই কাজ ছেড়ে দিয়ে এটাকেই নিজের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি। অনেকেই দেখে প্রশংসা করেন, আবার অনেকে আমার ভিডিও বানান। যদিও কেউ কেউ হাসিঠাট্টাও করে, তখন একটু খারাপ লাগে। সারাদিনই শহরে ঘুরে ঘুরে জিমনাস্টিক্স দেখিয়ে যা উপার্জন করি, তাতেই আমি খুশি। যতদিন পারব এই কাজই করব।'

হাজারিবাগে অনুষ্ঠানের পর ভোটবাড়ির যোগব্যায়ামের দল।

শা'র সামনে সেরা ভোটবাড়ি যোগ সেন্টার

গৌতম সরকার ও সজল দে

মেখলিগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ থেকে ৬৪৭ কিলোমিটার দূরে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে মাইকে প্রচারিত হল মেখলিগঞ্জের নাম। যা শুনে নিজের কানকেই প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না উপস্থিত বাপ্পা রায়ের মতো অনেকেই। আর শেষে আর্থিক পুরস্কার। সব মিলিয়ে রাজ্য ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যেও মেখলিগঞ্জ-ভোটবাড়ি যোগ সেন্টারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর আধিকারিক থেকে দর্শকরা। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সামনে যোগব্যায়াম প্রদর্শনের সুযোগ পেয়ে নিজেদের উজাড় করে দেয় ওরা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও যোগব্যায়াম দেখে খুশি হয়ে নগদ এক হাজার টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেন সঞ্জয় রায়দের। এই খবরে এলাকায় পৌঁছাতেই খুশির হাওয়া মেখলিগঞ্জজুড়ে।

সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে মূল অনুষ্ঠান ছিল বৃহস্পতিবার। যেখানে গোটা দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী সহ বেশ কয়েকটি দল অংশ নিয়েছিল। যারা তাদের কার্যক্রম তুলে ধরে। এই অনুষ্ঠানেই প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। আর সেখানেই বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভোটবাড়ির প্রত্যন্ত এলাকার মেখলিগঞ্জ-ভোটবাড়ি যোগ সেন্টারের দলটিও অংশ নেয়। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে মঞ্চে বসে ভোটবাড়ির এই যোগব্যায়াম দলের অনুষ্ঠান দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। মেখলিগঞ্জ-ভোটবাড়ি যোগ সেন্টারের কোচ রঞ্জিত রায় বলেন, 'এত বড় মাপের একটা অনুষ্ঠানে আমরা অংশ নিতে পারায় কী যে আনন্দ হচ্ছে সেটা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। এর জন্য অবশ্য সীমান্ত রক্ষীবাহিনী সহ অনেকেরই অবদান আছে।' যোগ সেন্টারের সভাপতি মধুমিতা রায় বলেন, 'গত ছয়-সাত বছর ধরে এই সেন্টারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকার ছেলেমেয়েরাও যে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই তা ওরা প্রমাণ করেছে।' ওই দলেরই এক সদস্য অভয় পাণ্ডে বলেন, 'বিষয়টি আমাদের কাছে খুবই আনন্দের।'

হাজারিবাগ থেকে রবিবার সন্ধ্যায় যোগব্যায়ামের দলটি চ্যাংরাবান্ধায় পৌঁছানোর পর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। ব্যান্ডপার্টি সহ মিছিল করে ভোটবাড়ি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় দলটিকে। পরে গ্রামের মানুষের পাশাপাশি চ্যাংরাবান্ধা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ক্লাবের পক্ষে সাস্তু ঘোষ জানান, এই সাফল্য আগামীতে যোগব্যায়ামের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াবে।

এ যেন পটে আঁকা ছবি। রবিবার টোকিওর হিবিয়া পার্কে। -এএফপি

আম্মার দৌলতে সেরার শিরোপা

মাদুরাই, ৩ ডিসেম্বর : মনের ইচ্ছা থাকলে বয়স যে কোনও বাধাই নয়, তা ফের প্রমাণ করলেন তামিলনাড়ুর ভিরাম্মল আম্মা।

মহিলার বয়স ৮৯। এই বয়সে পৌঁছেও গোটা গ্রামকে নেতৃত্ব দেন তিনি। তামিলনাড়ুর আরিট্টাপট্টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট তিনি। এলাকার মানুষের কাছে একডাকে পরিচিত এই আম্মা। সম্প্রতি তাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণের ওই গ্রাম পেয়েছে নতুন শিরোপা। তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার মধ্যে প্রথম 'বায়োডাইভার্সিটি ভিলেজ'-এর তকমা পেয়েছে আরিট্টাপট্টি গ্রাম। সোশ্যাল মিডিয়ায় আম্মার কথা জানিয়েছেন আইএএস সুপ্রিয়া সাহু। তিনি লেখেন, এই বৃদ্ধা গ্রামের অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা।

সফল আইএএস দৃষ্টিহীন তরুণী

তিরুবনন্তপুরম, ৩ ডিসেম্বর : 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে'। চোখের অন্ধকার যে কোনওদিন মনের দৃঢ়তাকে মুছে দিতে পারে না। সে কথাই প্রমাণ করলেন তিরুবনন্তপুরমের প্রাঞ্জল পাতিল। শৈশবে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। কিন্তু হারিয়ে ফেলেননি স্বপ্ন দেখার অভ্যাস। মনের জোর। সেই অভ্যাস ও মানসিক দৃঢ়তার জোরেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে আজ তিনি আইএএস অফিসার।

ইউপিএসসিতে প্রথমবার পরীক্ষায় বসেন ২০১৬ সালে। মেধাতালিকায় তাঁর স্থান ছিল ৭৪৪। পরের বছর ফের প্রচেষ্টা। এবার ভালো ফল হয়। মেধাতালিকায় প্রাঞ্জলের স্থান হয় ১২৪। ২০১৮ সালে প্রাঞ্জল কেরলের এর্ণাকুলমের অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি কেরলের তিরুবনন্তপুরমের জেলা শাসক হিসেবে কর্মরত। এই স্বপ্নপূরণের জন্য কোনওদিন বিশেষ কোচিং ক্লাসের সাহায্য নেননি তিনি।

পথশিশুদের কার্টুন দেখান দোকানদার

তিরুবনন্তপুরম, ৩ ডিসেম্বর : পথটাই আস্তানা ওই শিশুদের। তাই তাদের পরিচয় পথশিশু। ঘর নেই, নেই কোনও সুন্দর পরিবারও। ফলে ঘরের আশ্রয়ে যে ওম মিশে থাকে, যে আনন্দের জোগান আর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা থাকে, তার সবটাই ওদের একেবারে অচেনা। হ্যাঁ, পথশিশুদের দিন কাটে যেমনতেমনভাবেই। আশপাশ দিয়ে অনেক মানুষই চলে যান সারাদিনে, কিন্তু ওদের দিকে তাকান আর ক'জন! বা তাকালেও, সেই জীবনটা একটুখানি পালটে দেওয়া যায় কি না, এমন কথা ভাবার মানুষও তো হাতেগোনা। কিন্তু সেই পথচলতি মানুষের ভিড়ের মধ্যেও এমন মানুষ থাকেন, যাঁরা নজর কাড়েন। ঠিক যেমন কেরলের এক দোকানদার। নিজের মতো করেই ওই শিশুদের খানিক ভালো থাকার স্বাদ উপহার দিতে চেয়েছেন এই ব্যক্তি।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাগ করে নেন গৌতম ত্রিবেদী নামে এক ব্যক্তি। সেখানেই দেখা গিয়েছে একজনকে, যিনি একটি টিভির দোকানের কর্মী। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দোকানে সার সার দিয়ে রয়েছে টিভি। আর কাচের দেওয়ালের এপারে বসে রয়েছে ছেঁড়াখোঁড়া জামা পরা কয়েকজন পথশিশু। তারা টিভিতে কী দেখতে চায়, জিজ্ঞেস করলে টম অ্যান্ড জেরি কার্টুনটি দেখতে চায় বলে জানায় তারা। আর সেইমতোই টিভিতে সেই কার্টুনের অনুষ্ঠান চালিয়ে দেন ওই কর্মী।

পোস্টকর্তা জানিয়েছেন, কোনও একদিন না, প্রতি সন্ধ্যাবেলা নিয়ম করেই এই কাজ করেন ওই ব্যক্তি। পথশিশুদের পছন্দমতো চ্যানেল চালিয়ে দেন টিভিতে। যাতে বাস্তবের সব দুর্দশা ভুলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও খুশি থাকতে পারে ওরা।

শুধু তাই নয়, টিভি দেখানোর ফাঁকে পথশিশুদের জন্য বিস্কুট এবং আরও কিছু টুকিটাকি খাবার কিনে এনে দিচ্ছেন ওই দোকানদার। তাঁর এই কাজে হাসি ছড়িয়ে পড়েছে পথশিশুদের মুখেও। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভিডিও। যা দেখে আবেগে ভেসেছেন নেটিজেনরা।

ভিডিও দুটির সময়সীমা কম হলেও, তাদের মধ্যে দিয়ে যে বার্তা ফুটে উঠেছে, তার গুরুত্ব যে কম নয়, একবাক্যেই সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন সকলে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন খুব পরিশ্রমে কাটবে। দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ হতে পারে। বৃষ : হঠাৎ দীর্ঘদিনের পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। মিথুন : নিজের ভুলে কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। কর্কট : পরের ওপর নির্ভর করে আজ ঠকবেন। মায়ের শরীর ভালো হওয়ায় তৃপ্তি। সিংহ : হিংস্র পশু থেকে সাবধান। সামান্য অলসতায় ক্ষতি হতে পারে। কন্যা : বাবার সঙ্গে সামান্য কারণে মতভেদ। বোনের চাকরি পাওয়ার খবরে খুশি। তুলা : অবিবাহিতদের বিয়ে ঠিক হতে পারে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বৃশ্চিক : আপনার সাহসিকতায় কোনও দুষ্ট লোক পরাস্ত হবে। নতুন অফিসে যেতে পারেন। ধনু : ব্যবসার কারণে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আরও দায়িত্ব বৃদ্ধি। মকর : নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা। পথে চলতে খুব সাবধানে থাকুন। কুম্ভ : আপনার সরলতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। ঈশ্বরে বিশ্বাস বাড়বে। মীন : আজ সামান্য অলসতায় কোনও বড় কাজ বন্ধ হতে পারে। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে সোমবার ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০, ভাঃ ১৩ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর ২০২৩, ১৭ অঘোন, সংবৎ ৭ মার্গশীর্ষ বদি, ১৯ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৭, অঃ ৪।৪৮। সোমবার, সপ্তমী রাত্রি ৮।৫২। মঘানক্ষত্র রাত্রি ১২।২২। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ১০।২২। বিষ্টিকরণ ৭।৪৯ গতে ববকরণ রাত্রি ৮।৫২ গতে বালবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১২।২২ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৮।৫২ গতে দোষ নাই। যোগিনী-বায়ুকোণে, রাত্রি ৮।৫২ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৭।২৭ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ২।৮ গতে ৩।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৮ গতে ১১।২৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ১২।২২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৮।৫২ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের আবির্ভাব তিথি ও পুজো। নৌ-সেনা দিবস। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের জন্মদিবস। দানবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্মদিবস। মহাক্রিয়াযোগী বিশ্বগুরু পরমহংস হরিহরানন্দজীর তিরোভাব দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩৯ মধ্যে ও ৯।৪ গতে ১১।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ১১।৫ মধ্যে ও ২।৪০ গতে ৩।৩৪ মধ্যে।

Spoken English

সহজেই অনর্গল ইংরেজি বলা শিখুন। ক্লাসে/বাড়িতে সবার জন্য অনবদ্য স্পোকেন ইংলিশ কোর্স। (M) 86375-28788. (C/108291)

চলচ্চিত্র

নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে নতুন ছেলে/মেয়ে চাই। বয়স ৮-৬৫। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 75958-65299. (C/108291)

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও কোম্পানির জন্য ডাইরেক্ট লোক লাগবে হেল্পার/গার্ড/সুপারভাইজার। বেতন 12,000/-+PF, ESI. M:- 9046033537. (C/108289)

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont :- (M) 96476-10774. (C/108290)

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন। আয়- 10-18000/- থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/107776)

শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গে মার্কেটিংয়ের জন্য পরিশ্রমী মার্কেটিং এক্সিঃ চাই। বয়স ও লেখাপড়ার বাধ্যতা নেই। বেতন যোগ্যতা অনুসারে দেওয়া হবে। (M) 9126145259. (C/112811)

Looking for Godown incharge for animal medicine distribution graduate in any field with basic computer skills may apply 9760022331 herminsa1971@gmail.com (K)

Job Vacancy

Urgently required one Manager for 'Rave-up the Resto Bar'. Qualification-HS+, Age-28+, Interview Date-07/12/23, Time-3 pm to 6 pm. Contact No-95479-22552, 98323-16981, Venue-Cosmos Mall. (C/108380)

অ্যাফিডেভিট

আমি Ashik Ekbal Vill ইসলামাবাদ P.O. রাঙ্গালিবাজনা P.S. মাদারিহাট, জেলা-আলিপুরদুয়ার, আমার আধার কার্ডে (202151592521) প্যান (EAZPA4556E) এবং Admit কার্ডে ভুল থাকায় 02.12.2023 তারিখে Alipurduar Notary থেকে অ্যাফিডেভিট করে Ashik Ekbal S/o Saidul Islam, Ashik Akbal, S/o Saidul একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NIT No.-80 of 2023-24
E.E., NBDD, invites online e-Tender Vide e-NIT No. 80 of 2023-24 of E.E., NBDD. Details will be seen from the Office Notice Board, NBDD, Uttarkanya, Fulbari, Jalpaiguri, Pin-734015 on any working days and in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in Sd/- Executive Engineer, North Bengal Development Department
ICA-T24445(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Principal, North Bengal Medical College is inviting fresh e-Tender (2nd Call) from financially strong, reputed and bonafide Manufacturers / Direct Importers / Authorized Distributors / Authorized Dealers for procurement of consumable laboratory items for the ART Centre at North Bengal Medical College & Hospital vide Notice Inviting Tender No. Med/B-4/Tender/ART/2198/NBMC/2023 Dated 30.11.2023; Tender ID: 2023_HFW_611557_1 and the last date of submission of tender documents is latest by 2:00 PM on 14.12.2023. Details are available in the websites https://wbtenders.gov.in; https://www.wbhealth.gov.in & www.nbmch.ac.in Sd/- Principal, North Bengal Medical College
ICA-T24472(3)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
S.E., NBCC-II, P.W.Dte., Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of - 1. Maskalai Bari More to Engineering College More Road, Strengthening work under Jalpaiguri Division. Estimated Amount: Rs. 1,86,01,869.00, Tender ID : 2023_PWD_596730_1. Tender Ref. No: WBPWD/SE/NBCC-II/NIeT-18/2023-24 Bid submission start date (online): 07/11/2023 from 04.00 P.M. Bid submission closing date (online): 04/12/2023 up to 05.00 P.M. Technical Bid opening date (online): 06/12/2023 at 05.00 P.M. *Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri.
ICA-T24494(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Principal, North Bengal Medical College is inviting fresh e-Tender (2nd Call) from financially strong, reputed and bonafide Manufacturers / Direct Importers / Authorized Distributors / Authorized Dealers for procurement of Automated Slide Stainer for the Department of Pathology at North Bengal Medical College vide Notice Inviting Tender No. Med/B-4/Tender/Pathology/2199/NBMC/2023 Dated 30.11.2023; Tender ID: 2023_HFW_611617_1 and the last date of submission of tender documents is latest by 2:00 PM on 18.12.2023. Details are available in the websites https://wbtenders.gov.in; https://www.wbhealth.gov.in & www.nbmch.ac.in Sd/- Principal, North Bengal Medical College
ICA-T24473(3)/2023

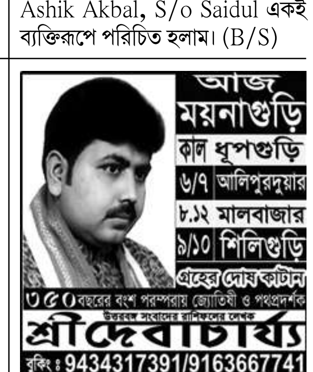

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(ROADS) TENDER NOTICE
EE, Cob Hwy Divn, P.W.(Roads) Dte. invites online e-tender for the work of : 1) Emergent rain damage restoration work of River bank Beside Joist Bridge over River Gadadhar (At Krishnapur End) at 4th Km of Choto Mahadev village Road under Coochbehar Highway Division in he district of Coochbehar. E-NIT No. 20(E) of 2023-24 (Sl. No. 1). Estimated Amount : Rs. 12,51,935.00. Tender ID : 2023_SH_611669_1. 2) Urgent protection of flank of Hazrahat Pkhihaga road from 2.50 Kmp to 5.00 kmp under Coochbehar Highway Division in the district of Coochbehar. E-NIT No. 20(E) of 2023-24 (Sl. No. 2). Estimated Amount : Rs. 14,61,978.00. Tender ID : 2023_SH_611669_2. Bid submission Start Date (online) : 06.12.2023 from 9.00 A.M. Bid submission closing date (online) : 19.12.2023 upto 6.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Cooch Behar Highway Division, Cooch Behar
ICA-T24506(4)/2023

जवाहर नवोदय विद्यालय,
बरोबीशा, अलीपुरद्वार
नीलामी सूचना
दिनांक: 04.12.2023
सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय, बरोबीशा, अलीपुरद्वार में निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया के तहत अनुपयोगी समान जैसे कम्प्युटर, बिछावन, बर्तन इत्यादि संबन्धित सामानों की नीलामी की जानी है। इच्छुक व्यक्ति / फर्म कार्यालय अवधि में दिनांक 15.12.2023 एवं 16.12.2023 को संपर्क कर सकते हैं। नीलामी दिनांक 18.12.2023 को जो है जैसा है के आधार पर की जाएगी।
प्राचार्य
ज. न. वि. अलीपुरद्वार

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online Tender - DHFWS/CW-33 and 34 of 2023-24 for supply of outsourced ambulance driver and printing format under Dept. of H&FW, Jalpaiguri are hereby invited by the undersigned. For details please visit the website www.wbtenders.gov.in Sd/- CMOH, Jalpaiguri.
ICA-T24456(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender by the S.E./NBDD Vide NIeT No. 81 of 2023-24 and NIeT No. 37 (SL. No. 11) (2nd Call) of 2023-24 of the S.E. NBDD. Details of works be seen in the above mentioned NIeT in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in Sd/- Superintending Engineer, North Bengal Development Department
ICA-T24469(4)/2023

Maynaguri College
Maynaguri Jalpaiguri
Date : 02.12.2023
Two E-tender Published. For details please visit https://wbtenders.gov.in/nicgep/app.
Tender ID : Tender 1 : 2023_DHE_613470_1, Tender 2 : 2023_DHE_613513_1, Tender 3 : 2023_DHE_613576_1, Tender 4 : 2023_DHE_613616_1
Sd/-
Principal
Maynaguri College

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Principal, North Bengal Medical College is inviting fresh e-Tender (2nd Call) from financially strong, reputed and bonafide Manufacturers / Direct Importers / Authorized Distributors / Authorized Dealers for procurement of Bipolar Diathermy Electrosurgical Unit for the Department of Surgery at North Bengal Medical College vide Notice Inviting Tender No. Med/B-4/Tender/Surgery/2197/NBMC/2023 Dated 30.11.2023; Tender ID: 2023_HFW_611594_1 and the last date of submission of tender documents is latest by 2:00 PM on 14.12.2023. Details are available in the websites https://wbtenders.gov.in; https://www.wbhealth.gov.in & www.nbmch.ac.in Sd/- Principal, North Bengal Medical College
ICA-T24471(3)/2023

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকা গ্রাম পঞ্চায়েতে কোন্দল তৃণমূলে

চেয়ারম্যানকে বহিষ্কার অঞ্চল সভাপতির

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ ডিসেম্বর : পঞ্চায়েত নির্বাচন মিটতেই হরিশ্চন্দ্রপুরে ফের শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল চরম আকার ধারণ করল। এবার দলের প্রোটোকল ভেঙে দলের অঞ্চল সভাপতি বহিষ্কার করলেন অঞ্চল চেয়ারম্যানকে। তার সঙ্গে বরখাস্ত করা হয়েছে ওই অঞ্চলেরই দলের এক প্রাক্তন ব্লক সাধারণ সম্পাদক। ওই বহিষ্কারের চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও সেই চিঠির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এই ব্যাপারে শাসকদলের জেলা কমিটিও রয়েছে অন্ধকারে। দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, এভাবে কি দলীয় প্রোটোকল ভেঙে অঞ্চল কমিটির সর্বোচ্চ পদাধিকারীকে একজন অঞ্চল সভাপতি বহিষ্কার করতে পারেন? এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায়। যদিও অঞ্চল সভাপতির সাফাই, এই বহিষ্কারে আইনত কিছু গলদ থাকলেও সর্বসম্মতিক্রমে ওই দু'জনকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দলের সর্বোচ্চ কমিটিতে জানিয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও বহিষ্কৃত সদস্যরা দাবি করেছেন, এই বহিষ্কারের প্রতিবাদে তাঁরা ইতিমধ্যেই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অঞ্চল সভাপতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন এবং তাঁর পালটা বহিষ্কারের দাবি করেছেন। এই ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ভালুকা অঞ্চলের সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ সাহা গত সপ্তাহে দলের প্যাডে ওই অঞ্চলের দলীয় চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক এবং প্রাক্তন ব্লক সাধারণ সম্পাদক বিবেকচন্দ্র সাহাকে বহিষ্কারের নির্দেশ জারি করেন। দলের প্যাডে ছাপানো সেই নির্দেশ ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। অঞ্চল সভাপতির অভিযোগ, গত পঞ্চায়েত ভোটে ওই দু'জন দলবিরোধী কাজ করেছেন। তাঁদের অন্তর্ঘাত ভালুকা অঞ্চলে তৃণমূলের ভরাডুবি ঘটিয়েছে। সেই কারণে পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয়েছে শাসকদলের। তাই এই দু'জনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হল। যদিও এই বহিষ্কারের ঘটনায় সরব হয়েছে দলের একাংশ। তাঁদের দাবি, অঞ্চল সভাপতি কখনই অঞ্চল চেয়ারম্যানকে বহিষ্কার করতে পারেন না। তাঁর সেই অধিকার নেই। তিনি দলের প্রোটোকল না মেনে এই কাজ করেছেন।

এপ্রসঙ্গে তৃণমূলের অঞ্চল চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক বলেন, 'অঞ্চল সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ সাহা নিজেই একজন দুর্নীতিগ্রস্ত। গত পঞ্চায়েতে তিনি দলের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে নিয়ে ভালুকা পঞ্চায়েতে ব্যাপক দুর্নীতি করেছেন। সেকারণেই ভালুকায় দলের ভরাডুবি হয়েছে। আমরা চাই, এই ব্যক্তিকেই দল থেকে বহিষ্কার করা হোক। আমরা ইতিমধ্যেই দলের রাজ্য কমিটি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছি।'

আরেক বহিষ্কৃত বিবেকচন্দ্র সাহা জানান, 'ধীরেন্দ্রনাথ সাহা দলের কোনও গঠনতন্ত্রই জানেন না। একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি প্রোটোকল না জেনেই আমাদের বহিষ্কার করেছেন। তাছাড়া আমি বর্তমানে দলের অঞ্চল কমিটির কেউ নই। তাহলে তিনি আমাকে কীভাবে বহিষ্কার করেন!'

এপ্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ সাহা জানান, 'ওদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। ওই দু'জন গত পঞ্চায়েত ভোটে দলবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত ছিল। তাই আমি ওদের বহিষ্কার করেছি। এতে প্রক্রিয়াগত কিছু ত্রুটি রয়েছে। এব্যাপারে আমি দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানাব।'

শাসকদলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি বলছেন, 'এভাবে কাউকে দল থেকে বহিষ্কার করা যায় না। দলের স্থানীয় নেতৃত্ব, জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বকে না জানিয়ে কাউকে বহিষ্কার করতে পারা যায় না। আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।'

অভিযোগ

ওই দুজন গত পঞ্চায়েত ভোটে দলবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত ছিল। তাই আমি ওদের বহিষ্কার করেছি। দলের সর্বোচ্চ কমিটিতে জানিয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমি এবিষয়ে দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানাব।

– ধীরেন্দ্রনাথ সাহা
অঞ্চল সভাপতি, ভালুকা

সাফাই

অঞ্চল সভাপতি নিজেই একজন দুর্নীতিগ্রস্ত। গত পঞ্চায়েতে তিনি দলের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে নিয়ে ভালুকা পঞ্চায়েতে ব্যাপক দুর্নীতি করেছেন। সেকারণেই ভালুকায় দলের ভরাডুবি হয়েছে।

–মোজাম্মেল হক
অঞ্চল চেয়ারম্যান, ভালুকা

কাঠগড়ায় মানিকচকের প্রাক্তন প্রধান

লক্ষাধিক টাকার ভুয়ো বিল তোলার অভিযোগ

আজাদ

মানিকচক, ৩ ডিসেম্বর : কাজ না করেই ভুয়ো বিলের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠল প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে মানিকচকের তৃণমূল পরিচালিত এনায়েতপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মনিরা খাতুনের বিরুদ্ধে। নর্দমা সংস্কার ও রাস্তা না করেই টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সমস্ত অভিযোগ যে ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে, সেই ঠিকাদার সংস্থার কর্ণধার হলেন খোদ মানিকচক ব্লক তৃণমূলের কমিটির সাধারণ সম্পাদক, এনায়েতপুর অঞ্চলের দাপুটে তৃণমূল নেতা আসিফ হাসান ওরফে লাভলেস।

আসিফ হাসান প্রাক্তন প্রধানের স্বামীর ঘনিষ্ঠ ও মানিকচক ব্লক তৃণমূলের সভাপতির ছায়াসঙ্গী। এনায়েতপুর পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা ব্লক ও জেলা প্রশাসনের কাছে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন। তবে অভিযোগ দায়েরের দুই সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। শাসকদলের তরফ থেকে অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দাবি বিরোধী দলনেতার।

তবে এই ঘটনার তদন্তে মানিকচক ব্লক প্রশাসন চারজনের কমিটি গঠন করেছে। সেই চারজনের কমিটিকে আগামী শুক্রবারের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মানিকচক ব্লকের বিডিও কারামবীর কেশব আইএএস। বিডিও জানান, 'খুব শীঘ্র অভিযোগ খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গত ১৪ অক্টোবর এনায়েতপুর পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেত্রী আনজুম সাগিরা প্রাক্তন প্রধান মুনিরা খাতুনের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ তুলে মানিকচক ব্লক ও জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ, নর্দমা সংস্কারের কাজ না করেই প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ভুয়ো বিল তুলেছেন প্রাক্তন প্রধান। এনায়েতপুরের মিরাগ্রাম, মুমিনপাড়া, এনায়েতপুর, নোয়াদা ও মোহনা এই পাঁচটি সংসদে নর্দমা সংস্কারের কোনও কাজই হয়নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, গত ১৪ অগাস্ট প্রাক্তন প্রধান তাঁর প্রধানকালের একেবারে শেষ সময়ে দুটি ঠিকাদারি সংস্থার নামে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার বিল তুলে দিয়েছেন। সরকারি খাতা অনুযায়ী গত ২০২১ সালে নর্দমা সংস্কারের কাজ দেখানো হলেও বিল দেওয়া হয়েছে চলতি বছরের অগাস্ট মাসে। এমনকি বিল দেওয়ার দিন সেই ছবি দিয়ে জিও ট্যাগ করা হয়েছে বলে দাবি। শুধু নর্দমা সংস্কার নয়, ঢালাই রাস্তা নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে।

রাস্তাটি গত ২০ অক্টোবর ঢালাই করা হয়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন এনায়েতপুর পঞ্চায়েতের দলনেতা শেখ সেরাজুল। এই দুর্নীতির অভিযোগ সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দুর্নীতির সঠিক তদন্তের দাবি জানায় শাসকদলের নেতারাও।

এনায়েতপুর পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেত্রী আঞ্জুম সাগিরার অভিযোগ, 'কাজ না করেই লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন প্রাক্তন প্রধান। আমরা ব্লক ও জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু লিখিত অভিযোগের পর এতদিন পার হয়ে গেলেও প্রশাসনের তরফ থেকে কোনওরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আমাদের আশঙ্কা অভিযোগটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে শাসকদল।'

যদিও এবিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ এনায়েতপুর পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান তপতী মজুমদার। ব্লক তৃণমূল সভাপতি মহাফিজুর রহমানের বাসভবনে গেলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েতের এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলিম খানের বক্তব্য, 'কোনওরকম দুর্নীতি হয়নি। সমস্ত কাজ নিয়মমাফিক হয়েছে।'

> কাজ না করেই লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন প্রাক্তন প্রধান। আমরা ব্লক ও জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোনওরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
>
> –আনজুম সাগিরা
> বিরোধী দলনেত্রী, এনায়েতপুর পঞ্চায়েত

গৌড়বঙ্গে বিশেষভাবে সক্ষম দিবস উদযাপন

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : প্রভাতফেরি, খুদেদের অনুষ্ঠানে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হল গৌড়বঙ্গে। বিভিন্ন জায়গায় মিছিলে উঠে এল বিশেষভাবে সক্ষমদের অধিকার রক্ষার দাবি উঠল।

মালদার বিভিন্ন এলাকায় বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হল। রবিবার গাজোল হ্যান্ডিক্যাপ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে ঘোষপাড়া এলাকায় বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে এক মিছিল গাজোল সদর পরিক্রমা করে। মিছিলে প্রায় শতাধিক বিশেষভাবে সক্ষম ছিলেন। সংগঠনের সম্পাদক রঞ্জিত ঘোষ বললেন, 'সারা বছর আমরা বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে কাজ করি। আমরা আজ মিছিল থেকে বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রাপ্য সরঞ্জাম দিতে হবে, ব্লক স্তরে বিশেষভাবে সক্ষমদের ক্যাম্পের আয়োজন, সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে পরিচয়পত্র দেওয়া, সরকারি প্রকল্পর সুবিধা দেওয়া প্রভৃতি দাবি তুলেছি।'

মালদার পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি ব্লকে বিশেষভাবে সক্ষমদের হাতে ভোটার কার্ড তুলে দেওয়া হয়। জয়েন্ট বিডিও বাপ্পাদিত্য রায় ও কোঅপারেটিভ ইনস্পেকটর ময়ূখ চক্রবর্তী বিশেষভাবে সক্ষমদের হাতে ভোটার কার্ড তুলে দেন। ময়ূখবাবুর কথায়, 'বিশেষভাবে সক্ষমদের সবরকম সুবিধা দিতে হবে, ওঁরাও ভোটার। তাঁদের প্রতিসব বৈষম্য দূরীকরণে সিআরপিডির বাস্তবায়ন জরুরি।'

দক্ষিণ দিনাজপুরেও একাধিক কর্মসূচি হয়। পতিরাম হাইস্কুল রিসোর্স রুমের উদ্যোগে এবং কুমারগঞ্জ ব্লকে গোপালগঞ্জ নবভারতী প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্রের তরফে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছিলেন আয়োজক সংস্থার সম্পাদক মারুফা বেগমের কথায়, 'খুদেদের শীতকালীন বস্ত্র দেওয়া হল। সরকারি সুযোগসুবিধার বিষয়টি দেখা জরুরি।' বিশেষভাবে পতিরামে বালুরঘাট পূর্বচক্র সম্পদ কেন্দ্র ও পতিরাম হাইস্কুল রিসোর্স রুমের উদ্যোগে ২২৫ জন পড়ুয়াদের নিয়ে প্রভাতফেরি হয়। হাইস্কুল থেকে শুরু হয়ে এটি সারা পতিরাম এলাকা পরিক্রমা করে। ছিলেন পতিরাম রিসোর্স রুমের স্পেশাল এডুকেটর মনোজ দাস। পাশাপাশি কুশমণ্ডি ব্লকের একাধিক বিশেষভাবে সক্ষমের হাতে সহায়ক যন্ত্র তুলে দেওয়া হয়। বাঘড়াইচণ্ডী মাঠে সামাজিক অধিকারিতা শিবির নাম দিয়ে যন্ত্রাংশগুলি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের। বিশেষ কারণে তিনি আসতে পারেননি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা কবিতা চৌধুরী গোস্বামী জানিয়েছেন, 'ক্র্যাচ, লাঠি ও হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।' এছাড়া তপনে হাইস্কুলপাড়ায় র‍্যালি বের হয়। এরপর স্কুলপাড়া, দত্তপাড়া হয়ে বাসস্ট্যান্ডে এসে শেষ হয়। বিশেষভাবে সক্ষমদের কবিতা, আবৃত্তি পাঠ সহ প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান হয়। পাশাশাশি সংস্থার অন্যতম সম্পাদক তথা শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রণব সাহা প্রমুখ। অপরদিকে তপন ব্লক প্রশাসনের তরফে দিনটি উদযাপন করা হল।

নাচে-গানে জমজমাট বিশেষভাবে সক্ষমদের অনুষ্ঠান। রবিবার গঙ্গারামপুরে। – চয়ন হোড়

মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ের খোঁজে পুলিশের দ্বারস্থ মা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ ডিসেম্বর : মেয়ের মানসিক সমস্যা আগে থেকেই ছিল। সাধের সংসার ভেঙে যাওয়ায় শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল বাপের বাড়ি। থাকত মায়ের সঙ্গে। সংসার ভেঙে যাওয়ায় মেয়ের মানসিক সমস্যা আরও জটিল হয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আপন গর্ভজাত কন্যাকে পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতেন মা। খুলে দিলেই ওষুধ খাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। ১২দিন আগে ওই কারণ দেখিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। না ফেরায় অবশেষে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন মা। ঘটনা হরিশ্চন্দ্রপুরের।

পুলিশসূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুরের ডুমরিয়া গ্রামের বাসিন্দা তাজকেরা বিবির ২৫ বছরের মেয়ে রাকেয়া খাতুনের সঙ্গে তাঁর স্বামীর বিচ্ছেদ হয়। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার ধাক্কা মানসিকভাবে মেনে নিতে পারেননি রাকেয়া। হারিয়ে যায় মনের ভারসাম্য।

তাজকেরা বিবির স্বামী দিনমজুর। সংসারে অর্থাভাব। রাকেয়া ছাড়াও পরিবারে আরও ছেলেমেয়ে আছে। অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটলেও মেয়ের চিকিৎসা চালিয়ে যান তাজকেরা স্বামী। যদিও চিকিৎসায় তেমন সাড়া মেলেনি। বাড়ির কাউকে না জানিয়ে এখানে-ওখানে চলে যেত রাকেয়া। আবার ফিরেও আসত। কখনও ধরে-বেঁধে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে হত রাকেয়াকে। তাই, বাধ্য হয়েই মেয়েকে শিকল পরিয়ে বেঁধে রাখতেন মা তাজকেরা। গত ২০ নভেম্বর তাজকেরা রাকেয়ার পায়ের শেকল খুলে দেন এবং রাকেয়া ওষুধ নিতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মায়ের ধারণা হয়েছিল, ও ধারে-কাছে কোথাও গিয়েছে। অন্যান্য দিন যেমন যায়। মেয়ে ফিরে আসবে। ১২ দিন অতিক্রান্ত। মেয়ে ফেরেনি। রবিবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাজকেরা বিবি।

রাকেয়ার মা জানান, 'মেয়ের মানসিক সমস্যা ছিল। তিন বছর আগে স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তারপর থেকেই ও সম্পূর্ণ মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। বাড়িতে আটকে রাখার জন্য শিকলবন্দি করে রাখতাম। কিন্তু খুব চিৎকার করত। ২০ নভেম্বর দুপুরে শিকল খুলে দিয়েছিলাম। সেই যে গেল আর কোনও খোঁজ নেই। ওর তো মাথার ঠিক নেই। তাই, কু ডাক দিচ্ছে। পুলিশের কাছে আবেদন, ওরা যেন মেয়েটাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে আমায় ফিরিয়ে দেয়।'

বিজেপি যুব মোর্চার পথ অবরোধ

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : বিজেপি যুব মোর্চার নদিয়া জেলার কার্যকর্তাকে তৃণমূলের একদল কর্মী-সমর্থক খুনের চেষ্টার অভিযোগে পদ্ম শিবিরের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির পথ অবরোধের ডাক দেয়। অবরোধ চলে প্রায় আধঘণ্টার মতো। পথ অবরোধের নেতৃত্ব দেন বিজেপি জেলা সহ সভাপতি নিমাই কবিরাজ। ছিলেন জেলা স্তরের অন্যান্য নেতা-কর্মী।

যুব মোর্চার জেলা সভাপতি সাধন ঘোষণ বলেন, 'গত বুধবার কলকাতায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শহরে তিনি একটি সভা করেন। সভায় বিভিন্ন জেলা থেকে নেতা-কর্মীরা গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভায় যান কল্যাণী যুব মোর্চার কার্যকর্তা মিহির বিশ্বাস। শুক্রবার রাতে তৃণমূলের হার্মাদবাহিনী তাঁকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করে। নেতা কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে ভর্তি। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা দিচ্ছেন। সেই ঘটনার প্রতিবাদে এই পথ অবরোধ কর্মসূচি।'

অধ্যাপকের বিনামূল্যে শিক্ষাদানের বর্ষপূর্তি

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : আদিবাসীপাড়ায় গিয়ে টানা এক বছর বিনামূল্যে পাঠদান করে চলেছেন বালুরঘাট কলেজের বাংলার অধ্যাপক ডঃ সমিতকুমার সাহা। রবিবার ছিল তার প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান নিয়ে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকদেরও উন্মাদনা ছিল চরমে। প্রতি রবিবার বালুরঘাটের মঙ্গলপুরের আদিবাসী এলাকায় ছুটে যান সমিতবাবু। টিফিনের ব্যবস্থাও রয়েছে তাঁর এই আদর্শ শিক্ষা নিকেতনে। পাঠক্রমের পড়াশোনা থেকে শুরু করে নৈতিক ও মূল্যবোধের জ্ঞানদান তাঁর মূল লক্ষ্য। এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পড়ুয়াদের খাতা, কলম প্রদান ও মিষ্টিমুখ করানো হয়। আবৃত্তি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয় খুদেরা।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himachal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara- 734010

NOTICE

This is to inform all the applicants for EWS flats at Kawakhali that the last date of receiving applications in connection with allotment of 422 Nos of EWS Dwelling Units by Siliguri Jalpaiguri Development Authority at Kawakhali within Utsodhara Teesta Township, JL No 2, Mouza Dabgram, have been extended till 22nd December 2023 till 5.30 p.m. barring Government holidays.
This notice is only for extension of the date of receiving applications. Other terms and conditions of previous notice remains unchanged.
Details may also be obtained from www.sjda.org

Sd/-
Chief Executive Officer

ICA-N 627(3)/2023

সীমান্তে পাচার রোধে ড্রোন

হিলি, ৩ ডিসেম্বর : শীতের মরশুম শুরু হলেই সীমান্তে বৃদ্ধি পায় চোরাচালান। কুয়াশা ও রাতের অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে সীমান্তে দৌরাত্ম্য বাড়ে পাচারকারীদের। বিভিন্ন কৌশল করেও তাদের নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। সীমান্তে পাচার রোধ করতে এবার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করল সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। গোরু পাচার থেকে শুরু করে সীমান্তে অবৈধ কার্যকলাপে নজরদারি চালাতে বিএসএফ ড্রোন ব্যবহার শুরু করল।

ভারত-বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা এখনও উন্মুক্ত। সেসব জায়গাকে টার্গেট করে শীতের মরশুমে পাচারের বাড়বাড়ন্ত হয়। সীমান্তে দৌরাত্ম্য বাড়ে পাচারকারীদের। পাচার রোধ করতে সীমান্তে আলো থেকে শুরু করে জওয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি করেও রাশ টানা যায়নি। তাই এবার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে পাচারে রাশ টানতে চায় বিএসএফ।

উত্তরবঙ্গে পাচারের বিভিন্ন হটস্পট এলাকাগুলি চিহ্নিত করে ড্রোন পাঠিয়েছে বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। দুটি ড্রোন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও এসেছে। তপনের জলঘর ও হিলি বিওপিতে ওই দুটি ড্রোন এসেছে। সেই ড্রোনের সাহায্যে এবার পাচারে নজরদারি শুরু করবে বিএসএফ। ড্রোনের নাইট ভিশন দিয়ে রাতেও নজরদারি চলবে।

নর্থ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার বিএসএফের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা জানান, 'পাচার রোধে এবার আমরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যেখানে যেখানে ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চলবে।'

শিক্ষকদের সাধারণ সভা

গঙ্গারামপুর, ৩ ডিসেম্বর : একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অ্যাডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড মিস্ট্রেসেস দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। রবিবার সভার আয়োজন করা হয় শহরের চার নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত নিরঞ্জন ঘোষ স্মৃতি বিদ্যাপীঠে। প্রধান, শিক্ষক শিক্ষিকারা তাঁদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন এই সভায়। তুলে ধরা দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বার্ষিক অবিলম্বে প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকাদের শিক্ষাবহির্ভূত সমস্ত কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। ভোটের ডিউটিতে শিক্ষকদের পাঠানো যাবে না। সরকারি জায়গায় গঙ্গারামপুর মহকুমা এডিআই অফিস স্থাপন করতে হবে। উপস্থিত ছিলেন ডিআই নিতাই দাস, ডিপিও বিমলকৃষ্ণ গাইন, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক চন্দনকুমার মাইতি সহ আরও অনেকে।

অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড মিস্ট্রেসেস কমিটির রাজ্য সম্পাদক চন্দনকুমার মাইতি বলেন, 'আমাদের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের যে মর্যাদা সেটা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রধান, শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের যে বেতন বৃদ্ধি হওয়ার কথা সেটা নেই।' মৃণাল কর্মকার বলেন, 'শিক্ষা সংক্রান্ত ছাড়া প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের অন্য কোনও কাজে যুক্ত করা যাবে না।'

ডাম্পারের ধাক্কায় আহত চালক

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ ডিসেম্বর : বাইকের সঙ্গে ডাম্পার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হলেন এক যুবক। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে চাঁচলগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের জাবরা এলাকায়। আহত যুবকের নাম পবিত বসাক(২৩)। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের ভিঙ্গল পঞ্চায়েতের বচকোন্দা গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে পবিত বসাক বাইক নিয়ে তুলসীহাটা মার্কেটে আলুর ব্যবসা করতে আসছিল। অপরদিকে, তুলসীহাটার দিক থেকে একটি ডাম্পার গাড়ি ভবানীপুর ব্রিজে মাটি ফেলে চাঁচলের দিকে যাচ্ছিল। জাবরা এলাকায় ডাম্পার গাড়িটি সরাসরি বাইকটিকে ধাক্কা মারে। রক্তাক্ত হয়ে পড়ে বাইকচালক। তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা আহত যুবককে উদ্ধার করে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে।

IISWBM
First B-School of India & South East Asia Since 1953
71 years of excellence in management education in India

Invites Applications for Session 2024-2026

MBA(HRM)

• One of the Top 10 HRM programmes in India (High ROI with low fee) and Asia • IISWBM ranked 4th among Government B-Schools in Eastern zone of India by the Week, 2023 • IISWBM ranked 25th by India Today's Best B-School (Government) survey, 2023. • 100% campus placements; Alumni in Fortune 500 organizations globally Highest CTC Offer made in Campus Placement of MBA (HRM) students: 15 lakh INR • Illustrative list of companies where MBA (HRM) students are working:

For Eligibility and Selection, please visit: www.iiswbm.edu

2 year Full time Degree course of the University of Calcutta.
ST/SC/PWD/OBC quota will be fulfilled as per University guidelines

Last date of issue & receipt of completed Application form: 17.12.2023

For Online Application www.iiswbm.edu
Offline Form is also available
Management House, College Square West, Kolkata-700 073
033-2241-8694 /8695/5792/3756

নিকাশিনালার কালভার্ট ঢেকে চলছে বাজার

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : দিনের পর দিন নিকাশিনালার কালভার্ট ঢেকে মাছ, মাংস ও সবজির দোকান চলতে থাকায় সমস্যায় ভুগছেন রায়গঞ্জ শহরের বিধাননগর সাঁওতালপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। ভোগান্তির শিকার শহরবাসী। একদিকে নিকাশিনালাগুলি যেমন পরিচ্ছন্ন করতে পারেন না পুরকর্মীরা, অন্যদিকে ক্রেতা ও বিক্রেতার ভিড়ে যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়েন পথচলতি মানুষ। সকাল হলেই রাস্তা দখল হয়ে যাওয়ায় টোটো এবং অন্য কোনও যানবাহন ঢুকলে দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না। স্থানীয়রা বাজারটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানিয়ে আসলেও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ।

প্রতিদিন সকালে শহর ও গ্রাম থেকে প্রায় একশো বিক্রেতা পসরা নিয়ে বসেন এই বাজারে। রায়গঞ্জের বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্রেতারা ভিড় জমান। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে কেনাকাটা করেন। ফলে বাইক, সাইকেল ও ছোটো গাড়ি নিয়ে আটকে পড়েন শহরবাসী। পথচলতি মানুষ প্রতি পদে বাধা পান। স্থানীয় বাসিন্দা কমল দাস বলেন, 'কয়েক বছর হল রাস্তা ও ড্রেন দখল করে বাজার বসছে। সকাল হলেই রাস্তা দখল হয়ে যাওয়ায় আমরা ভীষণ সমস্যায় পড়ি। এই বাজারকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেলে খুব ভাল হয়।' গীতা দত্ত নামে আরেক বাসিন্দা জানান, 'সামান্য বৃষ্টি হলে আমাদের রবীন্দ্রপল্লি এলাকা জলে ভেসে যায়। ড্রেনগুলি কালভার্ট দিয়ে আটকে রাখায় জল বেরোতে পারে না। এভাবে ড্রেন দখল হয়ে যাচ্ছে অথচ পুরসভা নিশ্চুপ। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়।'

এদিকে বাসিন্দাদের একাংশ দাবি করে আসছেন ব্যস্ততম এলাকা থেকে বাজারটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার।

উপেন দাস নামে এক সবজি বিক্রেতা জানান, 'আমাদের কিছু করার নেই, তাই রাস্তার পাশে ড্রেনের উপর বসছি। আমাদের জন্যে আলাদা জায়গা করে দিলে সেখানে যাব। পুরোপুরিভাবে তুলে দিলে না খেয়ে মরতে হবে।' রাজু দাস নামে এক মাছ বিক্রেতা জানান, 'প্রায় ৩ বছর ধরে এখানে মাছ নিয়ে বসি। কিছু করার নেই, তাই ড্রেন দখল করতে হয়েছে। ক্লাবের দাদারা এজন্য চাঁদা নেয়।'

রায়গঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি বলেন, 'ওই রাস্তায় যাঁরা ব্যবসা করেন প্রত্যেকে তাঁরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। কোভিডের সময় থেকে তাঁরা রাস্তার দু'ধারে বসে সবজি, মাছ ও মাংস বেচাকেনা করেন। তবে বাজারটিকে অন্যত্র সরিয়ে যাতায়াতের সমস্যা হবে না। এই এলাকায় যানজটও হবে না। অবশ্যই পুরসভার সঙ্গে কথা বলব।' রায়গঞ্জ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর অরুণচন্দ্র চন্দ জানান, 'কয়েক বছর হল রাস্তার দুই পাশে বাজারটি বসছে। যাতায়াতের খুবই সমস্যা হয়। বিশেষ করে বৃষ্টির জল যেতে পারে না, কারণ ড্রেনগুলো পুরোপুরিভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত পরিষ্কার করা যায় না। কোনও জিনিসপত্র রাখা যায় না। স্থানীয় একটি ক্লাবের ছেলেরা এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। বাজারটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করব।'

যানজটে জেরবার শহরবাসী

এভাবেই নিকাশিনালার উপর বিক্রেতাদের দখলদারি বাড়ছে। –সংবাদচিত্র

পেসমেকার বসিয়ে প্রাণ বাঁচাল ডিসান

সুবোধবাবু বাজার করতে গিয়ে হঠাৎ করে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরলেও সুবোধবাবুর পাড়ার লোকেরা কাছের নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেখানকার ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করে বলেন, যে কোন বড় হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। ওনারা আর দেরী না করে সুবোধবাবুকে নিয়ে শিলিগুড়ির ডিসান হসপিটালের এমার্জেন্সিতে নিয়ে আসেন। সেখানকার ক্রিটিকাল কেয়ার ডাক্তাররা সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করেন। তাতে দেখা গেল ওনার লেফ্‌ট্‌ আর্টারীতে বড় ধরনের ব্লক আছে। আসলে হার্ট চলে শরীরে তৈরী এক বিশেষ বিদ্যুতে, এই বিদ্যুৎ যাওয়াতে বাধা পেলেই শরীর খারাপ হয়। এরই নাম হার্ট ব্লক। সুবোধবাবুর ক্ষেত্রে লেফ্‌ট্‌ আর্টারিতে ব্লক থাকায় ইলেকট্রিক সিগন্যালের গোলযোগে ওনার হার্টের বাঁদিকের ওপরের চেম্বার থেকে নীচের চেম্বারে রক্তের পাম্পিং ঠিকমতন হত না, ফলে হার্টের পেশী দুর্বল হয়ে বিপদ ঘনিয়ে আসছিল। তাই ডিসানের কার্ডিওলজিস্ট ও তাঁর কার্ডিয়াক টিম বাড়ির লোকের সম্মতি নিয়ে পেসমেকার বসাল। এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। এই ধরনের বিপদে সুস্থ করে তুলতে ডিসান হসপিটাল রাতদিন সাতদিন পাশে আছে।

সঠিক সময়ে পেসমেকার বসাল ডিসান

ডিসান হসপিটাল, শিলিগুড়ি
নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে
ডিসান হসপিটাল, কলকাতা
ই এম বাইপাস, ডিসান মোড়
এমার্জেন্সি- 90 5171 5171
www.desunhospital.com

সীমান্তে উদ্ধার নীলগাই

করণদিঘি, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার সকাল। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি বিলুপ্তপ্রায় নীলগাই দেখতে পান স্থানীয়রা। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের রসাখোয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ছাগলকাটি এলাকা থেকে ওই প্রাণীটিকে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। তাঁরাই সেটিকে আটক করে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেন। এই এলাকায় সাধারণত নীলগাই পাওয়া যায় না। ফলে অনেকের অনুমান, ঝাড়খণ্ড, বিহার বা পশ্চিমবঙ্গের কোনও এলাকা থেকে ওই নীলাগাইটিকে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল পাচারকারীরা। কিন্তু সাধারণ মানুষের তৎপরতায় সেটি রক্ষা পায়।

রসাখোয়া পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ বলেন, 'স্থানীয়দের সহযোগিতায় নীলগাইটিকে উদ্ধার করা হয়। পরে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা তিনদিন থেকে বিরল প্রজাতির প্রাণীটি ঘোরাঘুরি করছিল। রসাখোয়ার ছাগলকাটি নামক এলাকায় বণ্য প্রাণীটিকে স্থানীয়রা দেখতে পান। পরে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বিলুপ্ত প্রজাতির নীলগাইটির খোঁজ চলতে থাকে। পরে সেটির সন্ধান মিললে থানায় নিয়ে আসা হয়।

স্থানীয়দের ধারণা, নীলগাইটি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কোনও বন্য এলাকা থেকে বিহার হয়ে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। গোরু পাচারকারীরাও নীলগাইটি পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন বন দপ্তরের কর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিকভাবে অনুমান, গোরু পাচারকারীদের খপ্পর থেকে বাংলাদেশে পাচার করার সময় কোনওক্রমে পালিয়ে যায় নীলগাইটি। প্রথমে ছাগলকাটির রাকিবের নজরে আসে সেটি। তারপরে ওই অঞ্চলের লোকেদের জানান তিনি। সেখান থেকেই খবর দেওয়া হয় স্থানীয় পুলিশ ও বন দপ্তরের কর্মীদের। চোরাকারবারিদের চোরাচালান অনেকটাই বেড়ে উঠেছে, এমনটাই মনে করছেন এলাকার মানুষ।

দ্বিবার্ষিক ব্লক সম্মেলন

গাজোল, ৩ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতির গাজোল ব্লক ইউনিটের ২১তম দ্বিবার্ষিক ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বিষাণ নাট্যসংস্থার মঞ্চে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শতাধিক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা কমিটির পক্ষে অনুপ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত মাইতি। ব্লক সংগঠনের পক্ষে জয় কৃষ্ণ সিংহ, তরুণ শিকদার, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। জয়কৃষ্ণ সিংহ জানালেন, '১১ দফা দাবিদাওয়া নিয়ে আমাদের এই ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যার মধ্যে প্রধান দাবি অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে বকেয়া চল্লিশ শতাংশ ডিএ প্রদান করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আমরা যে অধিকার অর্জন করেছি তা সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়।'

চক্ষু পরীক্ষা শিবির

বুনিয়াদপুর, ৩ ডিসেম্বর : বংশীহারী থানার উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হল বুনিয়াদপুরে। রবিবার সকালে বংশীহারী থানার সেলিমাবাদ আউট পোস্টে এই শিবিরটি হয়। সেখানে শতাধিক নারী ও পুরুষ বিনামূল্যে অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করেন। চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়। যাদের ছানি অস্ত্রপ্রচারের প্রয়োজন আছে, তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হয় যাতে তারা বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করতে পারেন। এলাকার দুঃস্থ লোকেরাও যাতে চক্ষু পরীক্ষার সুযোগ পায় সেই কারণে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের শিবিরে বংশীহারী থানার বেশ কয়েকজন অফিসার ও কর্মী চক্ষু পরীক্ষা করান।

সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : বালুরঘাট ব্লকের কৃষ্ণপুর এলাকায় বালুরঘাট-তপন রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। মৃত ব্যক্তির নাম মনোজ বর্মন (৪৮)। বাড়ি তপন ব্লকের অভিরামপুর গ্রামে। রবিবার দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

শনিবার সাইকেল নিয়ে মনোজ বর্মন বালুরঘাটে বাজারে এসেছিলেন। বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় পেছন থেকে একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। এরপর ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১০০ মিটার পর্যন্ত গাড়ির সঙ্গে সাইকেল সহ ছেঁচড়ে যান তিনি। তাঁকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানান।

পুনে থেকে এসেও বাড়ি না ফেরায় রহস্য

বোল্লায় শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : বোল্লা মেলার কাছে জঙ্গলে এক পরিযায়ী শ্রমিকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় রবিবার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রায় দু'বছর পর পুনে থেকে জেলায় ফিরছিলেন ওই শ্রমিক। পুনে থেকে সোজা বাড়ি না ফিরে, কেন তিনি বোল্লা মেলার পাশে গিয়ে আত্মঘাতী হতে গেলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পতিরাম থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

মৃতের নাম অনিল বর্মন (৩৭)। বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারপাড়া এলাকায়। তবে বাবা-মা কিংবা পরিবারের কেউ না থাকায় পৈতৃক বাড়িতে আর তিনি যান না। ওই বাড়ি তালাবন্ধ থাকে। তিনি তপনের চামটাকুড়ি গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। এদিন সকালে বোল্লা মেলার জন্য অস্থায়ী হল্ট স্টেশন সংলগ্ন টাকশইল গ্রামে একটি ইউক্যালিপ্টাস গাছ থেকে গলায় চাদর প্যাঁচানো অবস্থায় তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই ব্যক্তি কোনও কারণে আত্মঘাতী হয়েছেন।

এলাকার লোকজন জানিয়েছেন, বছর দুয়েক আগে দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে অনিলবাবু পুনেতে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে যান। সেখানে তিনি শ্রমিক বস্তিতে থাকতে শুরু করেন। এর মধ্যে তাঁরা আর জেলায় ফেরেননি। মাস দুয়েক আগে তাঁর শাশুড়ির অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাকে দেখভালের জন্য তাঁর স্ত্রী বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। অনিলবাবু স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন, বোল্লা মেলার আগে তিনি বাড়ি ফিরবেন। কয়েকদিন আগেই তিনি পুনে থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। বাড়িতে ফিরে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে মেলায় যাবেন বলেও ফোনে জানিয়েছিলেন। গতকাল রাতেও স্ত্রীকে ফোন করে বলেছেন, তিনি জেলায় ঢুকে গিয়েছেন। শীঘ্রই তিনি শ্বশুরবাড়ি আসছেন। কিন্তু তারপর থেকে তিনি আর ফোন ধরেননি বলে দাবি পরিবারের। অবশেষে এদিন সকালে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

> জামাইবাবু দীর্ঘদিন পর বাড়িতে ফিরছিল। কামারপাড়ায় ওর বাড়ি হলেও সেখানে কেউ না থাকায় আমাদের তপনের বাড়িতেই তার ফেরার কথা ছিল। কিন্তু ও কীভাবে বোল্লা মেলার কাছাকাছি চলে গেল, কেনই বা তার এভাবে মৃত্যু হল, তা আমার কাছে রহস্য মনে হচ্ছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করুক।
>
> *– রাজদীপ বর্মন, মৃতের শ্যালক*

পুলিশ প্রথমে ওই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠায়। পাশাপাশি, মৃতের ফোন থেকে নম্বর নিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরে তাঁর পরিবারের লোকজন হাসপাতাল মর্গে এসে মৃতদেহ শনাক্ত করে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ অনিলবাবুর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে অনিলবাবু কী কারণে আত্মঘাতী হলেন, তা মাথায় ঢুকছে না তাঁর পরিবারের।

মৃতের স্ত্রী তুলি বর্মন বলেন, 'আমাদের মধ্যে কোনও গোলমাল ছিল না। আমি দেড় মাস আগে মায়ের অসুস্থতার জন্য বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। ওরও আজ বাড়িতে ফেরার কথা ছিল। দ্রুত বাড়ি আসছে বলে গতকাল রাতেও ফোনে জানিয়েছিল। কিন্তু আজ সকালে পুলিশের ফোন পেয়ে বালুরঘাট হাসপাতাল মর্গে এসে স্বামীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই। কীভাবে ওর মৃত্যু হল, কেনই বা ও বাড়িতে না ফিরে বোল্লা মেলার কাছে গিয়ে এভাবে আত্মঘাতী হতে গেল, তা বুঝতে পারছি না। দুই মেয়েকে নিয়ে কীভাবে সংসার চালাব তাও মাথায় আসছে না।'

অনিলবাবুর শ্যালক রাজদীপ বর্মন বলেন, 'জামাইবাবু দীর্ঘদিন পর বাড়িতে ফিরছিল। কামারপাড়ায় ওর বাড়ি হলেও সেখানে কেউ না থাকায় আমাদের তপনের বাড়িতেই তার ফেরার কথা ছিল। কিন্তু ও কীভাবে বোল্লা মেলার কাছাকাছি চলে গেল, কেনই বা তার এভাবে মৃত্যু হল, তা আমার কাছে রহস্য মনে হচ্ছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করুক।'

পতিরাম থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

সাংসদের দ্বারস্থ কর্মহীন যুবক-যুবতীরা

বিপর্যয় মোকাবিলার প্রশিক্ষণ নিয়েও বেকার

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরেও নেই নিয়োগ। জেলা প্রশাসন থেকে রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়েও হয়নি লাভ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের কাজ সুনিশ্চিত করতে এবার সরব বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা। রাজ্য সরকারের প্রতি আর আস্থা নেই। তাই এবার বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা বালুঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের দ্বারস্থ হলেন ওয়েস্টবেঙ্গল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স ফাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। রবিবার সকালে বালুরঘাটে সুকান্ত মজুমদারের নিজস্ব বাড়িতে দেখা করেন সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব। পাশাপাশি সাংসদের হাতে তুলে দেন নিজেদের দাবিপত্র।

অভিযোগপত্র দেওয়া হচ্ছে সুকান্ত মজুমদারকে। –সংবাদচিত্র

দীর্ঘদিন আগে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রত্যেক জেলায় যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। কয়েক হাজার জন প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরেও তাঁরা সকলে কাজ পাননি। নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। আন্দোলনকারীদের দাবি, তাঁরা বেশিরভাগই বিপর্যয় মোকাবিলার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে না। এনিয়ে একাধিকবার আন্দোলন করেছেন আন্দোলনকারীরা। বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের দাবিদাওয়া জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তাই রবিবার সুকান্ত মজুমদারের দ্বারস্থ হয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের আশা, রাজ্য হোক বা কেন্দ্র, তাঁদের দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেও তাঁরা উপকৃত হবেন। এদিন সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে দেখা করেন সংগঠনে জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস সহ অন্য সদস্যরা।

এবিষয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস বলেন, 'আমরা রাজ্যের প্রতিনিধিদল সুকান্ত মজুমদারের দ্বারস্থ হয়েছি। বিপর্যয় মোকাবিলার প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরও কাজ পাচ্ছি না। কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। আবার যাঁরা কাজ পাচ্ছেন তাদের কিটস দেওয়া হচ্ছে না। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরও দুবেলা অন্নের জোগান আমাদের হচ্ছে না। সুকান্ত মজুমদারের দ্বারস্থ হয়ে আমরা আমাদের দাবিপত্র দিয়েছি। যাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, সকলকে কাজ দিতে হবে। কাজ না হলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে। প্রয়োজনে আগামীদিনে কলকাতার রাজপথে অনশন আন্দোলন করব আমরা।'

অন্যদিকে, এবিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'যখন বিপর্যয় মোকাবিলা করার প্রয়োজন হয়, তখন দেখা যায় সেই জায়গায় সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়োগ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে তাঁদের কোনও প্রশিক্ষণ নেই। অথচ সেইসময় বিপর্যয় মোকাবিলার যাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাঁদের কাজ দেওয়া হয়নি। যাঁরা এনিয়ে আন্দোলন করেন, তাঁদেরকে বেশি করে কাজ দেওয়া হয় না। তাই তাঁরা আমার কাছে এসেছেন। তাঁদের দাবি জানিয়েছেন। এই প্রশিক্ষণে কেন্দ্র টাকা দিয়েছে। আমি বিষয়টি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নজরে আনব এবং আন্দোলনকারীদের পাশে রয়েছি।'

বকেয়া টাকার দাবিতে তৃণমূলের আন্দোলন

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : সারারাজ্যের সঙ্গে দুই দিনব্যাপী তৃণমূলের মিছিল ও পথসভা কর্মসূচি হল বুনিয়াদপুরে। ১০০ দিনের ও আবাস যোজনার বকেয়া টাকার দাবিতে বুনিয়াদপুর টাউন তৃণমূলের তরফে এই পথসভার আয়োজন করা হয়। রবিবার বুনিয়াদপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহর পরিক্রমা করে বাসস্ট্যান্ডে এসে শেষ হয়। সেখানে পথসভার মধ্যে দিয়ে এদিনের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। উপস্থিত ছিলেন বুনিয়াদপুর শহর তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ দাস, পুর প্রশাসক অখিলচন্দ্র বর্মন, লংকেশ্বর মহন্ত প্রমুখ।

এদিকে রবিবার করণদিঘির রাহুল মঞ্চের সামনে ১০০দিনের কাজ ও আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না, এমনই অভিযোগে সারারাজ্যের সঙ্গে এদিন প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন করণদিঘি বাসস্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘোরে এই মিছিল। মিছিলের নেতৃত্ব দেন তৃণমূল বিধায়ক গৌতম পাল। উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল, ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুভাষচন্দ্র সিংহ, শ্যামলালা মাহাতো, সুরজিৎ পাল। গৌতম পাল বলেন, 'বাংলা বরাবরই কেন্দ্রের কাছে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। বাংলার প্রাপ্য টাকা দেওয়া হচ্ছে না, ১০০ দিনের টাকা না দেওয়ার ফলে অনেকেই টাকা পাচ্ছেন না। টাকা না দিলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবো। অবিলম্বে কেন্দ্র বাংলার হকের টাকা না দিলে আগামীদিনে আমরা আরও বড় আন্দোলনে নামব।'

যদিও তৃণমূলের এই মিছিলকে কটাক্ষ করে জেলা বিজেপির সহ সভাপতি সত্যনারায়ণ সিংহ বলেন, '১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা তছরুপের হিসেব দিতে পারছে না রাজ্য সরকার। হিসেব দিলেই কেন্দ্র টাকা দেবে।'

১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে এদিন মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ করল রায়গঞ্জ পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কমিটি। পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাসের নেতৃত্বে কয়েকশো ওয়ার্ডের বাসিন্দা কর্মসূচিতে যোগ দেন। এদিন বীরনগর মহামায়া স্থানের মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি পুরো ওয়ার্ড পরিক্রমা করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানেই অবস্থান আন্দোলনে শামিল হন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হয় নেতৃত্ব। এদিনের বিক্ষোভ মিছিলে ও অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন সন্দীপ বিশ্বাস, নিশীথ সরকার, নায়ায়ণ দাস, প্রকাশ দাস প্রমুখ।

কুশমণ্ডি ব্লকের তৃণমূল নেতা কর্মীরা– ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে। এই দাবিতে আজ করঞ্জি হাটে মিছিল ও পথসভা করেন ব্লক তৃণমূলের সভাপতি কেশব যোশি। উপস্থিত ছিলেন কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজাজাহির আব্বাস।

বালুরঘাট পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডেও এদিন তৃণমূলের তরফে প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা করা হয়। শনিবার থেকেই এই কর্মসূচি পালন করছে বালুরঘাট টাউন তৃণমূল নেতৃত্ব। বাংলার প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে আগামী দিনেও তৃণমূল সরব হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি দেবাশিস কর্মকার।

নগ্ন ছবি ভাইরাল, গ্রেপ্তার তিন

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : এক যুবকের নগ্ন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়া ও আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে এক যুবতী সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় অবস্থিত সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি নদীয়ার হরিণঘাটা এলাকায়। অপরজনের বাড়ি বর্ধমানের মেমারি থানার দেবীপুর এলাকায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬/৩৮৫ ধারার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অপহরণের অভিযোগে ধৃত বাবা

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : প্রতিবেশী নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে মূল অভিযুক্তের বাবাকে রবিবার সকালে গ্রেপ্তার করল ইটাহার থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম আকালু শেখ (৫৩)। বাড়ি ইটাহার থানার মানাইনগর এলাকায়। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। যদিও মূল অভিযুক্ত ও অপহৃত নাবালিকাকে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।

দিন তিনেক আগে প্রতিবেশীর নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ করে পালিয়ে যায় আকালু শেখের ছেলে। দু'জনেই স্থানীয় একটি হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। ঘটনায় ইটাহার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে অভিযোগের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্তের বাবাকে এদিন সকালে গ্রেপ্তার করে ইটাহার থানার পুলিশ।

রক্তদান শিবির

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : বালুরঘাটের ভিডিও হল মোড় সংলগ্ন এলাকায় সংকট মেটাতে রবিবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল রোটারি ক্লাব অফ বালুরঘাট আত্রেয়ী গ্রেটার্স। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি রাজেন শীল, সম্পাদক অরুণাংশ মহন্ত সহ বিশিষ্টরা। শিবিরে মোট ৩০ জন রক্তদান করেন। সংগঠনের সভাপতি রাজেন শীল বলেন, 'কয়দিন আগে আমরা দুঃস্থদের মধ্যে ৫০০ বস্ত্র বিতরণ করেছি। আজ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলাম। আগামীদিনে আরও সমাজসেবামূলক কাজ করব।'

শৌচালয়ের দরজা খুলছেন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ। –প্রকাশ মিশ্র

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় ছাত্রের মৃত্যু

কালিয়াচক, ৩ ডিসেম্বর : প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দুর্ঘটনার শিকার দশম শ্রেণির ছাত্র। মালদা থেকে আসা আলুবোঝাই একটি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। দুর্ঘটনায় জখম হয় আরও এক ছাত্র। চিকিৎসার জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে কালিয়াচকের উত্তর দারিয়াপুর সালেপুরের কাছে জাতীয় সড়কের ওপর। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

মৃত ছাত্রের নাম আদিল শেখ(১৮)। আহত হয়েছে তৌফিক মোমিন। দুজনেই দারিয়াপুর বাইসি হাই মাদ্রাসার দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। প্রতিদিনের মতো রবিবার সকালে দুই বন্ধু মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছিল। জাতীয় সড়কের ধারেই তাঁরা হাঁটাহাঁটি করছিল। নওদা যদুপুর অঞ্চলের সালেপুরের কাছে জাতীয় সড়কের ধারে একটি বাস দাঁড়িয়ে ছিল। মালদার দিক থেকে আসা একটি আলুবোঝাই ছোট পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের পেছন দিকে ধাক্কা মারে।

বাসটি বেশ কিছু দূরে এগিয়ে যায় এবং জাতীয় সড়ক থেকে নীচের দিকে নামতে থাকে। সেই সময়ই দু'জন ছাত্রকে ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় আদিল শেখের (১৮) আশঙ্কাজনক অবস্থায় তৌফিক মোমিনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এলাকার প্রচুর মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ফলে জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। বাস ও আলুবোঝাই পিকআপ ভ্যানকে আটক করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। মৃতের বাবার নুরুদ্দিন শেখ বলেন, 'আমি বাইরে ছিলাম। দুর্ঘটনার কথা শুনতে পেয়ে বিকেল নাগাদ বাড়িতে আসি। আমার ছেলে দারিয়াপুর বাইশে হাই মাদ্রাসায় দশম শ্রেণিতে লেখাপড়া করছিল। আদিল লেখাপড়ায় খুব। এবার সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিত। তার আগেই আমার ছেলের এই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটবে, আমরা ভাবতেই পারছি না।'

মৃত আদিলের এক বন্ধু সোহেল শেখ বলেন, 'আমরা বেশ কয়েকজন বন্ধু প্রতিদিনই মর্নিং ওয়াক করতে বের হই। রবিবারের দিন আমরা সবাই বেরিয়ে ছিলাম। ওরা দু'জন একটু পেছনে ছিল। আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম। তারপরেই বিকট শব্দ হয়। আমরা ছুটে এসে দেখি আদিল ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছে।'

মাকে মারধরে গ্রেপ্তার ছেলে

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : বসতবাড়ির দুই শতক জমি লিখে না দেওয়ায় বৃদ্ধ মাকে বেধড়ক মারধর দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত ছেলের নাম ইন্দ্রজিৎ সাহা (৩৪)। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জের গৌরী পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বিষ্ণুপুর গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৩/৩০৭/৩৭৯/৩৪ ধারার পাশাপাশি সিনিয়ার সিটিজেন অ্যাক্টে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

কমিউনিটি টয়লেট চালু

মানিকচক, ৩ ডিসেম্বর : নরপুরে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে নির্মিত কমিউনিটি টয়লেট এক বছর ধরে বেদখল ছিল। রবিবার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের উদ্যোগে তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হল। নুরপুর বাগানপাড়া এসটিবি ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় এটি নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এক বছর এটি চালু হয়নি। স্থানীয় একটি ক্লাবের কার্যকর্তার কাছে চাবিটি ছিল। এব্যাপারে স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ীরা বহুদিন ধরেই অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন। রবিবার মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অরূপ দাসের হস্তক্ষেপে সমাধান মিলল।

স্থানীয় গ্রামবাসী অসিতবরণ সাহার কথায়, 'এখানে একটি কমিউনিটি টয়লেট বছরখানেক আগে নির্মিত হয়েছে। এটি ক্লাব চত্বরে হয়েছে। আমরা জানতাম, এটা ক্লাবের সম্পত্তি। তারপর পঞ্চায়েত সমিতির ঊর্ধ্ব কর্মাধ্যক্ষকে জানিয়েছিলাম। শেষে সমাধান মিলল।'

এবিষয়ে অরূপ দাসের বক্তব্য, 'নুরপুরে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দে ওই শৌচালয়টি নির্মিত হয়েছিল। ওই শৌচালয়ের চাবি থাকত সিপিএমের এক নেতার কাছে। এব্যাপারে আমাকে অনেকেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সকলের স্বার্থে কমিউনিটি টয়লেট উন্মুক্ত করা হল। বাজার কমিটি এর পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে।'

তবে সিপিএমের জেলা নেতা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

স্ত্রীর মাথা ফাটিয়ে ধৃত

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : স্ত্রীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগে রবিবার সকালে স্বামীকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম বাপ্পা বর্মন (৩৬)। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বাহিন পঞ্চায়েতের মধুপুরে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮(এ)/৩২৩ এবং ৩৪ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন সকালে ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শনিবার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জখম গৃহবধূ লক্ষ্মী বর্মনের মা রায়গঞ্জ থানায় জামাইয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত স্বামীকে এদিন সকালে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। বর্তমানে লক্ষ্মী বর্মন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

চেক প্রদান

সামসী, ৩ ডিসেম্বর : চাঁচল-২ ব্লকের মালতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাঞ্চিয়া গ্রামের মহিলা পরিচালিত ভগিনী নিবেদিতা সোশ্যাল সংঘ দুর্গাপুজো কমিটিকে চেক তুলে দেওয়া হল। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো রবিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ৭০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন বিধায়ক আবদুর রহিম বকসি। চেক বিলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডুও।

গেরুয়া রঙ গৌড়বঙ্গের তিন জেলার রাস্তায়

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : ফলাফল প্রকাশিত হতেই গেরুয়া আবিরে রঙিন হয়ে উঠল গৌড়বঙ্গের রাস্তা। মিষ্টিমুখ ও বিজয় মিছিলে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল বাঁধভাঙা।

রবিবার বিকেলে বালুরঘাটে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে রাজ্য সভাপতি তথা বালুঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে আনন্দে মাতলেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, প্রাক্তন জেলা সভাপতি শুভেন্দু সরকার প্রমুখ। সুকান্ত মজুমদার রবিবার সকালে জেলায় ফেরেন। ঝটিকা সফরে এসে তিনি সকাল থেকেই দলীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। তেমনি জয়ের খবর শুনে সপরিবারে ও দলীয় নেতৃত্বকে নিয়ে ছুটেছিলেন বোল্লা মায়ের কাছে পুজো দিতে। সেখান থেকে চলে আসেন বিজেপির সদর দপ্তরে ও সেখানেই বিজয় উৎসবে মাতেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'তিন রাজ্যে ভালো করেছে বিজেপি। আগামী লোকসভা

আনন্দে মাতোয়ারা কর্মী-সমর্থকরা।

নির্বাচনেও রাজ্যে ভাল ফল করবে বিজেপি।' এদিন ভোটে বিজেপির জয়ের খবর আসতেই বুনিয়াদপুরে বিজেপি কার্যালয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির টাউন সভাপতি দীপেশ বসাক, ফণী মাহাতো, দেবব্রত মজুমদার প্রমুখ।

একই ছবি দেখা গেল উত্তর দিনাজপুরেও। ব্যান্ড বাজিয়ে শহরের রাজপথে দাপিয়ে বেড়ান বিজেপি নেতৃত্ব। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার, সহ সভাপতি নিমাই কবিরাজ প্রমুখ।

বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার বলেন, 'বিজেপির যে ঝড় আজ পুরো ভারতবর্ষ দেখতে পেল, সেই আনন্দেই আজ আমরা দলের তরফে বিজয় মিছিল বের করলাম।'

মালদায় বিজেপির কার্যালয়গুলিতে আনন্দে মাতলেন কর্মী-সমর্থকরা। উচ্ছ্বসিত উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুও। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'পিছিয়া পড়ে জনজাতি, কৃষক-যুবকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একের পর এক জনহিতকর কর্মসূচি নিচ্ছেন, প্রকল্প ঘোষণা করছেন, তাতে মানুষ এটা বুঝেছে একমাত্র বিজেপিই পারে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এই ফল তার প্রমাণ।'

কুশমণ্ডির একাধিক পঞ্চায়েতে বন্ধ পশু চিকিৎসালয়

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৩ ডিসেম্বর : কর্মী নেই। নেই কোনও চিকিৎসক। ফলে দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রাণীসম্পদ দপ্তরের অধীনে থাকা বিভিন্ন পঞ্চায়েতের একাধিক প্রাণীসম্পদ দপ্তরের চিকিৎসাকেন্দ্র বন্ধ হতে বসেছে। এতে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন গবাদি পশুপালকরা। বহু বেকার যুবক পশুচিকিৎসার প্রশিক্ষণ নিয়ে বসে রয়েছেন। তাঁদের নিয়োগ করলে এই সমস্যা হত না। সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন কুশমণ্ডি ব্লক প্রাণীসম্পদ দপ্তরের আধিকারিক ডাক্তার বিপ্লব পাল।

বিপ্লববাবুর কথায়, 'ব্লক প্রাণীসম্পদ দপ্তরের মূল চিকিৎসাকেন্দ্র কুশমণ্ডি এবং তিন নম্বর উদয়পুর পঞ্চায়েতের মহিপাল চৌরঙ্গিতে খোলা রয়েছে। এছাড়া ব্লকের ছটি পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতেই প্রাণীসম্পদ দপ্তরের প্রতিটি অফিস বন্ধ রাখা হয়েছে। কারণ ডাক্তার নেই। রাজ্য সরকার ডাক্তার নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করলে অফিসগুলো চালু হতে পারে।'

তাঁর আরও বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার চুক্তিভিত্তিক প্রাণীবন্ধু, প্রাণীমিত্র নিয়োগ করেছে। প্রাণীবন্ধু এবং প্রাণীমিত্ররাই গ্রামের মানুষের গবাদিপশুর বিষয়ে সমস্ত খোঁজখবর রাখেন। প্রয়োজনে তাঁরা পশুদের চিকিৎসাও করেন।'

প্রাণীসম্পদ কর্মী সহায়ক পদে ২০১৭ সালে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কুশমণ্ডি ব্লকের করঞ্জি পঞ্চায়েতের মাজাপাড়া গ্রামের নওশাদ ইকবাল। তিনি বলেন, 'সরকার প্রাণীসম্পদ কর্মী সহায়ক পদে আবাসিক প্রশিক্ষণ দিল। অথচ নিয়োগ করল না। কাজ না পেয়ে বর্তমানে হতাশায় ভুগছি। পঞ্চায়েতগুলিতে পশুচিকিৎসালয়গুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভবিষ্যতে আর কোনওদিন সরকার নিয়োগ করবে কিনা, এই নিয়ে সংশয় রয়েছে।

মানিকোর গ্রামের নবকুমার সরকার বলেন, 'গোরু, ছাগল, হাঁস বা মুরগির কোনও অসুখ হলে কুশমণ্ডি যাওয়া ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নেই। কুশমণ্ডি যাওয়া মানে নরকযন্ত্রণা। মানিকোর গ্রাম থেকে শব্দলপুর পর্যন্ত পাকা রাস্তার পাথর বেরিয়ে আছে গত পাঁচ বছর ধরে। সেই রাস্তা দিয়ে একটি গোরুকে ভুটভুটিতে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হলে দুশো টাকা খরচ করতে হয়।'

কালীকামরা পঞ্চায়েতের বারোঘরিয়া গ্রামের লিপ্লব মার্ডির বক্তব্য, 'ওই এলাকায় গবাদি পশুপালনের চল বেশি। প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই কিছু না কিছু গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি আছে। গবাদিপশুর কোনওরকম অসুখ হলে এখন আট কিলোমিটার দূরে কুশমণ্ডি যেতে হয়। তা জানা নেই কারওর।

পর্যাপ্ত কর্মী ও চিকিৎসকের অভাব

বন্ধ চিকিৎসালয়ের দরজা। কুশমণ্ডিতে ছবিটি তুলেছেন সৌরভ রায়।

এবার হ্যাটট্রিকের গ্যারান্টি

তিন রাজ্যে জিতে হুংকার প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : অপেক্ষা এবার শুধু ২০২৪-এর।

রবিবারের চার রাজ্যের বিধানসভা ভোটের সেমিফাইনাল ম্যাচ জিতে দ্বিগুণ উৎসাহ ও আশা নিয়ে আগামী বছর লোকসভা ভোটে জয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই সেই বার্তা দিয়ে রাখলেন এদিন। চাররাজ্যের ফলপ্রকাশের পর রবিবার সন্ধ্যায় বিজেপির সদরদপ্তরে বিজয় উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখানে দলের নেতা-কর্মীদের জয়ের শুভেচ্ছা জানিয়ে মোদি বলেন, 'আজ তিনরাজ্যে জয়ের হ্যাটট্রিক ২০২৪ সালে জয়ের হ্যাটট্রিকের গ্যারান্টি দিয়ে দিয়েছে। আজ প্রতিটি গরিব মানুষ, প্রতিটি কৃষক, প্রতিটি বঞ্চিত মানুষ, প্রতিটি আদিবাসী ভাইবোন ভাবছেন, তাঁরা নিজেরা জয়ী হয়েছেন।' রাজনৈতিক মহলের মতে, তিন রাজ্যে জয়ের পর ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি বাকিদের থেকে এগিয়ে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু বিজেপির থেকেও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্যারিশমা। মোদি মাত্রই যে অপ্রতিরোধ্য, অদম্য, অজেয় সেটা এদিন আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। ২০১৪ থেকে তাঁর বিজয় রথ এগিয়ে চলেছে। তার গতিরুদ্ধ করা আপাতত সর্বভারতীয়স্তরে কার্যত কঠিন হয়ে গিয়েছে। আর এসবের মধ্যে দিয়ে মোদি নিজেকে ক্রমশ বিজেপি তথা দেশের 'সুপ্রিম লিডার'-এ পরিণত করে ফেলছেন।

চার মূর্তি... তিন রাজ্যে জয়ের পর প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন শা, রাজনাথ, নাড্ডাদের। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি অবশ্য মোদির হ্যাটট্রিকের বার্তার পরও সুর নামাতে নারাজ। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থানের জনাদেশ আমরা বিনম্রতার সঙ্গে মেনে নিচ্ছি। বিচারধারার লড়াই জারি থাকবে।' তেলেঙ্গানার জয়ের জন্য রাজ্যবাসী ও দলের নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জানান প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি।

মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে জয়ের পর দেশজুড়ে বিজেপি নেতা-কর্মীরা অকাল হোলিখেলায় মেতে ওঠেন। বিজেপির সদর দপ্তরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সন্ধ্যায় মোদি সেখানে পা রাখতেই বিজেপি কর্মী , সমর্থকদের বাধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা যায়। মোদি মোদি স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে বিজেপি দপ্তরের প্রাঙ্গন। তিন রাজ্যে সরকার গড়ার আনন্দ বিজেপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে মোদি বলেন, 'এদিনের জয় এককথায় ঐতিহাসিক এবং নজিরবিহীন। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ ভাবনার জয় হয়েছে আজ। বিকশিত ভারতের ডাক জিতে গিয়েছে। সততা ও সুশাসনের জয় হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্পের জয় হয়েছে।' এরপরই কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটকে বিঁধে মোদি বলেন, 'আজকের জনাদেশ প্রমাণ করেছে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং পরিবারতন্ত্রের রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষ জিরো টলারেন্স দেখিয়েছে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে দুর্নীতি বিরোধী মানসিকতার জয় হয়েছে।' মোদি বলেন, রবিবারের নির্বাচনি ফল কংগ্রেস ও তাদের ঘমন্ডিয়া (উদ্ধত) জোটের কাছে একটি বড় শিক্ষা। আজকের ফলাফল তাঁদের জন্য একটি সতর্কবার্তা।' মোদির হুঁশিয়ারি, 'হয় আপনারা নিজেদের রাস্তা বদলে ফেলুন নয়তো মানুষ আপনাদের ছুড়ে ফেলে দেবে।'

পরশু বৈঠক ডাকলেন খাড়গে

কংগ্রেসের ব্যর্থতায় প্রশ্ন ইন্ডিয়া জোটে

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : পাঁচে পাঁচ করবেন বলেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। কিন্তু লোকসভা ভোটের আগে শেষ সেমিফাইনালে সেই দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। রবিবার যে চারটি রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে মধ্যপ্রদেশে পালাবদল এবং রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। তাদের কাছে একমাত্র স্বস্তির জায়গা তেলেঙ্গানা। সেখানে তারা কেসিআরকে ক্ষমতাচ্যুত করে সরকার গঠন করতে চলেছে। ভারত জোড়ো যাত্রার সাফল্য ধরে দক্ষিণ ভারতে দ্বিতীয় রাজ্য দখল করতে পারলেও উত্তর ভারতের গোবলয়ে কংগ্রেস যেভাবে এবার হারের সম্মুখীন হয়েছে তাতে দেশের প্রধান বিরোধী দলের যোগ্যতা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

কংগ্রেসের দলীয় দপ্তর শুনসান। নয়াদিল্লিতে রবিবার।

এই অবস্থায় তড়িঘড়ি বুধবার ইন্ডিয়া জোটের একটি বৈঠক ডেকেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কিন্তু তাতেও ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে কোণঠাসা অবস্থা থেকে বেরোতে পারছে না হাতশিবির। বিজেপির বিরুদ্ধে তিন রাজ্যে হারের জন্য তৃণমূল, আপের মতো শরিক দলগুলি সরাসরি কংগ্রেসের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

রবিবার তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের খোঁচা, 'এই জয় বিজেপির সাফল্য নয়। কংগ্রেসের ব্যর্থতা। দেশে বিজেপিকে হারানোর লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস।' কুণাল বলেন, 'তিন রাজ্যে কংগ্রেসের ব্যর্থতা ইন্ডিয়া জোটের নয়। তিন রাজ্যে জোটকে কাজে লাগায়নি কংগ্রেস। বিজেপির বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা উচিত ইন্ডিয়া জোটের।' দলের তরুণ নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'এই মুহূর্তে ভারতের মাটিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বিজেপিকে বিজেপির ভাষায় লড়াই ফিরিয়ে দেওযার শক্তি আর ক'জনের আছে?' অপরদিকে আপের দাবি, তারাই বর্তমানে উত্তর ভারতে সবথেকে বড় বিরোধী দল। দলের মুখপাত্র জ্যাসমিন শা বলেছেন, 'আজকের ফলের পর আপ উত্তর ভারতে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। কারণ, পঞ্জাব ও দিল্লিতে আমাদের সরকার রয়েছে।' আপের এক নেতা বলেন, 'যদি ইন্ডিয়া জোটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে কংগ্রেসকে আসনবণ্টনের প্রশ্নে কিছু আপস করতেই হবে।'

তবে তৃণমূল ও আপ কংগ্রেসকে বিঁধলেও ইন্ডিয়া জোট নিয়ে আশাবাদী এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার। তিনি রবিবার বলেন, 'চার রাজ্যের ভোটের ফল ইন্ডিয়া জোটে কোনও প্রভাব ফেলবে না। আমরা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে বুধবার বৈঠকে বসছি। ওই বৈঠকের পরই আমরা এবিষয়ে মন্তব্য করতে সমর্থ হব।' তবে পাওয়ার যতই ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন, তৃণমূল, সপা, আপের মতো দলগুলি তাতে কতটা সায় দেবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে খাড়গেকে ইন্ডিয়া জোটের রাশ হাতে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধি, সীতারাম ইয়েচুরি, টিআর বালুরা। কিন্তু তিন রাজ্যে হেরে যাওয়ায় এখন সেই রাশ কতটা কংগ্রেসের হাতে রাখা সম্ভব তা লাখ টাকার প্রশ্ন। যে রাজ্যগুলিতে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের মুখোমুখি লড়াই হয়েছে তার মধ্যে হিমাচলপ্রদেশ ও কর্ণাটক ছাড়া আর কোথাও গত একবছরে কোনও সাফল্য জোটেনি হাতশিবিরের। উত্তরাখণ্ড, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে সবেতেই বিজেপির শক্তির সামনে পরাজিত হয়েছে কংগ্রেস। উলটোদিকে তৃণমূল এবং আপ দুটি দলই বিজেপিকে হারাতে সক্ষম হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি বিধানসভা ভোটে। উত্তরপ্রদেশে সপা এখনও বিজেপির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। এই অবস্থায় ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসের অবস্থান খানিকটা যে নড়বড়ে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আজ থেকে শুরু শীতকালীন অধিবেশন, চাঙ্গা গেরুয়া ফ্রন্ট

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : সোমবার ৪ ডিসেম্বর, দিল্লির নব্যনির্মিত সংসদ ভবনে শুরু হতে চলেছে সপ্তদশ লোকসভার সর্বশেষ শীতকালীন অধিবেশন। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাসক-বিরোধী উভয় পক্ষের কাছে। আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনের আগে, এই শেষ ও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল সংসদের মাটিতে পাশ করিয়ে নিতে মরিয় মোদি সরকার। অন্যদিকে, দণ্ড সংহিতা সহ একাধিক সংবেদনশীল বিলে আপত্তি জানানোর পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র'র বিরুদ্ধেও আনা সম্ভাব্য বহিষ্কারের বিরোধিতায় সুর চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সদস্য শরিকি দলগুলি। তবে রবিবারে চার রাজ্যের ভোটগণনার ফলাফলে অনেকটাই স্তিমিত বিরোধী শিবির সেই তুলনায় তিন রাজ্যে গেরুয়া আধিপত্য বিস্তার করে অনেকটা চাঙ্গা বিজেপি। আসন্ন অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বিলে কার্যসিদ্ধি করতে বিরোধী সমন্বয়কে যে-কোনো মতেই রেয়াত করবে না সরকারপক্ষ তা নিয়ে কার্যত একমত সমস্ত রাজনৈতিক ও বিশেষজ্ঞ মহল।

সোমবার লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগেই রবিবার প্রকাশ্যে এসেছে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় সহ চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল যেখানে প্রধান বিরোধী শিবির কংগ্রেসকে ফুৎকারে উড়িয়ে পদ্ম ফুটিয়েছে বিজেপি। হাইভোল্টেজ সেমিফাইনালে কংগ্রেসকে গুনে গুনে তিন গোল দেওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি 'চার্জড আপ' কেন্দ্রীয় শিবির।

শনিবার, শীতকালীন অধিবেশনের অ্যাজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করতে দিল্লিতে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়। ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা শীতকালীন অধিবেশনে মোট ১৯টি বিল পেশ হওয়ার কথা যার মধ্যে বিতর্কিত ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বিল ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বিল ২০২৩, ভারতীয় সাক্ষ্য বিল ২০২৩ সহ জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন (সংশোধন) বিল, জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ (সংশোধন) বিল, প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন বিল, আইনজীবী (সংশোধনী) বিল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ, শর্তাবলী পরিষেবা এবং অফিসের মেয়াদ) বিল, জিএসটি বিল, জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি আইনের বিশেষ বিধান (সংশোধন) বিল ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল অন্যতম। এরই পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কার সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করবে এথিকস কমিটি। 'টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন' অভিযোগের জন্য নিম্নকক্ষ থেকে তৃণমূলের মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে লোকসভা প্যানেলের রিপোর্টটিও অধিবেশনের প্রথম দিনে হাউসে পেশ করার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে তিন রাজ্য জয়ের উন্মাদনা এবং উচ্ছ্বাস। কেন্দ্রীয় শাসক দলের দাপটে ব্যাকফুটে বিরোধী শিবির।

সাসপেন্ড তেলেঙ্গানার ডিজিপি

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : আচরণবিধি ভাঙায় রবিবার তেলেঙ্গানা পুলিশের ডিজি অঞ্জনি কুমারকে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন। এদিন তেলেঙ্গানায় ফলপ্রকাশের ট্রেন্ড দেখে তিনি কংগ্রেস নেতা রেভন্থ রেড্ডির বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ফুলের তোড়া উপহার দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার সঞ্জয় জৈন ও নোডাল (এক্সপেন্ডিচার) মহেশ ভাগবত। কমিশন ডিজিপিকে সাসপেন্ড করার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয় ও মহেশের কাছে থেকে রেভন্থের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাখ্যা চেয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তেলেঙ্গানার ডিজিপি তাঁর আচরণের মধ্যে দিয়ে একটি ভুল নজির স্থাপন করলেন।

মধ্যপ্রদেশে ধরাশায়ী কমল নাথ

লাডলি বহেনদের রায়ে অটুট শিবরাজ গড়

ভোপাল, ৩ ডিসেম্বর : গণনার শুরুতে যা ছিল 'কাঁটে কি টক্কর', বেলা বাড়তেই সেটা হয়ে গেল 'পদ্মঝড়', 'মোদি- ম্যাজিক'। মধ্যপ্রদেশে বিজেপির কমলের কাছে ধরাশায়ী হল কমল নাথের কংগ্রেস। ২৩০ আসনের বিধানসভায় একাই ১৬৭টি আসনে জিতে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে চলেছে বিজেপি। বিরোধী কংগ্রেসের আসন গতবারের চেয়ে কমে ৬২ হয়েছে। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশের পর আরও একটি বড় রাজ্যে অপ্রতিহত তকমা পেল বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের নেতারা যে জন্য একবাক্যে কৃতিত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। তবে ভোট বিশেষজ্ঞদের বড় অংশের মতে, মধ্যপ্রদেশে বিজেপির বিপুল প্রত্যাবর্তনের অনুঘটক অন্য কেউ। তিনি বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের আদরের 'মামা'।

চলতি মেয়াদের শেষ দিকে তাঁর চালু করা জনমোহিনী প্রকল্পগুলি, বিশেষ করে 'লাডলি বহেন' (আদরের বোন) প্রকল্পটি মহিলা ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ভোটের প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আদলে তৈরি এই প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ১,২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করার কথা ঘোষণা করেন শিবরাজ। সেই ঘোষণাই মধ্যপ্রদেশে খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। একাধিক প্রাক নির্বাচনি জনমত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল শিবরাজের লাডলি বহেনে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির পর মহিলাদের বড় অংশ বিজেপিকে ভোট দেওয়ার কথা ভাবছেন। পুরুষদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া লক্ষ করা গেলেও মহিলা মহলে শিবরাজের জনপ্রিয়তা নজর কেড়েছিল। রবিবার ইভিএম গণনা শুরু হতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। মধ্যপ্রদেশে মহিলা ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ। তাঁরা ঢেলে ভোট দিয়েছেন বিজেপিকে।

মিতভাষী শিবরাজ অবশ্য জয়ের যাবতীয় কৃতিত্ব মোদিকে দিয়েছেন। শহরাঞ্চল বহু বছর ধরে বিজেপির শক্তঘাঁটি। এবার শহরের সীমা টপকে গ্রামাঞ্চলেও বিজেপির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহিলা ভোট না পেলে তা কঠিন ছিল। বাঘেলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড, ভুপাল, মালোয়া, নিমার সর্বত্র শাসক দলের জয়জয়কার। কংগ্রেসের শক্তঘাঁটি গোয়ালিয়র-চম্বল ও কমল নাথের খাসতালুক মহাকোশলেও কংগ্রেসকে টেক্কা দিয়েছে বিজেপি। গতবার এখানে ২৮টি আসনে জিতেছিলেন কংগ্রেস। এবার সেই সংখ্যা কমে ২২ হয়েছে। ১৮ থেকে বেড়ে ২৩-এ পৌঁছেছে বিজেপি।

৪ বারের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজের কৌশলের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি কংগ্রেসের জয়-বীরু জুটি (রাজ্য রাজনীতিতে কমল নাথ ও দিগ্বিজয় সিং-কে ডাকা হয় এই নামে)। কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার কাছে এবারের ভোট ছিল ওজন বোঝানোর লড়াই। ফল ঘোষণার পর দেখা যাচ্ছে, তাঁর গড় বলে পরিচিত গোয়ালিয়র-চম্বলে ২০টি আসন জিতেছে বিজেপি। গতবার সংখ্যাটা ১৩ ছিল। কয়েক আগেও ছবিটা সম্পূর্ণ অন্য ছিল। রাজ্যে বিজেপির মুখ শিবরাজকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করা হয়নি বিজেপির তরফে। জানুয়ারি থেকে মাটি কামড়ে প্রচার চালিয়ে গিয়েছেন শিবরাজ। তাই জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, নরেন্দ্র সিং তোমর, প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, ফগ্গন সিং কুলাস্তে, নরোত্তম মিশ্রর মতো নেতারা ময়দানে নামলেও মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়ে এগিয়ে সেই মামাই।

হায়দরাবাদেও ভেলকি সুনীল কানুগোলুর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : গোবলয়ের তিনটি রাজ্যে কংগ্রেসের ভিত আলগা হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে তেলেঙ্গানাতে কংগ্রেসের জয়জয়কার। জয়ের নেপথ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হলেন এসকে তথা সুনীল কানুগোলু। তিনি একসময়ে প্রশান্ত কিশোরের আইপ্যাকের সদস্য ছিলেন।

ভোটকৌশলী সুনীল কানুগোলু কেসিআরকে গদিচ্যুত করার জন্য তেলেঙ্গানায় দীর্ঘসময় ধরে কাজ করেছেন। তিনিই প্রথম রাহুল গান্ধিকে বলেছিলেন তেলেঙ্গানায় কেসিআর অপ্রতিরোধ্য নন। তখন দলেরই একাংশ তাঁর ওপর ভরসা করেননি। শুধু কেসিআর-এর দল বিআরএস নয়, বিজেপিও কংগ্রেসের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল। সুনীল ধীরে ধীরে তাঁর সমরনীতি সাজিয়েছিলেন। তাঁর হায়দরাবাদের কার্যালয়েও পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছিল। বহু জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। এমনকি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেও পাঠানো হয়েছিল।

রবিবার ভোটের ফলের শুরু থেকেই কংগ্রেস এগিয়ে থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে কংগ্রেসের জয়ের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যায়। কানুগোলুর টিমের এক সদস্য জানিয়েছেন, তেলেঙ্গানায় তাঁদের ফ্রি-হ্যান্ড দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা করে সেই অনুযায়ী কাজ করেছেন। সুনীল সপ্তাহে একদিনও ছুটি নিতেন না।

কর্ণাটকের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান সুনীল চেন্নাইয়ে বড় হয়েছেন। পড়াশোনার জন্য কিছু সময় বিদেশেও ছিলেন। একসময়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেসে আসার পর সুনীল কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানার নির্বাচনের জন্য কাজ শুরু করেন। কর্ণাটকে তাঁর সাফল্য ছিল নজরকাড়া। রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো যাত্রার নেপথ্যেও সুনীল কানুগোলুর অবদান আছে বলে শোনা গিয়েছে।

তেলেঙ্গানায় প্রথমবার ক্ষমতায় কংগ্রেস

আঞ্চলিকতার তকমা ঝাড়ার চেষ্টাই কাল হল কেসিআরের

হায়দরাবাদ, ৩ ডিসেম্বর : অবিজেপি শাসনে থাকা সব রাজ্যেই যেন প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝড়। সেই হাওয়ায় পাল তুলে জয়পুর ও রায়পুরের ঘাটে নৌকা ভেড়াল বিজেপি। আবার ক্ষমতাসীন দলের প্রতি সার্বিক ক্ষোভই কংগ্রেসকে হায়দরাবাদের মসনদে আসীন করল। স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর প্রথমবার তেলেঙ্গানায় শাসক দলের মর্যাদা পেতে চলেছে কংগ্রেস। অবসান ঘটল একদশকের কেসিআর-রাজের।

১১৯ আসনের বিধানসভায় কংগ্রেস একাই পেয়েছে ৬৪টি আসন। কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) জিতেছে মাত্র ৩৯টি কেন্দ্রে। তৃতীয় শক্তি হিসাবে উঠে আসা বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে ৮টি আসন। বড় ধাক্কা খেয়েছে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির এআইএমআইএম (মিম)। বিধানসভায় তাদের সদস্য সংখ্যা ৬। একটি আসনে জয়ী নির্দল। মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে এগিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রেবন্ত রেড্ডি। তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের জয়ের নেপথ্য কারিগরের তকমা পাচ্ছেন রেড্ডি। রবিবার সকালে ভোটগণনা শুরু হতেই বিআরএসকে টেক্কা দিয়ে অধিকাংশ কেন্দ্রে এগোতে শুরু করেন কংগ্রেস প্রার্থীরা। দিনভর সেই প্রবণতা বজায় ছিল।

দুপুরের পরেই স্পষ্ট হয়ে যায় ক্ষমতা থেকে সরতে চলেছে বিআরএস। হায়দরাবাদে দলের প্রাসাদোপম পার্টি অফিস কার্যত জনমানবশূন্য হয়ে যায়। অন্যদিকে কংগ্রেসের মলিন সদরদপ্তরে তখন তিল ধারণের জায়গা নেই। অন্ধ্রপ্রদেশ ভাগের পর শেষ কবে এই দপ্তর এভাবে জনঅরণ্যে পরিণত হয়েছে তা মনে করতে পারছেন দলের কট্টর সমর্থকরা। কংগ্রেসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর। যদিও দিনকয়েক আগেও ছবিটা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, মল্লিকার্জুন

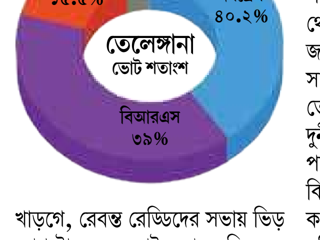

খাড়গে, রেবন্ত রেড্ডিদের সভায় ভিড় চোখ টানলেও ভোট করাতে সিদ্ধহস্ত বিআরএসের সংগঠন শেষপর্যন্ত কেসিআরকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসাবে বলে মনে করেছিলেন সিংহভাগ ভোট বিশেষজ্ঞ।

ভোটগ্রহণের পর হওয়া অধিকাংশ জনমত সমীক্ষায় তেলেঙ্গানায় পালাবদলের ইঙ্গিত মেলে। এদিন সেই ইঙ্গিতই বাস্তবে পরিণত হল। নিজের গড়ে কেসিআরের পতনের জন্য একাধিক কারণকে দায়ী করা হচ্ছে। তেলেঙ্গানায় পরিকাঠামো উন্নয়ন, সেচব্যবস্থার সংস্কার, কৃষকদের আর্থিক অনুদান, বিনামূল্যে বিদ্যুতের মতো প্রকল্পের রূপকার বিআরএস সরকার। তবে শাসক দলের বিধায়কদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের ধারাবাহিক অভিযোগ মানুষের মধ্যে অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বহু বিধায়ককে এবারও প্রার্থী করেছিলেন কেসিআর। আশা করেছিলেন, তাঁর জনমোহিনী প্রকল্পগুলি দুর্নীতির অভিযোগকে চাপা দিতে পারবে। সেই কৌশল খাটেনি। কংগ্রেসের ভোটকৌশলী সুনীল কানুনগোর পরামর্শে টিম রেড্ডি মাঠ-ময়দান থেকে সামাজিকমাধ্যম সর্বত্র কেসিআর জমানায় ঘটা দুর্নীতির অভিযোগকে সামনে রেখে প্রচার চালিয়েছে। তেলেঙ্গানায় ঘুরে ঘুরে নিয়ম করে দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলেছেন রাহুল গান্ধি। পাশাপাশি অনুদান-প্রতিশ্রুতিতেও বিআরএসকে ছাপিয়ে গিয়েছে কংগ্রেস। কৃষক, শ্রমিক, বেকার যুবক, মহিলাদের কেসিআরের চেয়েও বেশি আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা। ভোটের বাক্সে যার প্রভাব পড়েছে। বিআরএসের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করা হচ্ছে আঞ্চলিকতার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা। দীর্ঘদিন ধরে স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানার দাবিতে আন্দোলন করা কেসিআর আঞ্চলিক দলের তকমা মুছতে দলের নাম টিআরএস (তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রসমিতি) থেকে বিআরএস করেন। কিন্তু নিজের বিধানসভায় পরাজিত হল।

২০১৭ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা শশী কাপুর।

কিংবদন্তি ক্রিকেটার বব উইলিসের জীবনাবসান ২০১৯ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সোমবার, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৫ সংখ্যা

অবিমৃশ্যকারী কংগ্রেস

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পরবর্তী বিভিন্ন সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলেছিল, মধ্যপ্রদেশে ভারতীয় জনতা পার্টির জয় সুনিশ্চিত। হিন্দি বলয়ের অন্য দুটি রাজ্য রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস-বিজেপির লড়াই সমানে সমানে হওয়ার আভাসও ছিল। বাস্তবে হিন্দি বলয়ের তিনটি রাজ্যেই বিজেপি অপ্রতিহত হয়ে বিপক্ষকে সম্পূর্ণ পরাভূত করল। দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা কংগ্রেসের দখলে এল। এই নির্বাচনি ফলাফল ভারতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠল নানা কারণে।

প্রথমত, এই জয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদিকে আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে অপ্রতিহতভাবে এগোতে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, হিন্দি বলয়ে কংগ্রেসের পরাজয়ের গভীর প্রভাব পড়বে জাতীয় রাজনীতিতে এবং বিজেপি বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের ভবিষ্যতের সামনেও প্রশ্নচিহ্ন উঠে যাবে। যদিও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে দাবি করছেন, লোকসভা নির্বাচনে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের এই ফলাফলের কোনও প্রভাব পড়বে না।

এই মন্তব্য কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের আশাবাদী করতে পারবে কি না, তা নিয়ে নিঃসন্দেহে সংশয় আছে। এই নির্বাচনকে ঘিরে দেশে এমন আবহ সৃষ্টি হয়েছিল যাতে সাধারণ মানুষের মনে এমন ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, কংগ্রেস তাদের প্রবল প্রতিপক্ষ বিজেপির মোকাবিলায় পুরোপুরি প্রস্তুত। অথচ নির্বাচনি ফলাফল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, এই মুহূর্তে বিজেপির সঙ্গে দ্বৈরথে যাওয়ার অবস্থায় কংগ্রেস নেই।

নির্বাচনি এই ফলাফলে বিজেপির জয়ের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে কংগ্রেসের অবিমৃশ্যকারিতা। জাতীয় রাজনীতিতে সমস্ত বিরোধী পক্ষকে বিজেপির কোণঠাসা করে ফেলা মোটেও গণতন্ত্রের পক্ষে স্বস্তিকর নয়। এই সারসত্য কংগ্রেস বুঝেছে। সেজন্যই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বিরোধীদের নিয়ে মঞ্চ গড়তে উদ্যোগী হলে কংগ্রেস তাতে শামিল হয়েছিল। বিরোধীদের অবস্থানে বিজেপি তখন যথেষ্ট সতর্ক হয়ে গেলেও বিরোধীরা সংগঠন পোক্ত করতে পারল না।

রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো যাত্রার পর দলের অনুকূলে হাওয়া বইতে শুরু করার পর কংগ্রেসের নতুন সমস্যা বাড়ে। ওই যাত্রার পর কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে দলের বিপুল জয়লাভের পর কংগ্রেস অন্য রাজ্যগুলিতে আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগতে থাকে। অথচ কর্ণাটকে জয়লাভের কারণ মূলত ছিল কংগ্রেসের মজবুত সংগঠন এবং রাজ্যের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে ওই রাজ্যে কংগ্রেসের সংগঠন শক্ত হাতে ধরেছিলেন ডিকে শিবকুমার। তার ফল পেয়েছিল কংগ্রেস।

রাজস্থান, ছত্তিশগড় বা মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সংগঠন বিজেপির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। ওই দুই রাজ্যে সরকার বিরোধিতার হাওয়াও কংগ্রেসের অজানা থেকে গিয়েছিল। অথচ নির্বাচন যত এগিয়েছে, তত কংগ্রেস আত্মপ্রত্যয়ী হয়েছে। শিবরাজ সিং চৌহান প্রায় দু'দশক মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিত্ব সামলেছেন। তাঁর একাধিক জনমুখী প্রকল্প সাধারণ মানুষের মন জয় করেছে, জনপ্রিয় হয়েছে মহিলাদের জন্য 'লাডলি বহেন' প্রকল্প।

তিনি এবং তাঁর স্ত্রী কন্যাপূজা করে মহিলাদের মন জয় করেছেন। জনমুখী প্রকল্প এবং মহিলাদের মধ্যে এই জনপ্রিয়তার ভরসায় কংগ্রেস ভোটে নেমেছিল। সঙ্গে হিন্দুত্বের তাস তো ছিলই। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিন্তু শিবরাজ সিংয়ের পাশাপাশি দলের একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা ও মন্ত্রীকে মধ্যপ্রদেশে ভোটের দায়িত্বে পাঠিয়েছিল। মধ্যপ্রদেশে প্রাকনির্বাচনি পর্বে অন্দরের গোষ্ঠীকোন্দলও লুকিয়ে ফেলতে পেরেছিল বিজেপি।

বিপরীতে কংগ্রেস শুধু কমল নাথের হাতে রাজ্যের সংগঠন ও ভোট ছেড়ে দিয়েছিল। তাঁর অনুগামীরাই অধিকাংশ আসনে প্রার্থী হয়েছেন। তাতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ডালপালা মেলেছে। রাজস্থানেও শচীন পাইলটের সঙ্গে অশোক গেহলটের দ্বৈরথ কংগ্রেসকে অনেক দুর্বল করেছে। সরকার বিরোধিতার হাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কংগ্রেসের অহমিকা। সুতরাং, গোবলয়ে বিজেপির এই বিপুল জয়ের জন্য কংগ্রেসের অপরিণামদর্শিতাও একটি প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। চিরাচরিত সংস্কার দিয়ে কোনও কিছুকে বিচার করার প্রবণতা সবসময় মানুষকে ঠকিয়ে দেয়। তবুও মানুষ সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই- অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

– ভগবান

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৯৬

১		২	★	৩	★	★
	★	৪			★	
৭			★		★	★
★	★	★	★	৮		
৯			১০	★	★	★
	★	★		★	১১	
১৩		★	১৪			★
★	★	★		★	১৫	

পাশাপাশি : ১। তেষ্টা পেয়েছে ৪। প্রথম বিক্রি ৫। মেয়েদের বস্ত্রের কোমরের গিঁট ৭। জলের মতো ৮। অসুস্থ ব্যক্তি ৯। আসবাবপত্র ১১। খড়ের স্তূপ ১৩। লাউয়ের অন্য নাম ১৪। মোটা ও গোল ১৫। দাঁতের পাটি।

উপর-নীচ : ১। কাঁচা মাংস ২। গান্ধারীর বাবা ৩। এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি ৬। থেমে যাওয়া ৯। সঙ্গে স্ত্রীও আছেন ১০। বাদশাহি আসন ১১। তরল ধাতু ১২। জ্বালানি কাঠ।

সমাধান ■ ৩৬৯৫

পাশাপাশি : ১। চমচম ৩। বাবলা ৫। বৎসাদন ৭। পতঙ্গ ৯। প্রতিভূ ১১। মনমেজাজ ১৪। কন্দর ১৫। তানপুরা।

উপর-নীচ : ১। চন্দ্রাতপ ২। মনিব ৩। বাতাসা ৪। লালন ৬। দম্পতি ৮। তঞ্চন ১০। ভূমিহারা ১১। মণ্ডূক ১২। মেজর ১৩। জনতা।

অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার ডায়ারি

মনের জোরেই জেতা যায় সব লড়াই

মানিক তালুকদার

ফেজ গির গয়া চিৎকার

১১ নভেম্বর, শনিবার রাত ৮টা নাগাদ আমরা ৪১ জন টানেলের ভিতরে কাজে ঢুকলাম। পরদিন দীপাবলির ছুটি। তাই সকলেই মনের আনন্দে হাত চালিয়ে কাজ করছিলাম। তখন ভোর হতে বোধহয় খুব বেশি দেরি নেই। আমি সুড়ঙ্গের শুরুর অংশ থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে ছিলাম। ঝাড়খণ্ড নিবাসী আমাদের দুই সহকর্মী পড়িমরি করে ছুটে এসে বললেন, 'মানিকদা, মানিকদা জলদি উঠো, ফেজ গির গয়া।'

উত্তেজনার বশে প্রথমে ভুল বার্তা

তাঁদের ভয়ার্ত কথায় বুঝলাম, টানেলের ভিতরে কোনও অংশ ধসে পড়েছে। দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকিটকির মাধ্যমে বাইরে সেই বার্তা পৌঁছে দিলাম। কিন্তু উত্তেজনার বশে আমিও বুঝতে পারিনি ধসটা ঠিক কোথায়। ফলে বাইরেও সঠিক তথ্য পৌঁছাল না।

পরে বুঝলাম ১৮০ ও ২১০ নম্বর ফেজে ধস নেমেছে। কিন্তু এর কিছু পরেই ওয়াকিটকির মাধ্যমে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন আমরা একেবারে নিরুপায়। টানেল থেকে জীবন নিয়ে বেরোতে পারব কি না মাথায় এল সেই চিন্তা। কিন্তু দীর্ঘদিন টানেলে ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম, এখন একেবারেই ভেঙে পড়ার সময় নয়। নিজেদের শক্ত রাখা প্রয়োজন। তাই টানেলের ভিতরে শর্টসার্কিট এড়াতে দ্রুততার সঙ্গে মেইন সুইচের কেবল খুলে দিলাম।

সংকেত ও শুকনো বাদামের খোসা

ভিতর থেকে আমাদের কিছুই করার নেই। তাই তখন আমরা সকলেই বাইরের ওপর নির্ভরশীল। সেই কঠিন সময়ে আমরা একমনে আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করেছি। প্রিয় সব মানুষের মুখ ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। টানেলের ভিতরে জলের কিছু জার থাকলেও কোনও খাবার ছিল না। তাই খিদের চোটে অনেকেই সেখানে পড়ে থাকা কলার খোসা, বাদামের খোসা ধুয়ে খাচ্ছিল। জীবনে যে এ দৃশ্যও দেখতে হবে ভাবনায় আসেনি কোনও দিন।

এভাবেই অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাইরে থেকে অক্সিজেন সরবরাহ না হওয়ায় উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে আমাদের। তখন আমরা সংকেত দেওয়ার জন্য পাম্প চালিয়ে বাইরের জলের পাইপ খুলে দিলাম। কিন্তু ওই পাইপ আগে থেকে বেঁকে যাওয়ার কারণেই বাইরে থেকে চেষ্টা করেও অক্সিজেন পাঠাতে পারছিল না। অবশেষে প্রায় ১৮ ঘণ্টা পর চার ইঞ্চি জলের পাইপ দিয়ে অক্সিজেন সরবরাহ শুরু হলে সকলে বাঁচার আশা ফিরে পাই।

আমাদের নিরাপদে উদ্ধারের ব্যাপারে পাইপের মাধ্যমেই জোরালো আশ্বাস দিলেন প্রশাসন ও সংস্থার আধিকারিকরা। এছাড়াও জলের পাইপ দিয়েই মুড়ি, বাদাম, কিশমিশ, ছোলা ইত্যাদি শুকনো খাবার পাঠানো শুরু হল।

পাইপলাইনে খবর এল উদ্ধারকাজ শুরু

পরদিন পাইপলাইনে খবর পেলাম উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। এদিকে সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই তখন কার্যত বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় আমি সহ সিনিয়ার আরও কয়েকজন সকলকে ভরসা জোগালাম। বাইরে থেকে উদ্ধারকাজ না এগোলে প্রয়োজনে আমরা ভিতর থেকেই বেরোনোর চেষ্টা করব। নিজেদের জীবন রক্ষায় শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াইয়ের সংকল্প নিই সকলে।

দিন যখন গুলিয়ে যায় মোবাইলের অভাবে

ইতিমধ্যে চার্জ ফুরোনোয় আমাদের সঙ্গে থাকা মোবাইলগুলিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে সময়, তারিখের হিসেব গুলিয়ে যায় সকলের। এর মধ্যেই বাইরের দিকে পাইপের মাথায় মোবাইল রেখে আমাদের সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ করিয়ে দেন উদ্ধারকারীরা। আমি বাড়িতে ভাইপো বিনয়কে গোটা ঘটনা জানাই। একইসঙ্গে তাকে বলি, আমার আটকে থাকার খবর স্ত্রী সোমা ও ছেলে মণিকে কোনওভাবেই না জানাতে। ওই খবর পেলে বাড়িতে যে সকলেই ভেঙে পড়বে তা ভালোই জানতাম। তাছাড়াও স্ত্রী আগে থেকেই অসুস্থ।

বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য তখন অন্তহীন অপেক্ষা ছাড়া আমাদের হাতে আর কিছুই নেই। পাইপলাইনের মাধ্যমে বাইরে থেকে যে শুকনো খাবার পাঠাত বাতাসের চাপে তার বেশিরভাগ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত। আমরা সেগুলি খেতাম ও অজানা ভবিষ্যতের জন্য কিছু তুলেও রাখতাম। শরীর সুস্থ রাখতে শুকনো খাবারের সঙ্গে আমাদের দেওয়া হত ওষুধ। চিকিৎসকেরা নিয়মিত আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন।

নেতাদের ভাষণ নকল করে সময় কাটানো

আমরা টানেলের ভিতরে হাঁটাচলা, শরীরচর্চা করতাম। মলমূত্র ত্যাগ করতাম অনেকটা দূরে গিয়ে। আমরা জানতাম খোলা জায়গায় মল, মূত্র ত্যাগ করার ফলে সেখান থেকে রোগজীবাণু ছড়াতে পারে। তাই সবাই প্রতিবার মল, মূত্র ত্যাগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতাম।

এমনিতে নিয়মিত স্নানের অভ্যাস থাকলেও ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ভয়ে টানেলে স্নান করিনি কেউই। মন ভালো রাখতে কাগজ ছিঁড়ে চোরপুলিশ, মাটিতে দাগ কেটে ঘুঁটি খেলা চলত নিজেদের মধ্যে। সময় কাটানোর জন্য আমরা কাগজে তাস বানিয়েও তা দিয়ে খেলতাম। আমাদের মধ্যে কয়েকজন গান করতেন, কেউ আবার মজা করে নেতাদের ভাষণ নকল করতেন।

তবে টানা শুকনো খাবার খেয়ে শরীর দুর্বল হতে শুরু করে আমাদের।

অবশেষে ৬ ইঞ্চি পাইপ বসিয়ে তার মাধ্যমে কাচের বোতলে করে গরম খিচুড়ি, ভেজ পোলাও, মটর পনির, রুটি ইত্যাদি খাবার পাঠানো শুরু হয়। আমাদের কাছে পৌঁছায় মোবাইলের চার্জার, লুডো। অনেকেরই খইনি, গুটখার নেশা ছিল। তাই বাইরে থেকে তাঁদের আবদারে সেগুলিও এসে পৌঁছায়। আমরা কেমন আছি, তা জানতে ক্যামেরা পাঠিয়ে আমাদের ভিডিও করেন উদ্ধারকারীরা।

চিন্তা কমল জল, অক্সিজেন, খাবার পেয়ে

জল, অক্সিজেন, খাবার সবকিছু পাওয়ায় আমাদের সমস্যা অনেকটাই কমে যায়। বুঝলাম, এ যাত্রায় হয়তো বেঁচে যাব। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় টানেলের ভিতর থেকেই বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে পারলাম। বাইরে অপেক্ষারত আত্মীয়দের সঙ্গেও কথাবার্তা চলতে লাগল নিয়মিত। আমরা ভালো আছি বলে তাঁদের বরাবর ভরসা জোগাতাম।

মৃত্যুভয়ে ভীত হলে চলবে না

অন্ধকার সুড়ঙ্গে বন্দি থেকে আমি বুঝেছি জীবনে যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনের জোর বজায় রাখাই সবকিছু। মানসিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়লে কোনও লড়াই জেতা যায় না। পৃথিবীতে যখন এসেছি, একদিন মৃত্যু হবেই। তাই সবসময় মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে থাকলে চলবে না। কী করে সমস্ত বাধা এড়ানো যায়, তাতেই গুরুত্ব দিতে হবে।

এদিকে আমেরিকা থেকে আনা অগার মেশিনের সাহায্যে খনন করে আমাদের উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে, বাইরে থেকে আসা এই বার্তায় সকলেই ভীষণ খুশি। কিন্তু কয়েকদিন বাদে তাল কাটল। খবর পেলাম, ওই মেশিন একেবারে বিকল হয়ে পড়েছে। তাই আমাদের উদ্ধার হতে বড়দিন পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে।

নিজেদের যতই শক্ত রাখতে চাই না কেন, এই খবরে প্রচণ্ড হতাশ হলাম সবাই। কিন্তু ধৈর্য হারালাম না। বাইরের সব মানুষ আমাদের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য এত চেষ্টা করছেন, এটা ভেবেই সকলে নিজেদের শক্ত রাখতাম। আমরা হাল ছেড়ে দিলে যে তাঁদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এর মধ্যেই নতুন করে আমাদের কাছে খবর এল, আর মেশিন নয়। এবার টানেল খনন এগোবে শাবল, গাঁইতি দিয়ে। তবে এই পদ্ধতিও যদি বিফল হয় সেক্ষেত্রে আরও বিকল্প পদ্ধতির কথাও জানিয়ে রাখলেন উদ্ধারকারীরা।

স্ট্রেচারে বেরিয়ে আসতে চায়নি কেউ

সমস্ত অপেক্ষার অবসানে অবশেষে ২৮ তারিখ সন্ধ্যায় এল সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। ইঁদুরের মতো গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে আমাদের কাছে পৌঁছালেন উদ্ধারকারীরা। যা আমাদের জীবনের সেরা মুহূর্ত। অন্ধকার কাটিয়ে আলোয় ফিরতে চলেছি, এই আনন্দে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। সকলের চোখেই তখন জল। উদ্ধারকারীরা স্ট্রেচারে করে আমাদের বাইরে বেরিয়ে আসার কথা বললেন। কিন্তু তা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। ফলে কয়েকজনের পর আমরা পাইপের ভিতর হামাগুড়ি দিয়েই বেরিয়ে এলাম।

বাইরে তখন আমাদের বরণ করে নিতে কত মানুষের ভিড়। ভাইপো বিনয় ও ভায়রাভাই গৌতম কাছে এসেই জড়িয়ে ধরল আমায়। ওদের ফোনেই বাড়িতে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললাম। সবাই ভালো আছে জেনে শান্তি পেলাম। এরপর প্রশাসন চিনিয়ালিসৌর হাসপাতালে নিয়ে যায় আমাদের। সেখানে একদফা স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় আমাদের। পরদিন ফের ঋষিকেশে এইমসে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা। সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে অবশেষে শুক্রবার রওনা হলাম বাড়ির পথে।

বাড়িতে ফিরে যেভাবে সকলের ভালোবাসা পেয়েছি তা আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি। আজীবন এর মর্যাদা রাখব আমি।

অনুলিখন ঃ তুষার দেব

সামনে পড়ে রয়েছে খাবার। যা মানিকদের জন্য পাঠানো হয়েছিল ওপার থেকে। উত্তরকাশীতে টানেলের ভেতরের ছবি।

আলোচিত

এই জয় জনতা জনার্দনের। চেষ্টা হয়েছিল দেশকে জাত দিয়ে ভাগ করার। আমার কাছে চারটি জাতই গুরুত্বপূর্ণ-নারী শক্তি, যুব শক্তি, কিষান আর গরিব পরিবার। 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' ধারণারই জয় হল ভোটে। এই জয় সততা ও আত্মনির্ভরতার।

–নরেন্দ্র মোদি

আজ

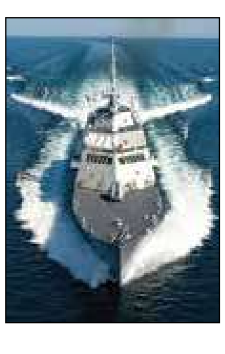

আজ ভারতীয় নৌবাহিনী দিবস। তিনদিক সমুদ্রে ঘেরা দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নৌবাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতীয় নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই সাফল্য ও দেশের সুরক্ষার জন্য যে নৌসেনারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের স্মরণে এই দিনটি উদযাপন করা হয়।

ভাইরাল

চলন্ত ট্রেনে বিয়ে! ঝাড়খণ্ডগামী ট্রেনে যুবক-যুবতীর বিয়ের ভিডিও ভাইরাল। চলন্ত ট্রেনের মধ্যে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে এক যুবক সিঁদুর দিয়ে, মালাবদল করে ও মঙ্গলসূত্র পরিয়ে যুবতীকে বিবাহ করলেন। উপস্থিত যাত্রীরা তাঁদের উৎসাহ দিচ্ছেন। স্বামীকে প্রণামও করেন যুবতী। যুগলের কীর্তিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া নেটিজেনদের।

বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের দিবস, খায় না মাথায় দেয়!

পার্থপ্রতিম পান

যাঁদের চার হাত-পা সচল, আর যাঁরা নিজেদের খুব বুদ্ধিমান মনে করেন, তাঁরা যখন কোনও সেরিব্রাল পলসি আক্রান্ত শিশুকে দেখেন, খুব জোর ভাবেন, আহা রে, বাবা-মায়ের কত কষ্ট। আর এরকম শিশুর বাবা-মায়েরা অনেকে কারও বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠি পান অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পরে। যাতে এরকম শিশু নিয়ে ওই বাবা-মায়েরা অনুষ্ঠানের আনন্দ-উৎসবে কোনও অস্বস্তিকর পরিবেশ না তৈরি করতে পারেন।

কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না, পৃথিবীতে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের সংখ্যা ১৩০ কোটি। মানবজাতির ১৬ শতাংশই হয় শারীরিক বা বুদ্ধিগতভাবে কমজোরি। এঁদের প্রতি আমাদের সহমর্মিতার অভাব যথেষ্ট, অথচ আমরা কেউ বলতে পারব না, আমাদের বাড়ির পরের শিশুটি সেরিব্রাল পলসি, অটিজম, হিমোফিলিয়া বা থ্যালাসিমিয়া নিয়ে জন্মাবে না। কোভিড পরবর্তী সময়ে স্ট্রোক বাড়ছে, রাস্তাঘাটে প্রতিদিন বাড়ছে দুর্ঘটনা, যার ফলে হাত-পা ভাঙা, এমনকি স্পাইনাল কর্ডে চোট, এবং তার ফলে সম্পূর্ণ প্যারালাইসিস আকছার হচ্ছে। কেউ অচল হচ্ছেন নানারকম বাতে, কেউ নানারকম স্নায়ুর অসুখে। আমরা কি নিশ্চিত আমার, আপনার ক্ষেত্রে এরকম কিছুই ঘটবে না? অতটা নিশ্চিত না হলে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো আশু প্রয়োজন।

নামে মাহাত্ম্য বেড়েছে। আগে যাঁদের পঙ্গু বলা হত তাঁদের নতুন নাম দিব্যাঙ্গ। ১৯৯৫ এবং ২০০৭ সালের আইন পালটে ২০১৬ সালে ভারতে এসেছে তাঁদের জন্য নতুন আইন। আইনে সুযোগের সাম্য, তাঁদের প্রতি কেউ অমর্যাদা করলে আইনি ব্যবস্থার রাস্তা- এমন অনেক ভালো ভালো কথা আছে। কিন্তু বয়স্ক বা বিশেষভাবে সক্ষম মানুষরা যাতে রাস্তাঘাটে ভালোভাবে চলতে পারেন তার ব্যবস্থা কি হয়েছে? কোনও ফুটপাথ বা গলি-রাস্তা কি হুইলচেয়ারে চলার উপযুক্ত? সরকারি অফিস বা ব্যাংকে সিঁড়ির পাশে লিফটের ব্যবস্থা আছে? রাস্তায় তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট টয়লেট আছে? শিলিগুড়ির একমাত্র উপযুক্ত মানের মঞ্চ দীনবন্ধু মঞ্চ। সেখানে কোনও লিফট নেই। মানে বিশেষভাবে সক্ষম এবং বয়স্কদের ভালো গান, সিনেমা, নাটক বা আবৃত্তি উপভোগের অধিকার নেই।

তার মানে দাঁড়ায়, কর্তাদের মুখের কথা, আইনের কথা আর কাজের মধ্যে আকাশ-জমিন ফারাক। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২০ সালে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ভেঙে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন তৈরি করে। শুরু থেকেই কমিশন অনেক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোনও ক্ষেত্রে কমিশন সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। সম্প্রতি তারা তিনটি বিষয় এমবিবিএস পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিয়েছে – রেস্পিরেটোরি মেডিসিন, ইমার্জেন্সি মেডিসিন এবং ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন। এই সিদ্ধান্ত হঠকারী, বিজ্ঞান ও মানবতা বিরোধী এবং নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক।

রবিবারই ঘটা করে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের নিয়ে আন্তর্জাতিক দিবস পালন হল। কিন্তু তাঁদের প্রতি সুস্থ সক্ষম মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে, চিকিৎসার পাঠ্যক্রমে ওঁদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিলে, সব আইন, সব উৎসব, সব দিবস-পালন অশ্বডিম্ব প্রসব করবে।

(লেখক উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ফিজিকাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের প্রধান)

বিন্দু বিসর্গ

জনমত

ডাক পরিষেবা বলে কিছু নেই

চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যাপারটা অনেকটা সেকেলে হলেও এর প্রয়োজন এখনও খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সরকারি এবং অসরকারি কাগজপত্র আমরা এখনও ডাক অফিসের মাধ্যমে দেওয়া-নেওয়া করে থাকি। যদিও শহরাঞ্চল বাদ দিয়ে গ্রামীণ ও ব্লক সদর ডাক অফিসগুলি থেকে এই পরিষেবা ঠিকমতো পাওয়া দুষ্কর হয়ে পরে সময়ে সময়ে। শহরাঞ্চলের মতো তো সব জায়গায় জরুরিকালীন কুরিয়ার সার্ভিস সেন্টার পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। তাই সেই সব জায়গায় স্পিডপোস্টই মানুষের শেষ ভরসা।

অথচ স্পিডপোস্ট তো দূরের কথা, দীর্ঘদিন ধরে শীতলকুচি ব্লক সদর পোস্ট অফিস থেকে নর্মাল পোস্ট করে কাগজপত্র পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শুধু শীতলকুচিই নয়, এই সমস্যা অনেক জায়গারই। তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, দ্রুত এই পরিষেবা ঠিকমতো চালু করার ব্যবস্থা করা হোক।

বিধান বর্মন, শীতলকুচি।

কঠিন অঙ্ক নয়, নীতিশিক্ষার পাঠ জরুরি

বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করার খবর প্রায়শই সংবাদপত্রে দেখতে পাই। এই ধরনের খবর দেখতে অবশ্যই কারও ভালো লাগার কথা নয়, তবু দেখতে হয়। সত্য ঘটনা তুলে ধরাই সংবাদপত্রের কাজ। সমাজকে সচেতন করার দায়িত্ব সংবাদপত্রের না থাকলেও তারা কিন্তু নিরলসভাবে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছে। এই স্বার্থপর সমাজের মানুষ কতটা নেবেন সেটা তাঁদের ব্যাপার।

প্রধানত আর্থিক কারণেই ছেলে-ছেলের বৌ বৃদ্ধ বাবা-মায়ের উপর জঘন্য অত্যাচার করেন বলে আমার ধারণা। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে এই ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে। আমাদের পাঠ্যসূচিতে কঠিন কঠিন অঙ্ক শেখানো হয়। বাস্তব জীবনে যা কোনও কাজে লাগে না। অথচ নীতিশিক্ষার পাঠ্য সেইভাবে তৈরি করা হয় না যা সমাজজীবনের খুবই প্রয়োগযোগ্য।

যাদের একটি মাত্র সন্তান তাদের সমস্যা একরকম। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত সন্তান চাকরি সূত্রে বিদেশে থাকায় বাবা-মাকে তাঁদের কাছে রাখা সম্ভব হয় না। তাই বৃদ্ধ বয়সে একাকিত্বের জীবন কাটাতে হয়। কখনো-কখনো তাঁদের অপঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়। আর যাঁদের একাধিক সন্তান তাঁদের সমস্যা অন্য রকম। কথায় বলে ভাগের মা গঙ্গা পায় না- তাঁদের অবস্থা সেই রকম। কে দায়িত্ব নেবে সেই নিয়ে চলে দড়ি টানাটানি। প্রধান কথা, বৃদ্ধ বয়সে সকল শ্রেণির মানুষের কাছে সুস্থভাবে বেঁচে থাকা দুর্বিষহ।

মানুষের মধ্যে সচেতনতা না বাড়লে এই ধরনের সামাজিক অবক্ষয়ের দৃশ্য আমাদের দেখতেই হবে। এখন অবশ্য বৃদ্ধ নাগরিকদের পক্ষে আইন রয়েছে, কিন্তু শুধু আইন-আদালতের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, চাই সচেতনতার পাঠ্য।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন বাংলায়, ভালো ইঙ্গিত

প্রায়ই অনেককে বলতে শোনা যায় বাংলামাধ্যমের স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। কারণ, বাংলা পড়ে সেরকম কাজকর্ম পাওয়া যাবে না। তার ওপর বেশিরভাগ পরীক্ষাই বাংলাতে দেওয়া যায় না। কথাটা হয়তো কিছুটা ঠিক। বাংলাকে যদি কাজের ভাষা না করা যায়, যদি রাজ্য বা কেন্দ্রের চাকরির পরীক্ষা বাংলাতে না দেওয়া যায় তাহলে বাংলামাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে অসুবিধা হবে।

কিন্তু অনেকেই জানেন না, বর্তমানে অনেক সরকারি চাকরির পরীক্ষা বাংলাতে দেওয়া যায়। যেমন ২০০৯ সাল থেকে রেলওয়ে বোর্ডের পরীক্ষা অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাংলাতেও হচ্ছে। গত বছর থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্লারিকাল ক্যাডারের পরীক্ষাও বাংলা ভাষায় দেওয়া যাচ্ছে। আগামী বছর জানুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের আধাসামরিক বাহিনীর পরীক্ষা ইংরেজি ও হিন্দির সঙ্গে বাংলাতেও দেওয়া যাবে। তবে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল এবং গ্র্যাজুয়েট লেভেলের পরীক্ষা এখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষায় দেওয়া যাচ্ছে না।

যাইহোক, বাংলামাধ্যমের চাকরিপ্রার্থীদের জানতে হবে অনেক পরীক্ষা এখন বাংলাতেও দেওয়া যাচ্ছে আর রাজ্য সরকারের সব পরীক্ষার প্রশ্নই বাংলাতে হয়। কাজেই বেশি করে বাংলাকে কাজের ভাষা করলে বাংলার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। এছাড়া বাংলা সংবাদপত্র এবং বাংলা সাহিত্য নতুন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের পড়া উচিত, তাহলে মাতৃভাষার প্রতি বিমুখতা অনেকটাই দূর হবে।

আশিস ঘোষ, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

মাইকের আওয়াজে বিপন্ন প্রাণীরা

এখন গ্রাম-শহর নির্বিশেষে পাড়ায় পাড়ায় নামকীর্তন, জলসা চলছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যে উচ্চগ্রামে মাইকের ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তার প্রভাব যে বিশেষ করে মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পড়ছে তার কি কোনও ধারণা আয়োজকদের রয়েছে?

উচ্চগ্রামে মাইকের আওয়াজের ফলে বিশেষ করে অসুস্থ মানুষ এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কী অবস্থা হয়, তা যাঁর বাড়িতে এরকম সদস্য আছেন তাঁরা খুব ভালো করে জানেন। তাতে অন্যদের কী? তাঁরা তো ডোন্ট কেয়ার মনোভাব নিয়ে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, এখন পরীক্ষার মরশুম চলছে। এই অবস্থায় মাইকের আওয়াজ পড়ুয়াদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে বৈকি! উপরন্তু স্কুল-কলেজে পঠনপাঠনের সময়ও আমরা লক্ষ করি, মাইকের আওয়াজ আসতেই থাকে। এতে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা হয়। তবুও আমরা নির্বিকার। আমরা নিজের হাতে আমাদের ভবিষ্যৎকে বিপথগামী করে দিচ্ছি।

তৃতীয়ত, এর সামাজিক প্রভাব বিশেষ করে প্রকৃতির মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ে। জোরে জোরে মাইক বাজানোর ফলে ছোট থেকে বড়- সব কীটপতঙ্গ, পশুপাখি আজ ভীতসন্ত্রস্ত। তাদের জীবন বিপন্ন এবং তাদের সংখ্যাও দিন-দিন কমছে। এতে করে বাস্তুতন্ত্রে বিঘ্ন ঘটছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি কি আমরা একবারও ভেবে দেখেছি?

এমতাবস্থায় বিভিন্ন ধর্ম এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা নামকীর্তন, পদাবলি, জলসা বা যে কোনও অনুষ্ঠান করুন, আমাদের অসুবিধা নেই। কিন্তু উচ্চগ্রামে মাইকের আওয়াজ বন্ধ করুন। তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে পারব। নতুবা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের দোষারোপ করতে থাকবে।

চন্দন রাম, পাঁচ মাইল, ফালাকাটা।

চার রাজ্যের হেভিওয়েট নেতা

মধ্যপ্রদেশ

নাম	দল	স্থান	ফলাফল
শিবরাজ সিং চৌহান	বিজেপি	বুধনি	জয়ী
কমল নাথ	কংগ্রেস	ছিন্দওয়াড়া	জয়ী
প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল	বিজেপি	নরসিংহপুর	জয়ী
কৈলাস বিজয়বর্গীয়	বিজেপি	ইন্দোর-১	জয়ী
ভূপেন্দ্র সিং	বিজেপি	খুরাই	জয়ী
নরেন্দ্র সিং তোমর	বিজেপি	দিয়ামনি	জয়ী

রাজস্থান

নাম	দল	স্থান	ফলাফল
অশোক গেহলট	কংগ্রেস	সরদারপুরা	জয়ী
শচীন পাইলট	কংগ্রেস	টঙ্ক	জয়ী
বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া	বিজেপি	ঝালরাপতন	জয়ী
দিয়া কুমারী	বিজেপি	বিদ্যাধরনগর	জয়ী
সিপি যোশি	কংগ্রেস	নাথদোয়াড়া	পরাজিত
রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর	বিজেপি	ঝোটওয়ারা	জয়ী

ছত্তিশগড়

নাম	দল	স্থান	ফলাফল
ভূপেশ বাঘেল	কংগ্রেস	পাটন	জয়ী
বিজয় বাঘেল	বিজেপি	পাটন	পরাজিত
রমন সিং	বিজেপি	রাজনন্দগাঁও	জয়ী

তেলেঙ্গানা

নাম	দল	স্থান	ফলাফল
রেভান্থ রেড্ডি	কংগ্রেস	কোদাঙ্গল	জয়ী
কে চন্দ্রশেখর রাও	বিআরএস	গাজওয়েল	জয়ী
মহম্মদ আজহারউদ্দিন	কংগ্রেস	জুবিলি হিলস	পরাজিত
কেটি রামা রাও	বিআরএস	সিরসিল্লা	জয়ী

বঙ্গে উজ্জীবিত পদ্ম, চাপে ঘাসফুল

তিন রাজ্যে জয়ের উচ্ছ্বাসে মোদি বন্দনা কলকাতায় বিজেপি কর্মীদের। রবিবার।

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার গোবলয়ের তিন রাজ্যের বিধানসভার ফলাফল স্পষ্ট হতেই বঙ্গ বিজেপি নেতাদের উচ্ছ্বাস আরও বাড়তে শুরু করে। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়ে দেন, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে। স্থনীয় বিজেপি নেতৃত্বের কথা থেকেই স্পষ্ট তৃণমূলকে প্রবল চাপে রাখতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

দিনকয়েক আগেই কলকাতায় জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ঘোষণা করেছিলেন, কোনও দুর্নীতিগ্রস্তকে ছাড়া হবে না। শিক্ষক, পুরসভা ও র‍্যাশন দুর্নীতির তদন্ত যে আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে রাঘববোয়ালদের যে খাঁচায় পোরা হবে। তিন রাজ্যে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূল। অস্বস্তির মূল কারণ, লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূলকে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে চাপে ফেলতে কৌশল তৈরি করছে বিজেপি। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে বিজয় মিছিলের ডাক দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একদিকে দলীয় আন্দোলনের আঁচ বাড়াবে বিজেপি এবং অন্যদিকে দুর্নীতির তদন্তের গতি বাড়বে। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে শুভেন্দু বলেছেন, 'বাংলায় এবার সাঁড়াশি আক্রমণ চলবে।'

বিজেপি সূত্রে খবর, প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে লুকিয়ে থাকা কয়লা কাণ্ডে অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত বিনয় মিশ্রকে দেশে ফিরিয়ে আনার তৎপরতা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বিদেশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তাকে ফিরিয়ে আনতে পারলে কয়লা ও গোরু পাচারে 'অনেক বড় মাথা' যে বিপাকে পড়বে সেব্যাপারে বঙ্গবিজেপি নিশ্চিত। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্যে দুর্নীতি যে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সবাই জানে।' বিনয় মিশ্রকে ফিরিয়ে আনা হবে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শুভেন্দুর কৌশলী জবাব, 'বিনয় মিশ্রকে নিয়ে তদন্তকারী সংস্থা সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা নেবে। তবে বিনয় মিশ্র ধরা পড়লে অনেক বড় নেতার যে ঘুম চলে যাবে সেটা নিশ্চিত।' অন্য রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্যের প্রকাশ্যে তুলনা অবশ্য করতে চাইছেন না এই রাজ্যের তৃণমূল নেতারা। তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'এই ফল নিয়ে আমাদের নিশ্চয়ই ভাবতে হবে। তবে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের তুলনা করে লাভ নেই।' তবে এজেন্সির তৎপরতা যে বাড়তে পারে সেকথা স্বীকার করে জয়প্রকাশবাবু বলেন, 'সিবিআই, ইডি, আয়কর দপ্তর বিরোধীদের প্রত্যেকের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে, গ্রেপ্তার করছে। শুধু এই রাজ্যে নয় গোটা দেশে এটা হচ্ছে। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই।'

তৃণমূল সূত্রে খবর, এই ভোটের ফলাফলে যথেষ্টই হতাশ তৃণমূল। মাত্র কয়েকমাস বাকি লোকসভা নির্বাচন। তার আগে এজেন্সি সক্রিয় হলে এবং দলের প্রথমসারির কাউকে গ্রেপ্তার করলে লোকসভা ভোটের মুখে রাজ্যের শাসক দল রীতিমতো সমস্যায় পড়বে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন দলের নেতারা। এই কারণে রবিবার থেকেই লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের প্রাথমিক পর্ব শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। লোকসভা ভোটের আগে জাতীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধান নেত্রী হিসাবে তুলে ধরার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের জন্য এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে দেওয়াল লিখনও শুরু করেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

রবিবার সকাল থেকে টিভির পর্দায় ভোটের ফলে চোখ রেখেছিলেন রাজ্যের তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীরা। হায়দরাবাদে চোখের চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বিকেলে তিনি ভোটের ফল পর্যালোচনা করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোনও করেন। ৬ ডিসেম্বর ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকা হয়েছে। তবে ওই বৈঠকে তৃণমূলের প্রথম সারির কোনও নেতার উপস্থিতি থাকার সম্ভাবনা এদিন পর্যন্ত ক্ষীণ। আগামী লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে কংগ্রেসকে আদৌ কোনও আসন ছাড়তে রাজি নয় তৃণমূল। পাঁচ রাজ্যে কংগ্রেস ভালো ফল করলে এজেন্সির তৎপরতা কিছুটা কমত বলে ধারণা ছিল তৃণমূল নেতৃত্বের। কিন্তু এই ফল ঝিমিয়ে পড়া বঙ্গ বিজেপিকে উদ্বুদ্ধ করে ফেলায় উদ্বিগ্ন তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'এজেন্সিকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে ভোটে জিতবে বলে ভাবছে বিজেপি। কিন্তু বিজেপি ভুল করছে। কংগ্রেস আর তৃণমূল এক নয়। এরাজ্যে ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে লড়াই হবে।'

তিন দশকের ধারা অক্ষুণ্ণ

মরুরাজ্যে ম্যাজিক ভ্যানিশ গেহলটের

জয়পুর, ৩ ডিসেম্বর : কেরলের মতো রাজস্থানেও তিন দশকের পরম্পরা ভাঙা সম্ভব হবে বলে ধরে নিয়েছিল কংগ্রেস। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকার বদলের যে রাজনৈতিক ধারা রাজস্থানের রাজনীতির অন্যতম পরিচিতি সেটা এবার বদলে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলট মরিয়া ছিলেন। কিন্তু রাজস্থানের জনতা যে কংগ্রেস নেতাদের সেই চিন্তাভাবনার সঙ্গে একমত নন সেটা রবিবার স্পষ্ট হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজ্যবাসী এবার সুযোগ দিয়েছেন বিজেপিকে। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, মরুরাজ্যের ২০০টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছে ১১৫টি আসনে। কংগ্রেস জিতেছে ৬৯টি আসনে। গতবার কংগ্রেস ১০০ এবং বিজেপি ৭৩টি আসন জিতেছিল। গেহলট, পাইলট দুজনেই এবার জয়ী হন।

রাজস্থানের জনাদেশ সামনে আসতেই পরাজয় স্বীকার করে নেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। সন্ধ্যায় রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্রের সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগপত্র দিয়ে আসেন। পরে বিজেপিকে জয় এবং নতুন সরকার গঠনের জন্য অভিনন্দনও জানান তিনি। গেহলট বলেছেন, 'রাজস্থানের জনাদেশ আমি মাথা পেতে মেনে নিচ্ছি। এই ফল আমাদের সবার কাছে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। আমরা যে আমাদের প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছি সেটা এই পরাজয় দেখিয়ে দিয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রীর আশা, নতুন সরকার তাঁর আমলে শুরু হওয়া যোজনাগুলি চালু রাখবে। বিজেপি অবশ্য কংগ্রেসের হারের পর মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, 'জাদুকরের জাদু খতম। রাজস্থান জাদুকরের কবল থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, ১৯৯৩ সাল থেকে চলে আসা রাজনৈতিক পরম্পরা অনুযায়ী রাজস্থানে এবার পালাবদল হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এই হারের জন্য কংগ্রেসের ব্যর্থতাগুলিও অনেকাংশে দায়ী। রাজ্যের মানুষের মন পেতে ৫০০ টাকায় রান্নার গ্যাস, চিরঞ্জীবী স্বাস্থ্য যোজনার মতো প্রকল্পগুলি চালু করেছিলেন গেহলট। কিন্তু গেহলট আমলে রাজ্যে যে সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে সেগুলি মোকাবিলায় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে সদ্যপ্রাক্তন সরকার। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ঘিরে উত্তাল হয়েছে মরুরাজ্যের রাজনীতি। উঠেছে মহিলাদের ওপর অপরাধের অভিযোগও। দুটি ক্ষেত্রেই মোকাবিলায় ব্যর্থ হন গেহলট। উলটোদিকে তাঁর সঙ্গে শচীন পাইলটের দ্বন্দ্ব কংগ্রেসের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছে এবার। ২০২০ সালে পাইলটের বিদ্রোহের কারণে গেহলটের সরকার পতনের অবস্থায় চলে গিয়েছিল। সেবার তিনি সরকার বাঁচিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু কংগ্রেসের অন্দরের ফাটল স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভোটের আগে সেই ফাটল মেরামতে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব সক্রিয় হয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু তাতে কাজের কাজ হয়নি। উলটোদিকে বিজেপিতে গোষ্ঠীকোন্দল মাথাচাড়া দিলেও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সেই কোন্দলকে পেশাদারী হাতে সামলাতে সক্ষম হয়েছেন।

রবিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালকে পদত্যাগপত্র দিলেন অশোক গেহলট।

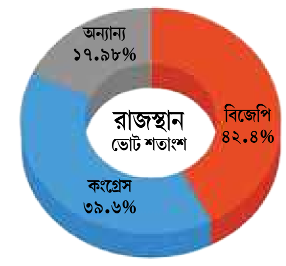

ফেব্রুয়ারিতে লোকসভা ভোট চাইতে পারে বিজেপি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : আগামী ফেব্রুয়ারিতেই কি লোকসভা ভোট? চার রাজ্যের মধ্যে তিন রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপির জয়জয়কারের পর এই সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। লোকসভা ভোটের আগে সেমিফাইনালে এই জয়ের পর নরেন্দ্র মোদি সরকার তা কাজে লাগাতে চাইবে বলে রাজনীতির কারবারিরা মনে করছেন।

দেশের নির্বাচন কমিশনও বেশ কিছুদিন থেকেই লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। দেশজুড়ে চলছে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ। কমিশনের প্রতিনিধিরা রাজ্যে রাজ্যে গিয়ে নির্বাচন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছেন। রবিবার রাজ্য নির্বাচন অফিসের এক শীর্ষ আধিকারিক জানালেন, 'আমরা লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি অনেকদিনই শুরু করেছি। কমিশন চাইছে সব প্রস্তুতি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে। উপমুখ্য নির্বাচন কমিশনার থেকে শুরু করে কমিশনের শীর্ষ আধিকারিরা আসছেন। বৈঠক করছেন। রাজ্য স্তরেও পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের কথা চলছে। কমিশন যা নির্দেশ দিচ্ছে আমরা সবই করছি যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে।' কমিশনের ভোট সংক্রান্ত তৎপরতা যে উল্লেখজনকভাবে তুঙ্গে, সেকথা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

ওই আধিকারিক জানান, বিভিন্ন রাজ্যে জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসক যাঁরা ভোটে জেলায় জেলায় রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করতে শুরু করছে। সব দেখেশুনে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে লোকসভা ভোট এগিয়ে আনা হতে পারে।

কেন্দ্র ও রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, তিন রাজ্যে দলের বিরাট জয়কে কাজে লাগাতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছেন লোকসভা ভোট এগিয়ে আনা হোক। তিন রাজ্যের ভোটের ফলে প্রমাণিত দেশে মোদি ম্যাজিক এখনও ফিকে হয়ে যায়নি। এই অবস্থায় দল লোকসভা ভোট এগিয়ে আনলে তা বিজেপির পক্ষে যাবে। দ্বিতীয়ত, দেশে বিরোধী দলগুলি প্রস্তাবিত ইন্ডিয়া জোট এখনও দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। তিন রাজ্যের ভোটের ফল বেরোনোর পর বিরোধী দলগুলির মধ্যে নতুন করে একটা অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। যা খুব তাড়াতাড়ি নিরসন হওয়া প্রায় অসম্ভব। যদিও ৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকা হয়েছে। তবি বিজেপির ধারণা, বিরোধীরা মোটেও এত তাড়াতাড়ি নিজেদের গুছিয়ে নিতে পারবে না। বিরোধীরা অগোছালো অবস্থা গুছিয়ে তোলার আগেই লোকসভা ভোট করল তা বিজেপির পক্ষে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হবে বলে গেরুয়া শিবিরের অনুমান।

বিজেপির টিম গেমে হার বাঘেলের

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : কংগ্রেসের গড় ছত্তিশগড়। বিধানসভা ভোটের গোটা প্রচারপর্ব জুড়ে সেই কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন ভুপেশ বাঘেল। কিন্তু রবিবারের গণনাপর্বের ৩-৪ রাউন্ড যেতে না যেতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের দুর্গ ধুলিসাৎ হতে চলেছে। অর্ধেকের বেশি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীদের পিছনে ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন বিজেপির প্রার্থীরা। দুপুর গড়ানোর আগেই বোঝা যায় ৯০ আসনের বিধানসভায় বিজেপির আসন ৫০ পেরিয়ে যাবে। কংগ্রেস নেমে আসবে ৩০-এর ঘরে। হলও তাই। দিনের শেষে ৫৪ জন বিধায়ক নিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠনের পথে বিজেপি। বাঘেলের কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৩৬টি আসন।

বিজেপি ও কংগ্রেসের ভোটপ্রাপ্তির হার যথাক্রমে ৪৬ শতাংশ এবং ৪২ শতাংশ। মায়াবতীর বিএসপি পেয়েছে প্রায় আড়াই শতাংশ ভোট। মুখ্যমন্ত্রী নিজের আসন পাটন ধরে রাখলেও বেশ কয়েকজন মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস রাজনীতিতে বাঘেলের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে পরিচিত বিদায়ী উপমুখ্যমন্ত্রী টিএস সিংদেও। অম্বিকাপুর আসনে বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছেন তিনি। হেরেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দীপক বৈজও। বিপরীতে বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হওয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং, বিলাসপুরের সাংসদ অরুণ সাউ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রেণুকা সিংয়ের মতো একঝাঁক হেভিওয়েট নেতা-নেত্রী জিতেছেন। এবার রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের পাশাপাশি ছত্তিশগড়ে কাউকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে তুলে ধরেনি বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'রা জনসভা, রোড-শো করলেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারের বদলে দলগত লড়াইয়ের ওপর জোর দিয়েছিল গেরুয়াশিবির। অঞ্চল ভাগ করে পোড়খাওয়া নেতাদের প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূলস্তরের প্রচারে কংগ্রেসকে পিছনে ফেলেছিল বিজেপি। আদিবাসী এলাকাগুলিকে বিজেপির প্রচারে অক্সিজেন জুগিয়েছে আরএসএসের সংগঠন। যার ফলে বাস্তারের মতো মাওবাদী প্রভাবিত এলাকায় ভালো ফল করেছে বিজেপি।

শেষ বেলায় মুখ্যমন্ত্রী বাঘেলের বিরুদ্ধে বিজেপির 'মহাদেব বেটিং অ্যাপ' কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কংগ্রেস ভরসা করেছিল বাঘেলের জনমোহিনী প্রকল্পগুলির ওপর। গত ৫ বছরে একাধিক শস্যের সরকারি ক্রয়মূল্য বাড়ানো সহ বেশ কিছু প্রকল্প চালু করেছিলেন বাঘেল। এবারও ক্ষমতায় ফিরলে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, কৃষিঋণ মকুব, ৫০০ টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার, মহিলাদের মাসিক অনুদান সহ বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু সেইসব কাজে এল না। উপজাতি অধ্যুষিত ছত্তিশগড়ে জাতিগত সমীক্ষা চালানোর প্রতিশ্রুতি কাজে দিল না নির্বাচনে।

ধেয়ে আসছে মিচাং, জগনকে ফোন মোদির

নয়াদিল্লি ও হায়দরাবাদ, ৩ ডিসেম্বর : ঘূর্ণিঝড় মিচাং সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ আন্দামান সাগরে গভীর নিম্নচাপ থেকে উৎপত্তি হয়েছে এই ঘূর্ণিঝড়ের। ক্রমশ তা শক্তি বাড়াচ্ছে। কয়েকদিন ধরে হিমেল বাতাস বইলেও বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের ফলে কলকাতায় ঠান্ডা উধাও। বেশ গরম লাগছে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় মিচাং ধেয়ে আসছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা গতিবেগ বাড়িয়ে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতিবেগ সম্পন্ন হবে এবং অন্ধ্রের নেলোর ও মছলিপত্তনম জেলার মাঝামাঝি অঞ্চলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে। এখানে রাজ্যবিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর শতাধিক সদস্য পৌঁছে গিয়েছেন। দক্ষিণ রেল রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে আন্তঃরাজ্য দূরপাল্লার ট্রেন সহ ১১৮টি ট্রেন বাতিল করেছে। প্রস্তুত রাখা হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ১৮টি দলকে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার এই ঘূর্ণিঝড় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলায় রাজ্যের প্রস্তুতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে তথ্য জানতে চান ও প্রয়োজনীয় সবরকমের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বর্তমানে মিচাং অবস্থান করছে পুদুচেরি থেকে ৪৪০ কিলোমটার দূরে এবং চেন্নাই থেকে ৪২০ কিলোমিটার দূরে।

অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গে পড়বে না। তবে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই।

তেলেঙ্গানা বোঝাল, বিজেপির নীতিতে আস্থা নেই

কল্যাণ গোস্বামী
ডিরেক্টর জেনারেল (কৃষি রসায়ন সংস্থা)

জানা ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে! এটাও জানা ছিল যে রাজস্থান ব্যতিরেকে বাকি দুটি বড় রাজ্য মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে জিততে পারে কংগ্রেস। তাই পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে লোকসভা নির্বাচনের আগে সেমিফাইনাল বলতে চায়নি বিজেপি। না তো মিডিয়া একটিবারও 'সেমিফাইনাল' শব্দটি উচ্চারণ করেছে। আজ মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে বিজেপির অভূতপূর্ব জয়ের পর মিডিয়া পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনকে লোকসভার সেমিফাইনাল ঘোষণা করাতে কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি না। একথা তো ঠিক যে বিজেপি সত্যিই হিন্দিবলয়ে অনেকটাই এগিয়ে রইল!

মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের হার অপ্রত্যাশিত। এটা নিয়ে কংগ্রেসকে চিন্তন -মন্থন করতেই হবে। যদিও আবার ইভিএম-এর স্ট্র্যাটেজিক অপব্যবহারের প্রসঙ্গও উঠবে। বস্তুত, আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের কাছে এটা বিরাট বড় ধাক্কা। ইন্ডিয়া জোটেও কমবে কংগ্রেসের গুরুত্ব। যদি হিন্দিবলয়ে কংগ্রেস জিতত, তাহলে কংগ্রেসের গুরুত্ব বাড়ত। হিন্দিবলয়ের তিন রাজ্যের ভোটের ফলাফলে সত্যিই দুমড়ে যেতে পারে কংগ্রেসের আত্মবিশ্বাস!

দিনের শেষে একমাত্র সান্ত্বনা পুরস্কার তেলেঙ্গানায় ক্ষমতায় আসা। আজকের দিনে কংগ্রেসের পক্ষে যেটা বড়ই খুশির খবর। এবছরের প্রথম দিকেও এটা ভাবা যায়নি। নির্বাচনের প্রচার যত গড়িয়েছে, তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ভারতে নিশ্চিন্তভাবে এর প্রভাব পড়বে। মনে রাখা দরকার, ১৯৮০ সাল থেকে যতবার কংগ্রেস বা কংগ্রেসের জোট সরকার গড়েছে, তাতে দক্ষিণ ভারতের একটা বিরাট সহযোগ ছিল। অপরদিকে বহু চেষ্টাতেও বিজেপির দাক্ষিণাত্য নীতি ফলপ্রসূ হচ্ছে না। কর্ণাটক ব্যতিক্রমী হলেও বাকি দক্ষিণ ভারতে এখনও কিন্তু বিজেপিকে গোবলয়ের রাজনৈতিক দল হিসেবে মানা হয়। সুতরাং সহযোগী দল বিনা বিজেপির পক্ষে দক্ষিণ ভারতে বিরাট কিছু করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই এআইএডিএমকে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে। বহুক্ষেত্রে বিজেপির রাজনৈতিক সঙ্গী ওয়াইএসআর কংগ্রেস'-এর জনসমর্থন তলানিতে। রাজ্যে ওদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। লোকসভা ভোট শিয়রে। তাই এই মুহূর্তে দক্ষিণ ভারতে বিজেপিকে একলাই লড়তে হবে। যেখানে ১৩৮টি সিটের মধ্যে ২৫টি সিট পাওয়াও বেশ কঠিন। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিজেপির কাছে হিন্দিবলয়ের গুরুত্ব আরও বাড়বে, যদিও বিজেপি সে সকল এলাকায় একশোভাগ সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড!

যাই হোক, তিনটি রাজ্যে বিজেপি জয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছে অনেক প্রতিকূলকতার মধ্যে দিয়ে। সত্যি বলতে কী, বিজেপির মধ্যেই অনেকে ২-১ ফলাফল হলে স্বস্তি পেতেন। সেখান থেকে ৩-০ করেছে বিজেপি। তাতে তো ডুবে গিয়েছে কংগ্রেস। আরও ডুবেছে তাঁরা, যাঁরা বিজেপির মধ্যে ২০২৪-এর নির্বাচনের পরে মোদির বিকল্প হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন!

রাজনীতিতে আসছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়!

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : শনিবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরি। রবিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় কবুল করলেন, 'আমি রাজনীতিতে আসতে পারি।' ওই অনুষ্ঠানে তিনি নিজেদের অধিকার আদায়ে সাধারণ মানুষকে পথে নামার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, 'ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। অনেক আবেদন করা হয়েছে। এবার পথে নামতে হবে। রাস্তাই রাস্তা দেখাবে।' তাঁর এই মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ভাষণ শোনার পরই সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, তাহলে কি সত্যিই রাজনীতিতে নামছেন? জবাবে তিনি বলেন, 'আমি রাজনীতিতে আসতে পারি। তবে সেটা দলীয় রাজনীতি নাও হতে পারে।'

২০২৪-এর অগাস্টে অবসর নেওয়ার কথা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তারপর তিনি এই বিষয়ে সম্ভবত সিদ্ধান্ত নেবেন। নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একের পর এক মামলা উঠেছে তাঁর এজলাসে। শুধু গুরুত্বপূর্ণ রায়ই নয়, অনেক তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণও দিয়েছেন তিনি। তাঁর রায়ের জন্যই শিক্ষা দপ্তরের নিয়োগ সংক্রান্ত বিপুল দুর্নীতি সামনে আসে। তৃণমূল মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতির আসনে বসে যে ধরনের মন্তব্য করছেন তা অশোভন। একজন বিচারপতির এসব মানায় না।'

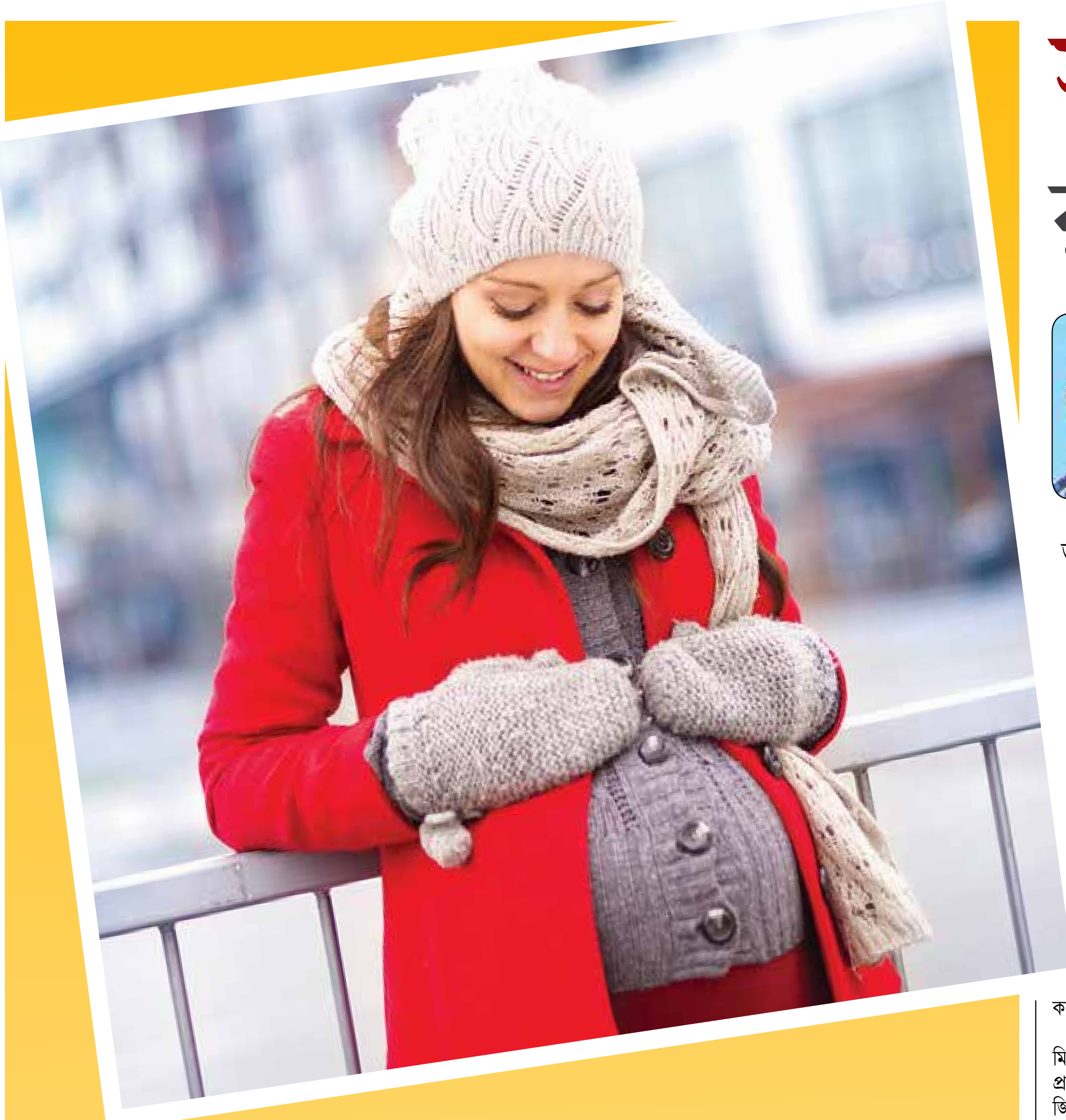

অন্তঃসত্ত্বার শীতকালীন যত্ন

মা হয়ে ওঠার জার্নি প্রত্যেক নারীর কাছেই জীবনের সব থেকে সুন্দর পর্যায়। গর্ভাবস্থায় অবশ্যই শরীরের যত্ন নিতে হবে। কারণ, এই সময় শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মনমেজাজেও পরিবর্তন হয়ে থাকে। এছাড়া হরমোনজনিত পরিবর্তনও মহিলাদের শরীরে প্রভাব ফেলে। তার ওপর আপনি যদি শীতকালে গর্ভবতী হন তাহলে কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। লিখেছেন বিশিষ্ট গাইনিকলজিস্ট **ডাঃ কবিতা মন্ত্রী**

শীতকালে ঠান্ডা লাগা, সংক্রমণ, কাশি, জ্বর খুব সাধারণ। সেইসঙ্গে বাতাস শুষ্ক থাকে বা আর্দ্রতার অভাব থাকে। এজন্য আরও বেশি খেয়াল রাখা দরকার। শীতকালে গর্ভবতী মহিলাদের ইমিউনিটির দিকে নজর দেওয়া উচিত। এজন্য অবশ্যই পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। সঙ্গে ত্বককে হাইড্রেটেড রাখতে ভুলবেন না। ঠান্ডার কারণে আপনি সকালে উঠতে দেরি করতে পারেন। কিন্তু তাতে আপনার নির্দিষ্ট ওয়ার্কআউট বা ব্রেকফাস্ট বাদ চলে যেতে পারে। এই কারণে বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন,
গরম হোক বা ঠান্ডা– নির্দিষ্ট সময়ে উঠুন, যাতে উপযোগী শরীরচর্চা এবং ব্রেকফাস্ট করার পর্যাপ্ত সময় থাকে।

শীতকালে গর্ভাবস্থায় সুরক্ষিত থাকার উপায়

গর্ভাবস্থায় ইমিউন সিস্টেম খানিক কমজোরি হয়ে যায়। এজন্য গর্ভবতী মহিলাদের ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল জানিয়েছে, হবু মা ও অনাগত বাচ্চার জন্য ফ্লু ভ্যাকসিন নিরাপদ এবং গ্রহণযোগ্য।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া জরুরি। এরমধ্যে রয়েছে পালংশাক, আমলা, আদা, আমন্ড, দই, রসুন, দুধ, চর্বিযুক্ত মাছ, রেড বেলপেপার এবং ব্রোকোলি।

একজন মহিলা যখন গর্ভবতী হয় তখন তাঁর শরীর আরও বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। তাই প্রচণ্ড ঠান্ডার সংস্পর্শে আসবেন না এবং জীবাণুযুক্ত জায়গায় যাবেন না। তাতে মা এবং সন্তান–দুজনেরই ক্ষতি হতে পারে। প্রচণ্ড ঠান্ডায় আপনি অসুস্থও হয়ে পড়তে পারেন। যতটা সম্ভব ঘরেই থাকার চেষ্টা করুন। এমনকি বাইরে বেরোলেও পর্যাপ্ত গরম পোশাক ব্যবহার করুন।

শীতকালে আমরা অনেকেই জল কম খাই। কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য এই সময় শরীরের বেশি জলের প্রয়োজন হয়। সারাদিনই অল্প অল্প করে বারেবারে জল খান। আপনি যত বেশি আর্দ্র থাকবেন তত অন্যান্য অসুখ থেকেও সুরক্ষিত থাকবেন। তাই বলে মিষ্টিযুক্ত পানীয় খাবেন না। বরং চা, কফি, সুপ বা তাজা ফলের রস খেতে পারেন।

শীতকাল আপনাকে অলস করে দিতে পারে। কিন্তু আপনি সক্রিয় থাকার চেষ্টা করুন। হালকা শরীরচর্চা যেমন হাঁটাচলা করুন, সহজ প্রাণায়ম করুন, যা আপনাকে এবং সন্তানকে উষ্ণ থাকতে সাহায্য করবে।

শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে ত্বক সাধারণত শুকিয়ে যায়, ফেটে যায়। এক্ষেত্রে নারকেল তেল এবং অ্যাপ্রিকট তেল ব্যবহার করতে পারেন। বারেবারে ক্রিম, তেল, লোশন লাগান। আপনার পেট প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকও প্রসারিত হবে এবং শুষ্ক ত্বকের প্রসারণ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সেক্ষেত্রে স্ট্রেচ মার্ক পড়ারও সম্ভাবনা বেশি।

সুগার বশে রাখবে কাউন

২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে রাষ্ট্রসংঘ। ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, আরথ্রাইটিস ইত্যাদি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি রোগের সম্ভাবনা কমাতে ও নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতার দরুন মিলেট এখন চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। লিখেছেন কোচবিহারের নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার **ডাঃ বাসবকান্তি দিন্ডা**

মিলেট পুষ্টি ও ভেষজ গুণে ভরপুর। জোয়ার, বাজরা হল মূল মিলেট। রাগি, কাউন (ফক্সটেল মিলেট), কোদো ইত্যাদি গৌণ মিলেট। ভারতে যেসব মিলেট চাষ হয় তার মধ্যে কাউন বা ফক্সটেল মিলেট হল দ্বিতীয়।

কাউনের চালে ৯ গ্রাম জল, ৭৩ মিলিগ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৪ গ্রাম মিনারেল, ৭৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি,৬০ মিলিগ্রাম পটাশিয়ামের পাশাপাশি প্রচুর প্রোটিন ও ডায়াটরি ফাইবার রয়েছে।এছাড়া এতে ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম, জিংক তো রয়েইছে। পাশাপাশি কাউনে চাল ও গমের তুলনায় কার্বোহাইড্রেট কম রয়েছে। এতে গ্লুটেনও থাকে না। তবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে পর্যাপ্ত। পুষ্টিবিদরাএকে সুপারফুড বলে থাকেন।

কাউনের উপকারিতা

কম পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট এবং গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম থাকায় এটি খাদ্যতালিকায় থাকলে যেমন ডায়াবিটিসের সম্ভাবনা কমে, তেমনি যাঁদের ডায়াবিটিস আছে তাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ভাত বা গমের পরিবর্তে কাউন খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে। কাউনে থাকা পটাশিয়াম আমাদের শরীরে লবণের ভারসাম্য বজায় রেখে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যতন্তু থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। প্রোটিন ও খাদ্যতন্তু বেশি থাকায় হজম হতে বেশি সময় লাগে। তাই ঘনঘন খিদে পায় না। ফলে ওজনও কমে। এছাড়া এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং লিভারের ডিটক্সিফিকেশনে সাহায্য করে।

কাউনের চাল থেকে তৈরি খাবার : পায়েস রান্না করা যায়। ঝাল খাবার হিসেবে খিচুড়ি করা যেতে পারে।কাউনের মোয়া কোচবিহারে অনেকেই তৈরি করেন। ভাতের বিকল্প হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। অনেক খাদ্যরসিক কাউনকে পোলাও হিসেবে তৈরি করে খেতে শুরু করেছেন।

পেটের ক্যানসারের জন্য দায়ী মশলাদার খাবার থেকে স্ট্রেস

পেটের মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবে ক্যানসারের কোষ বৃদ্ধি পেলে পেটে ক্যানসারের সমস্যা দেখা দেয়। ভয়ের বিষয় হল, আপনার শরীরে যে পেটের ক্যানসার বা গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার অনেক বছর ধরে বাসা বেঁধেছে বুঝতেই পারবেন না। কারণ, প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের লক্ষণ ধরা পড়ে না। আর যতদিনে রোগটি ধরা পড়ে ততদিনে সে অন্যান্য অঙ্গেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশ্বজুড়ে ক্যানসারে মৃত্যুর সর্বাধিক সাধারণ কারণের মধ্যে গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।

পশ্চিমী অনেক দেশের তুলনায় ভারতে পেটের ক্যানসারের হার তুলনামূলক বেশি। এর পেছনে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন কারণকে দেখিয়েছেন। যেমন, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, প্রচণ্ড স্ট্রেস, পরিবারে কারও এই রোগের ইতিহাস এবং জাংকফুড খাওয়া। বিশেষ করে খাবারদাবারের ক্ষেত্রে মশলাজাতীয় খাবার বা প্রিজার্ভড ফুড খাওয়ার প্রবণতা এবং মদ্যপান খুব বেড়েছে।

ফরিদাবাদের অমৃতা হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাঃ পুনীত ধরের কথায়, পেটের ক্যানসার প্রধানত ৫০ বছর বয়সের পর মানুষজনকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এই রোগ ধরা পড়তে গড় বয়স প্রায় ৬০ বছর হয়ে যায়। তবে ধূমপান ও মদ্যপানের কারণে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের ঝুঁকি একটু বেশি। অন্যদিকে, ভৌগোলিকভাবে দেখতে গেলে সেইসব অঞ্চলে গ্যাস্ট্রিক ক্যানসারের হার বেশি যেখানে মানুষজন মশলাদার, নুন জাতীয় খাবার ও প্রিজার্ভড ফুড বেশি খেতে অভ্যস্ত। এছাড়া হরমোনজনিত পার্থক্য এবং জেনেটিক কিছু কারণ তো রয়েইছে, তবে আরও গবেষণার প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন ডাঃ ধর।

গুরুগ্রামের মারেঙ্গো এশিয়া হসপিটালের সার্জিকাল অঙ্কোলজির সিনিয়ার কনসালট্যান্ট ডাঃ হরিশ ভার্মার বক্তব্য, কোনও একটি কারণে গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার হয় না। জেনেটিক থেকে শুরু করে সামাজিক–সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত কারণের সংমিশ্রণে রোগটি হয়ে থাকে। এছাড়া ধূমপান, মদ্যপান এবং হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি ইনফেকশন এই ক্যানসারের জন্য দায়ী। রোগ ঠেকাতে ফুড হাইজিন, স্যানিটেশনের পাশাপাশি খাবার সংরক্ষণের পদ্ধতিতে বদল আনা উচিত বলে তাঁর মত।

মশালাদার খাবারে ঝুঁকি

আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটির মতে, মশলাদার খাবার এবং পেটের ক্যানসারের বাড়ন্ত ঝুঁকির মধ্যে একটা সংযোগ রয়েছে। লবণাক্ত ও সংরক্ষণ করা মাছমাংস ও সবজি খেলে এবং প্রসেসড, গ্রিল করা কিংবা চারকোল–কুকড মিটস পেটের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, লংকায় থাকা ক্যাপসাইসিন (যা অনেক খাবারকে সুস্বাদু ও ঝাল করে)–এর কারণে পেট জ্বলে এবং অ্যাসিড উৎপাদন বাড়ে। তাই প্রতিদিন মশালাদার খাবার না খাওয়াই ভালো।

ধরন

পেটের ক্যানসারের কয়েকটি ধরনের মধ্যে রয়েছে অ্যাডিনোকার্সিনোমা, লিম্ফোমা এবং গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল স্ট্রমাল টিউমারস। দুর্ভাগ্যবশত, প্রায়ই এমন পর্যায়ে এসে পেটের ক্যানসার ধরা পড়ে, যখন মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে।

লক্ষণ

পেটের ক্যানসারের লক্ষণের মধ্যে রয়েছে অবিরাম পেটে ব্যথা বা অস্বস্তি, অস্বাভাবিক ওজন কমে যাওয়া, খিদে কমে যাওয়া, গিলতে অসুবিধা, বমি বমি ভাব, বমি এবং মল দিয়ে রক্তপাত। প্রাথমিক পর্যায়ে এই লক্ষণগুলি ধরা নাও পড়তে পারে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকরা উচ্চ ঝুঁকির লোকেদের নিয়মিত স্ক্রিনিং করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

প্রতিরোধের উপায়

পেটের ক্যানসার প্রতিরোধে বিশেষজ্ঞরা ব্যালেন্সড ডায়েটের ওপর জোর দিয়েছেন। পাতে অবশ্যই সবজি ও ফল বেশি থাকবে এবং প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করা খাবার কম থাকবে। সেইসঙ্গে ধূমপান না করা, মদ্যপান সীমিত করা এবং নিয়মিত চেকআপে থাকা দরকার, বিশেষ করে যাদের পরিবারে এই ধরনের রোগের ইতিহাস রয়েছে। সর্বোপরি পেটের কোনও সমস্যা পুষে রাখা উচিত নয়।

আন্তর্জাতিক চিতা দিবস

বিশ্বের দ্রুততম প্রাণী চিতা আফ্রিকায় আর প্রায় নেই বললেই চলে। তাই পরিবেশবিদরা সংরক্ষণের কথা বলছেন বারবার। এই সংরক্ষণের বার্তা নিয়ে ৪ ডিসেম্বর পালন করা হয় আন্তর্জাতিক চিতা দিবস।

ভগ্নপ্রায় আবাসন

২২টি হরিজন পরিবারের ঝুঁকির বসবাস

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : শহরকে পরিষ্কার রাখেন তাঁরা। অথচ তাঁদেরই জীবনের কোনও নিরাপত্তা নেই। নড়বড়ে দেওয়াল ও চাঙড় ধসে পড়া জরাজীর্ণ ঘরেই বাস করতে হচ্ছে পুরসভার ২২টি হরিজন পরিবারকে। মাঝেমধ্যে ঘরের চাঙড় ধসে পড়াই জখম হয়েছেন অনেকে। পুরসভার তরফে সহানুভূতি মিলেছে। কিন্তু হরিজনপল্লির ঘরগুলি মেরামত করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, আবাসনগুলি মেরামত করার মতো আর্থিক পরিস্থিতি বর্তমানে পুরসভার নেই। তাই আবাসিকদের অন্যত্র সরে যেতে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সরছেন না।

হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য এই আবাসনগুলি পুরসভা তৈরি করেছিল। তবে বর্তমানে চার থেকে পাঁচজন পুরসভার সাফাইকর্মী আবাসনে থাকেন। অধিকাংশই মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সাফাইয়ের কাজ করেন। ওই এলাকার জায়গাটি 'হরিজনপল্লি' হিসেবেই পরিচিত।

দীপ্তি বাসফোর নামে এক আবাসিক জানান, 'আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে থাকি। বাইরে গিয়ে বাড়ি করার ক্ষমতা নেই। পুরসভা থেকে মাঝেমধ্যে কর্মীরা আসে। ছবি তুলে চলে যায়। সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। আমাদের এখান থেকে তুলে দিতে চায় পুরসভা।' দীপ্তিদেবী আক্ষেপের সুরে বলেন, 'ঘরের বৈদ্যুতিক ওয়ারিংগুলো বেহাল। আমার এক ভাই কয়েক বছর আগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায়। তবু হুঁশ ফেরেনি।'

পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী গণেশবাবু পরিবার নিয়ে আবাসনে থাকেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। গণেশবাবু বিছানায় শুয়ে জানান, 'এমনিতে অসুস্থ। তার ওপর বেহাল ঘরে থাকি। জানি না কোনদিন কী হবে। যখন-তখন ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়ছে। প্রায়দিন আহত হচ্ছে অনেকে।'

জরাজীর্ণ এই আবাসনেই থাকেন ঝুমা রায়। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানান, 'কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। তাই আমরা কোনওরকম মাথা গুঁজে আছি। যে কোনওসময় বড়সড়ো বিপদ হতে পারে।' রায়গঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকারের দাবি, 'আমরাও চাই না, মানুষগুলি বিপজ্জনক ঘরে থাকুন। তবে, এই মুহূর্তে পুরসভার তরফে সব আবাসন সারানো সম্ভব নয়। তাই তাঁদের আবাসন থেকে সরে যাওয়ার জন্য বারবার নোটিশ করা হচ্ছে। কিন্তু তাঁরা সরছেন না।

পুরসভার উপরে অবশ্য একেবারেই ভরসা নেই আবাসনের আবাসিকদের। তাঁরা বলেন, বহুদিন ধরেই আবাসনগুলির খারাপ অবস্থা। প্রায় সব ঘরের ছাদ দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে। প্লাস্টিক চাপিয়ে কোনওরকমে বসবাস করছি। পুরসভা কোনও ব্যবস্থা নেয় না। তাদের আক্ষেপ, আমরাই শহর পরিষ্কার রাখি। সাধারণ মানুষকে নানাভাবে পরিষেবা দিয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের কথা পুরসভা ভাবে না। একদিন হয়তো এই ঘরে চাপা পড়েই মরতে হবে।

চার রাজ্যের পদ্ম ঝড়ের প্রতিক্রিয়া

বিরোধীরা ভেবেছিল, চার রাজ্যের ভোটে এবার মুখ রক্ষা হবে না পদ্ম শিবিরের। শুধু ভাবা নয়, এনিয়ে বিরোধীদের তরফে বিবৃতির গোলাগুলিও বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু বাস্তবে উলটো ছবি। তিন রাজ্যে বিরোধীদের কার্যত বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে গেরুয়া শিবির। তবে এবারও তাদের অধরা দাক্ষিণাত্যের তেলেঙ্গানা। তিন রাজ্যে দলের ভালো ফল নিয়ে উচ্ছ্বাসে ভাসছে বঙ্গ বিজেপি। দিকে দিকে নেতা-কর্মীরা উল্লাসে মেতে উঠেছেন। এদিকে নতুন বছর পড়লেই লোকসভা নির্বাচনের ডঙ্কা বেজে যাওয়ার সম্ভাবনা। এই পরিস্থিতিতে চার রাজ্যের এই ফল বিজেপিকে কতটা অক্সিজেন জোগাল, বিরোধীরাই বা কীভাবে নিজেদের বুস্ট আপ করবে, তা জানতে ময়দানে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সরাসরি নিজেদের কথা জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র এবং নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের রাজ্য সভানেত্রী সুচেতা বিশ্বাস। তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি রূপক সরকার।

বিজেপির উল্লাস। রবিবার বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

তিন রাজ্যে বিজেপি ভালো ফল করলেও আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তারা ফলাফল ভালো ফলাফল করবে, এমনটা ভাবা সম্পূর্ণ ভুল। যে তিনটি রাজ্যে বিজেপি জয়লাভ করেছে, সেখানে তারা কোনও না কোনও সময় ক্ষমতায় ছিল। চারটির মধ্যে একটিতে কংগ্রেস ভালো ফলাফল করেছে। আরও একটি ভালো লড়াই দিয়েছে কংগ্রেস। আগামী লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি আঠারোটির কম আসন পাবে। এসব বলে ওরা দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে। যদিও সেটা কাজে আসবে না।

–বিপ্লব মিত্র, মন্ত্রী, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর

তিন রাজ্যে বিজেপি ভালো ফল করলেও পশ্চিমবঙ্গে এর কোনও প্রভাব পড়বে না। পশ্চিমবঙ্গে যতই লাফালাফি করুক, তাদের কোনও লাভই হবে না। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট অনেক ভালো ফল করবে। একদিকে রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে গিয়েছে। সবাই এখন জেলে। একইভাবে কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতিতে তিতিবিরক্ত সাধারণ মানুষ। যার প্রভাব লোকসভার ভোটে পড়বে।

–সুচেতা বিশ্বাস
রাজ্য সভানেত্রী, নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ

মানুষের উপর আমাদের ভরসা ছিল। নরেন্দ্র মোদি যেভাবে উন্নয়ন করেছেন, তাতে মানুষের রায় যে তাঁর পক্ষেই যাবে, তা নিয়ে আমাদের কোনও দ্বিমত ছিল না। সেটাই হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে তৃতীয়বারের জন্য সরকারে এসেছি। শুধু তাই নয়, ওই রাজ্যে এবার ৪৯ শতাংশ ভোট পেয়ে আমরা ক্ষমতায়। রাজস্থানেও ক্ষমতায় এসেছি। বলা হচ্ছিল, ছত্তিশগড়ে বিজেপির নাকি ক্ষমতায় আসার কথা নয়। সেখানেও বিজেপি জয় পেয়েছে। এমনকি এবার তেলেঙ্গানায় বিজেপি ১৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয়, এবার দক্ষিণের রাজ্যগুলিতেও বিজেপির উত্থান হচ্ছে। ভারতবাসী যেভাবে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন, সেই জায়গা থেকে আগামী লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। মানুষ নরেন্দ্র মোদিকে ভোট দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছেন। এই ফলাফল আগামী লোকসভা নির্বাচনে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে। উৎসাহিত করবে। গত ২৯ তারিখ কলকাতায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সভা করে কর্মীদের এনার্জি বুস্টার দিয়ে গিয়েছেন। তারপর এই জয় আরও একটি এনার্জি বুস্টার হিসাবে কাজ করবে। ডবল এনার্জি বুস্টার নিয়ে এবার বাংলার মার খাওয়া, ঘরছাড়া দলীয় কর্মী-সমর্থকরা তৃণমূলকে উৎখাত করে বিজেপিকে প্রতিষ্ঠা করবে। রাহুল গান্ধির জনসংযোগ যদি কাজে আসত তাহলে প্রতিটি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসত। তাঁর যেখানে যাওয়ার ইচ্ছে যান। গণতান্ত্রিক দেশে তিনি যেখানে ইচ্ছে যেতেই পারেন।

–সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য সভাপতি, বিজেপি

নিয়মিত সাফাই হয় না মোকাতিপুরপাড়ায়

আমার পাড়া — পুরাতন মালদা পুরসভা, ওয়ার্ড ৩

পাটনিপাড়া, লোলাবাগ, ফুলবাড়ি, সুরিপাড়া, ধোবাপাড়া, পিরোজপুরের একাংশ, মোকাতিপুরের একাংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে পুরাতন মালদার ৩ নম্বর ওয়ার্ড। এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জনসংখ্যা ৫ হাজারের বেশি হলেও ভোটার সংখ্যা প্রায় দুই হাজারের বেশি। ওয়ার্ডের অধিকাংশ বাসিন্দা শ্রমজীবী। এলাকায় পথবাতি, নিকাশিনালা নিয়ে সমস্যা না থাকলেও নিয়মিত সাফাই হয় না বলে অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া কিছু এলাকায় পাকা রাস্তার দাবিও উঠেছে। স্টেশন রোডের সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়েছে। পুর পরিষেবা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ নেই, তবে ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট নিয়ে হতাশার সুর শোনা গিয়েছে কাউন্সিলারের মুখেও। ওয়ার্ডের এমন নানান সমস্যার কথা এলাকাবাসীর মুখ থেকে শুনলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর প্রতিনিধি জসিমুদ্দিন আহম্মদ।

আমাদের মোকাতিপুর কলোনি এলাকায় সাফাইকর্মীর সংখ্যা কম। সাফাইকর্মী কম থাকায় নিয়মিত নিকাশিনালা সাফাই হয় না। মশা-মাছির আনাগোনা বেড়েই চলেছে। সাপ-ব্যাঙের উৎপাত বাড়ছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ফলে এলাকায় বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। সঠিকভাবে কীটনাশক স্প্রে করা হয় না। পুরসভার বিষয়টি দেখা উচিত।

–চন্দনকুমার দে, চিকিৎসক

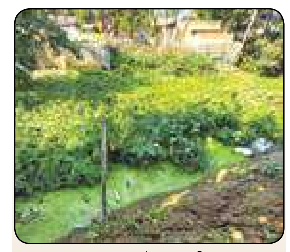

আমাদের ওয়ার্ডে পথবাতি, নিকাশি নিয়ে তেমন সমস্যা নেই। দু'চারটে রাস্তা এখনও কাঁচা রয়েছে, কাউন্সিলার সেগুলি পাকা করার চেষ্টা করছেন। আমরা কোনও সমস্যা হলে ওনার কাছে যাই।

– *স্বপন সরকার*, বাসিন্দা

আমার ওয়ার্ডে নির্মল সাথী ও নির্মল বন্ধুরা প্রতিটি পাড়ার বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করেন। আবর্জনা জমার কোনও সমস্যা নেই। বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা নিয়েও অভিযোগ নেই। আমি নিজে ওয়ার্ড মনিটরিং করি। তিনটি রাস্তা নিয়ে আমি পুরসভায় দরবার করেছি, তার মধ্যে মোকাতিপুর কলোনির সংগ্রামী ক্লাবের পাশের কাঁচা রাস্তা, ধোবাপাড়ার ডাকাতকালী মন্দিরের পাশের রাস্তা এবং স্টেশন রোডের রাস্তা। পুরসভায় এখন ফান্ড নেই। ফান্ড আসলে এই কাজগুলো সবচেয়ে আগে করা হবে।

– *স্বপ্না হালদার*, কাউন্সিলার

আইনজীবী সম্মেলনে রাজ্য ও কেন্দ্রের নিন্দা

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : 'বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ফ্যাসিবাদী। যারা প্রতিনিয়ত পুঁজিবাদী কর্পোরেট দুনিয়ার সঙ্গে সমঝোতা করে রাজ্য ও দেশ চালাচ্ছেন। নাগপুর থেকে ভারতবর্ষের স্বশাসিত সিবিআই, ইডি এমনকি ইলেকশন কমিশন কেউ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন উগ্রবাদী সরকার।' মালদা শহরের টাউনহলে একটি সেমিনার থেকে এমনভাবেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করলেন সর্বভারতীয় ল-ইয়ার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক অরিন্দম ভট্টাচার্য।

সারা ভারত আইনজীবী সমিতির ১৪তম সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে রবিবার 'আক্রান্ত সংবিধান, আক্রান্ত মানবাধিকার, আক্রান্ত মত প্রকাশের অধিকার : এসো গড়ি প্রতিরোধ' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। যদিও শারীরিক অসুস্থতার কারণে সেমিনারে উপস্থিত হতে পারলেন না অল ইন্ডিয়া ল-ইয়ার্স ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। ফলে অনলাইনে আইনজীবীদের সঙ্গে মুখোমুখি হলেন তিনি। এই দিন সেখানেই যোগ দেওয়ার কথা ছিল আইনজীবীদের রাজ্য সম্পাদক অরিন্দম ভট্টাচার্য ও সাংসদ

মালদা

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের। এই সেমিনারে রাজ্য সম্পাদক অরিন্দম ভট্টাচার্য উপস্থিত হলেও বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য উপস্থিত হতে পারেননি।

অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, 'বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রূপ পরিবর্তন করে একটি নিওফ্যাসিজম দিয়ে সরকার চালাতে চাইছেন। ফলে কর্পোরেট দুনিয়ার মাধ্যমে আমরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি। যাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তাঁদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। সরকার সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস পরিবর্তন করতে চাইছেন। যার জন্য এনসিআরটির সিলেবাস পরিবর্তন থেকে শুরু করে আরএসএসের বাড়বাড়ন্ত চোখে পড়ছে। যুক্তিবাদীদের ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। এর জন্য অবশ্যই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।'

মোদি সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারকেও একহাত নেন তিনি। তিনি আরও বলেন, 'মোহন ভাগবতের মতো নেতা বিজয়া সম্মেলনে নিদান দিচ্ছেন, ভারতবর্ষে মুসলিমদের আগে বামপন্থী মতাদর্শের লোকেদের কোণঠাসা করা উচিত। এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে।'

যদিও বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের অনুপস্থিতিতে অনেকটাই হতাশা চোখে পড়ল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে।

নাচে-গানে বিশেষভাবে সক্ষম দিবস পালন

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ৩ ডিসেম্বর : কেউ মূক, কেউ বধির। আবার কেউ বিশেষভাবে সক্ষম। তবে এক লহমায় দেখে উপায় নেই। এই সকল বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীরা নাচ, গান, কবিতা পাঠের মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম দিবস পালন করল রবিবার।

গঙ্গারামপুর শহর সংলগ্ন সুভাষপল্লি এলাকায় সচেতনা আবাসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যাপীঠে বিশ্ব প্রতিবাদী দিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিক তনুময় সরকার, বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ হিরালাল দাস, বিপ্লব দাস প্রমুখ।

এদিন হেলেন কিলারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীরা নাচ, গান, কবিতা পাঠ করেন। বিশেষভাবে সক্ষম এই ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা দেখে কার্যত মুগ্ধ হয়ে যান উপস্থিত আধিকারিক সহ বিশিষ্টরা।

জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিক তনুময় সরকার জানান, ৩ ডিসেম্বর সারা বিশ্বজুড়ে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়। সেই রেশ ধরে আজ সচেতনা আবাসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যাপীঠে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অসম্ভব সুন্দর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

বিদ্যালয় প্রধান অধ্যক্ষ হীরালাল দাস জানান, 'প্রতি বছরের মতো এবছরও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশেষভাবে সক্ষম দিবস পালন করা হল। মূলত, এই বিশেষদিনে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের উজ্জীবিত করতে, অনুপ্রাণিত করতে, এই দিনটি পালন করা হল।'

নির্বাচনি বার্তা দিতে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : ভারতীয় গণতন্ত্রের নির্বাচনি বিষয়কে সকলের সামনে তুলে ধরতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। রবিবার বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ভারতের গণতন্ত্র ও নির্বাচন বিষয়ক পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল জেলা প্রশাসনের এসভিইইপি সেল। যেখানে প্রায় ৪৫ জন ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক বিবেক কুমার, মহকুমা শাসক দেবাশিস চৌধুরী, ওসি (ইলেকশন) তপন সরকার প্রমুখ। কলেজের তরফে ছিলেন অধ্যাপক ডঃ পানু পোদ্দার, ডঃ শ্রেয়সী দত্ত প্রমুখ। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায়, নতুন সম্ভাব্য ভোটারদের তালিকাভুক্তির জন্য প্রশাসন 'নির্বাচন প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য বৃহত্তর অংশগ্রহণ' বিষয়ের উপর একটি পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। যেখানে অধ্যাপক, প্রশাসনিক আধিকারিক ও পড়ুয়াদের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

অ্যাফিডেভিট

আমি জয়া ঘোষ, স্বামী মৃত – গণেশ ঘোষ, গ্রাম – পতিরাম কাছারীপাড়া, পোঃ – পতিরাম, থানা – বালুরঘাট, জেলা – দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার ভোটার কার্ড ও আধার কার্ডে নাম রয়েছে জয়া ঘোষ। কিন্তু ডাংবিরল মৌজার জমির খতিয়ানে আমার নাম রয়েছে মুকুল রাণী ঘোষ, স্বামী গণেশ চন্দ্র ঘোষ। এমতবস্থায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) এর এফিডেভিট বলে (2.11.2023) জয়া ঘোষ ও মুকুল রাণী ঘোষ এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছি। (M-SA)

•

আমার ছেলের জন্ম সার্টিফিকেট যার Reg No – 3313, আমার নাম ও আমার স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 29/11/2023এ J.M 3rd কোর্ট মালদায় এফিডেভিট বলে আমার নাম Sheuli Mudi থেকে Shuly Saha Modi ও স্বামীর নাম Utpal Mudi থেকে Utpal Modi করা হল যা উভয় যথাক্রমে, এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-104921)

প্রতি রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়

নতুন ইনিংস

যাঁরা সম্প্রতি শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছেন,
সেইসব দম্পতি পাঠাতে পারেন তাঁদের বিয়ের ছবি।
সপ্তাহের সেরা ছবি প্রকাশিত হবে নতুন ইনিংস বিভাগে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আপনার জীবনসঙ্গী

ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাবেন ঃ
• দম্পতির পুরো নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বর।
• বিয়ের আমন্ত্রণপত্রের একটি কপি।
• উত্তরবঙ্গ সংবাদে ছবি প্রকাশের সম্মতিপত্র।

ইমেলঃ ubs.weddings@gmail.com

গন্তব্য বোল্লা, ট্রেনে উঠতে হুড়োহুড়ি যাত্রীদের। রবিবার গাজোল স্টেশনে ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

ট্রেনের কামরায় ঠাসাঠাসি ভিড়

বাদুড়ঝোলা হয়ে রওনা বোল্লায়

গৌতম দাস

গাজোল, ৩ ডিসেম্বর : একটু অসাবধান হলেই বিপদ। তবুও মায়ের নাম করেই বোল্লা রক্ষাকালী দর্শন করতে ট্রেনে চাপার চেষ্টা করলেন কয়েকশো ভক্ত। প্রবল ভিড়ে নাজেহাল একাধিক দর্শনার্থী দাবি করেন, কলকাতায় যেমন বিভিন্ন উৎসবের সময় দর্শনার্থীদের জন্য স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হয়, তেমনই বোল্লা কালীপুজো উপলক্ষ্যে কয়েকদিনের জন্য পুজো স্পেশাল ট্রেন দিলে দর্শনার্থীরা কষ্ট কম পেত।

রবিবার ছিল ছুটির দিন।তাই এইদিন গাজোল স্টেশনে প্রায় হাজারখানেক ভক্তদের সমাগম হয়েছিল। সবাই বোল্লা কালীপুজো মেলার উদ্দেশে ট্রেনে করে যাবেন বলে স্টেশনে ভিড় জমিয়েছেন। স্টেশনে দর্শনার্থীদের ভিড় দেখে অনেকে ভাবছেন ট্রেনে উঠতে পারব কিনা। সময়মতো ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই সমস্ত ভক্তরা প্রস্তুত হয়ে গেলেন ট্রেনে ওঠার জন্য। ট্রেনের দাঁড়ানোর সময়সীমা ছিল দুই মিনিট। কিন্তু ভক্তদের ঢল দেখে একটু বেশি সময় ধরেই ট্রেনটি দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আগে থেকেই ট্রেন ছিল ভর্তি। তার মধ্যেই গাজোল থেকে কয়েকশো দর্শনার্থী ট্রেনে ঠাসাঠাসি করে উঠলেন। চলন্ত ট্রেনেই অনেকে ওঠার চেষ্টা করলেন। অনেকে তো আবার উঠতেই পারলেন না।জায়গা না থাকায় কয়েকশো পুণ্যার্থী যেতে পারলেন না ট্রেনে। বাধ্য হয়ে সড়কপথে রওনা দিলেন অনেকেই। কয়েকশো দর্শনার্থী পরের ট্রেনের অপেক্ষায় থাকলেন।

এদিন সকলেই দাবি তুলেছেন, উত্তরবঙ্গের অন্যতম বোল্লা মায়ের পুজো। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মানুষ এই পুজোতে যোগ দিতে আসেন। পুজোয় তিনদিনের জন্য স্পেশাল ট্রেন হলে ভালো হত। শুক্রবার রাত থেকেই ভক্তদের ঢল নামছে ট্রেনে করে যাওয়ার জন্য।

গাজোলের বাসন্তী তলার এক বাসিন্দা ভগীরথ সরকার পেশায় হাইস্কুল শিক্ষক। তিনি জানান, 'পরিবারের সকলকে ট্রেনে ওঠাতে এসেছিলাম। এসে দেখলাম প্রচুর ভক্তদের ভিড়। কোনওরকমে ঠাসাঠাসি করে ট্রেনের বগিতে ওঠাতে পেরেছি তাঁদের। অনেকে তো ট্রেনে উঠতে পারলেন না। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে অনেকে দরজাতেই ঝুলে গেলেন। বোল্লা পুজো উপলক্ষ্যে তিনদিনের জন্য যদি কোনও স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা থাকত তাহলে ভক্তদের এত কষ্ট করতে হত না।

মালদা থেকে ট্রেনে উঠেছেন মালঞ্চপল্লির অসিত স্বর্ণকার। তাঁর কথায়, ' এবছর প্রচুর ভিড়। ট্রেনে ওঠার মতো পরিস্থিতি নেই। ট্রেনে পা ফেলার মতো জায়গা নেই। মালদা থেকেই অনেক পুণ্যার্থী ট্রেনে উঠেছেন। তারপর ওল্ড মালদা, একলাখী ও গাজোলে প্রচুর ভক্তদের সমাগম হয়েছে। আগামী স্টেশনগুলিতে ভক্তরা উঠতে পারবেন কিনা সন্দেহ রয়েছে।'

গাজোলের ঘাকশোলের দুলাল বসাক এসেছিলেন পরিবার নিয়ে। কিন্তু ট্রেনে উঠতে পারেননি। শেষমেশ পরের ট্রেনে যাবেন বলে মনস্থির করেছেন তিনি। দুলালবাবুর বক্তব্য, ' রেল কর্তৃপক্ষ যদি সামনেবার থেকে পুজোকে কেন্দ্র করে নতুন স্পেশাল কোনও ট্রেন দেয়, তাহলে অনেক দর্শনার্থী উপকৃত হবে।'

জন্মদিবসে শহিদ ক্ষুদিরাম স্মরণ

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : যথাযোগ্য মর্যাদায় রবিবার বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্মজয়ন্তী পালিত হল গৌড়বঙ্গে। প্রভাতফেরি সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করা হয়। এদিন হরিশ্চন্দ্রপুরের শিবমন্দিরপাড়ায় শিশু-কিশোররা শহিদ ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় গঙ্গারামপুরের ডিওয়াইএফআই অফিস প্রাঙ্গণেও। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এছাড়াও বিপ্লবী ক্ষুদিরাম মার্কেট ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই দিনটি পালিত হয়। বীর ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পাশাপাশি এদিন দুপুরে দুঃস্থদের শীতবস্ত্র প্রদান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিকে বুনিয়াদপুর পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের ফায়ার ব্রিগেড অফিসের সামনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার জন্য ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তিতে মাল্যদান ও বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন পুর প্রশাসক অখিলচন্দ্র বর্মন। পুরসভার তরফে সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

রায়গঞ্জ পুরসভার উদ্যোগেও ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তিতে মাল্যদান, শ্রদ্ধা নিবেদন ও শ্রদ্ধাপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদায় দিনটি স্মরণ করা হয়। অন্যদিকে, এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআইয়ের তরফেও এদিন নিজেদের কার্যালয়ে ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা জানান সংগঠন নেতৃত্ব। এদিন শহরের দেহশ্রী মোড়ে ক্ষুদিরাম বসুর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন ডিএসও নেতৃত্ব।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত পাচারকারী

মানিকচক, ৩ ডিসেম্বর : মানিকচকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি সহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল মানিকচক থানার পুলিশ। ধৃত দুষ্কৃতীর নাম জিসান শেখ (২৩)। কালিয়াচকের আলিনগর এলাকার বাসিন্দা। শনিবার গভীর রাতে টহলদারি দেওয়ার সময় মানিকচকের পাওয়ার হাউস মোড় এলাকায় এক যুবক পাচারের উদ্দেশ্যে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি সহ উপস্থিত রয়েছে বলে গোপন সূত্রে খবর পায় পুলিশ। খবর পাওয়া মাত্রই সেই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি পাইপগান ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। মানিকচক থানার আইসি পার্থসারথি হালদার বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের মামলা রুজু করা হয়েছে।'

শীতবস্ত্র বিতরণ

গাজোল, ৩ ডিসেম্বর : উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশ বীরভদ্র এলাকার সাধন সংঘ আশ্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠান। বিষাণ নাট্য সংস্থার নাট্য প্রশিক্ষণকেন্দ্রে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেনে আশ্রমের প্রধান অচ্যুতচেতন মহারাজ, অখণ্ড মহারাজ, সাধন সংঘের আশ্রমের সদস্য স্বাগতা গুহ নিয়োগী সহ আরও অনেকে। ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের তরফে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে ১২০ জন রক্ত দেন।

রাস্তা অবরোধ

রতুয়া, ৩ ডিসেম্বর : বেপরোয়াভাবে গাড়ি চলাচলের অভিযোগে সামসী কাণ্ডারণ কলেজ রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল স্থানীয় বাসিন্দারা। দুপুর বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত রাস্তায় ব্রেঞ্চ ফেলে চলে অবরোধ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এটি একটি ব্যস্ততম রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন শতাধিক মাটি বোঝাই লরি চলাচল করে। গাড়ির চালকরা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালায়। এলাকায় সরকারি, বেসরকারি মিলিয়ে ৬-৭ টি স্কুল ও কলেজ রয়েছে। গাড়ি চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ না করলে যে-কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। লরি চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

শ্বশুরবাড়িতে থাকার দাবিতে ধর্না তরুণীর

আজাদ

মানিকচক, ৩ ডিসেম্বর : প্রেমের সম্পর্ক পরিণতি পেয়েছিল বিয়েতে। কিন্তু সেই সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি। ছেলে ও পুত্রবধূকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে শ্বশুরের বিরুদ্ধে। সংসার চালাতে স্বামী শ্রমিকের কাজে ভিনরাজ্যে চলে যান। এরপর শ্বশুরবাড়িতে থাকার দাবি নিয়ে শনিবার ধর্নায় বসে পড়েন এক গৃহবধূ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মানিকচকে।

মানিকচকের নুরপর অঞ্চলের এক যুবকের আগে প্রায় বছর দুয়েক আগে এলাকারই এক যুবতীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বছরখানেক প্রেম চলে। এমনকি উভয়ের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয় দাবি ওই যুবতীর। কিন্তু বিয়ে করতে নারাজ প্রেমিক। তারপর ওই যুবতী প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্না দিতেই পরিবারের লোক বিয়ে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু বিয়ের ১৪ দিন যেতে না যেতেই ছেলে ও বৌমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে শ্বশুরের বিরুদ্ধে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে নববধূকে রেখেই মুম্বইয়ে শ্রমিকের কাজে চলে যান স্বামী। মুম্বইয়ে থাকলেও দুজনের মধ্যে রীতিমতো যোগাযোগ হত। আজ ফোনে নিজের স্ত্রীকে অন্যত্র চলে যেতে বলেন স্বামী। এরপরেই দাবি আদায়ে শনিবার থেকে ফের শ্বশুরবাড়ির সামনে ধর্নায় বসেন।

ওই বধূর বক্তব্য, ' বছরখানেক আগে আমাদের রেজিস্ট্রি বিয়ে করে দিয়েছিল। তারপর আমাকে শ্বশুর জানান, একবছর পর আমাদের বাড়িতে তুলবেন। এই বলে আমাকে মায়েরবাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আমার স্বামী মুম্বইয়ে কাজ করতে গেলেও ওর সঙ্গে প্রতিনিয়ত ফোন মারফত যোগাযোগ হয়। আজ সকালেও কথা হয়েছে। সকাল দশটার দিকে স্বামী আমাকে ফোনে বলে, আমার মা-বাবা তোমাকে মানতে চাইছে না। তুমি যেখানে যাওয়ার যাও আমি রাখতে পারব না। তাই আমি আমার শ্বশুরবাড়ির সামনে ধর্না দিতে বাধ্য হয়েছি।'

তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শ্বশুর। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে ও বৌমা উভয়কে আমি আগেই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। আমি বাড়িতে রাখতে পারব না ওদের। ওরা দু'জন নিজের সংসার করে খেতে পারে। তাতে আমার আপত্তি নেই।'

আটমাইলে ভাগচাষ নিয়ে দুই কৃষকের কাজিয়া

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : জমিতে ভাগচাষের অধিকার নিয়ে রবিবার সকালে দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়াল পুরাতন মালদার ভাবুক অঞ্চলের আট মাইল এলাকায়।

আট মাইল এলাকায় গুরগাঁও মৌজায় একটি চাষের জমির মালিক সত্যেন মণ্ডল। ওই জমিতে দু'জন নিজেদের ভাগচাষি হিসাবে দাবি করেছেন। এনিয়ে রবিবার সকালে দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। উত্তেজনা ছড়ায়।

ওই জমির ভাগচাষি হিসাবে নিজেকে দাবি করা অমল মুর্মু বলেন, 'বাপঠাকুরদার আমল থেকে বর্গাদার হিসাবে ওই জমিতে চাষ করে আসছি। জমির প্রকৃত মালিক ষড়যন্ত্র করে বর্গাদার হিসাবে আমার নাম রেকর্ড থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। এব্যাপারে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে অভিযোগ জানানো হয়েছে। আজ সকালে মণ্ডল টুডু নামে স্থানীয় একজন দলবল নিয়ে জোরপূর্বক ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করে সমস্ত ধান নষ্ট করে দিয়েছে।'

অন্যদিকে মণ্ডল টুডুর দাবি, 'এই জমি আমাদের পূর্বপুরুষদের নামে বর্গা রেকর্ড ছিল। আমাদের নাম রেকর্ড থেকে বাদ দিয়ে জালিয়াতি করে নিজের নামে করে নিয়েছে অমল মুর্মু। তাই আমরা আজ লোকজন নিয়ে নিজেদের জায়গা দখল করতে এসেছি।'

এপ্রসঙ্গে স্থানীয় বিধায়ক গোপাল সাহার বক্তব্য, 'যতটুকু শুনেছি, গুরগাঁও মৌজার ওই জমি বহু বছর ধরে ভাগচাষি হিসাবে চাষাবাদ করছেন অমল মুর্মু। বর্গাদার হিসাবে তাঁদের নামে রেকর্ড ছিল। হঠাৎ করে রেকর্ড থেকে তাঁর নাম উচ্ছেদ করা হয়। বর্গাদার উচ্ছেদের নিয়ম আছে। সেক্ষেত্রে বর্গাদারকে নোটিশ করতে হয়। শুনানিতে ডাকতে হয়। এক্ষেত্রে কিছুই করা হয়নি। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।'

হিন্দুত্ব তাসে হিন্দি বলয়ে

প্রথম পাতার পর

ফলে, মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ের প্রশ্ন যখন আসবে, তখন শিবরাজকে আড়ালে রাখা যাবে না।

ছত্তিশগড়েও রমন সিংকে প্রথমে দূরে সরিয়ে রাখলেও, শেষ প্রহরে তাঁকে প্রচারে নামাতে বাধ্য হয়েছিল বিজেপি। এবং বিজেপির জয়ে রমন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেদিক দিয়ে দেখলে কৃতিত্বটি যে একা মোদির- তা কিন্তু নয়। শিবরাজ এবং রমনের মতো নেতাদেরও অবদান রয়েছে। তবে, ইতিমধ্যেই বিজেপির অন্দরে মোদির নামে জয়ধ্বনি অন্যদের ঢেকে দিয়েছে। শিবরাজও সেই জয়ধ্বনিতে গলা মিলিয়েছেন।

দক্ষিণে অবশ্য মোদির নামে বিজেপি বৈতরণি পার হতে পারেনি। তেলেঙ্গানায় স্বয়ং মোদি বিস্তর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেসব প্রতিশ্রুতিতে তেলেঙ্গানার মানুষের মন গলেনি। উপরন্তু, আড়াল থেকে চন্দ্রশেখর রাওয়ের বিআরএস-কে সমর্থন করাটা বিআরএস এবং বিজেপি কারও পক্ষে লাভজনক হয়নি। এমনকি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি যে বিজেপিরই একটি মুখোশ, এই উপলব্ধি হওয়ায় হায়দরাবাদের সংখ্যালঘু ভোটের একটা বড় অংশ তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে। তেলেঙ্গানায় উগ্র হিন্দুত্বের তাস খেলতেও দ্বিধা করেনি বিজেপি। দেখা গেল, কর্ণাটকের পর তেলেঙ্গানাও বিজেপির সেই উগ্র হিন্দুত্বের রাজনীতি পছন্দ করেনি।

নির্বাচনের ফল কংগ্রেসের পক্ষে নিঃসন্দেহে স্বস্তিদায়ক নয়। এর জন্য কংগ্রেস একমাত্র নিজেকেই দায়ী করতে পারে। মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মতো রাজ্যে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগতে শুরু করেছিল কংগ্রেস। মধ্যপ্রদেশে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের আসনই ছাড়তে রাজি হননি কমল নাথ। এর ওপর রাজস্থানে অশোক গেহলট এবং শচীন পাইলটের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কংগ্রেসের সংগঠনকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল। দুই রাজ্যেই সাংগঠনিক শক্তিতে বিজেপি টেক্কা দিতে পেরেছে কংগ্রেসকে। উগ্র হিন্দুত্ব তাসও এই দুই রাজ্যে বিজেপিকে সফল হতে সাহায্য করেছে। মনে রাখতে হবে, সেখানে আরএসএস যথেষ্ট শক্তিশালী।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বও। কর্ণাটক বিজয়ের পর তাঁরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, গত এক মাসে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকার আগ্রহই তাঁরা দেখাননি। হয়তো ভেবে নিয়েছিলেন, চার রাজ্যের সাফল্যের পর ইন্ডিয়া জোটে তাঁরা নেতৃত্ব দেবেন এবং শরিকরা তাঁদের কথা মানতে বাধ্য থাকবেন। এই ফল থেকে কংগ্রেসের অনেক শিক্ষা নেওয়ার আছে। এই জয়ের পর ইন্ডিয়া জোটে আঞ্চলিক দলগুলি নির্দ্বিধায় কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে নেবে না। ইতিমধ্যেই জেডিইউ এবং তৃণমূল বলতে শুরু করেছে, এই পরাজয় কংগ্রেসের। ইন্ডিয়া জোটের নয়। কংগ্রেস ফল বেরোনোর পরপরই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডেকেছে। বৈঠক আগে ডেকে শরিকদের সঙ্গে সমঝোতা করে নির্বাচনে লড়তে নামলে ফল হয়তো কিছুটা ভালোও হতে পারত কংগ্রেসের।

কেউ কেউ বলছেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে এটি সেমিফাইনাল। মনে রাখতে হবে, রাজনীতি একটি অনিশ্চিত খেলা। যদি নির্বাচনি ইতিহাস ঘাঁটি, তাহলে দেখব অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে বেশ কিছু রাজ্যে বিজেপি বিধানসভা নির্বাচনে জিতলেও, লোকসভা নির্বাচনে সেই রাজ্যগুলিতে বিপর্যয় ঘটেছিল বিজেপির। ঠিক তেমনই, কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার সময় বহু কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছিল। জনতা জনার্দন কখন কোন খেলাটি খেলবে, তা মোদি বা রাহুল কেউই জানেন না।

গ্রাম দত্তক সাংসদ খগেনের

গাজোল, ৩ ডিসেম্বর : আদিবাসী অধ্যুষিত গাজোল-২ পঞ্চায়েতের টিকাভিটা গ্রাম দত্তক নিলেন সাংসদ খগেন মুর্মু। রবিবার দুপুরে ওই গ্রামে গিয়ে দত্তক নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন সাংসদ। পাশাপাশি টিকাভিটা ও রানিপুর গ্রামের ৭০টি পরিবারের হাতে তুলে দিলেন সাড়ে ১০ কেজি ওজনের খাদ্যসামগ্রীর কিট। উন্নয়নের জন্য গ্রামকে দত্তক নিচ্ছেন সাংসদ, এই খবর পৌঁছাতেই খুশির হাওয়া বয়ে যায় গ্রামবাসীদের মধ্যে। এদিন দুপুরে সাংসদ খগেন মুর্মু গ্রামে পৌঁছাতেই আদিবাসী মহিলারা নাচগানের মধ্যে দিয়ে বরণ করে নেন সাংসদকে। খগেন মুর্মু বলেন, 'এখনও দেশের অনেক গ্রাম নানা ধরনের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েছে বিজেপির প্রতিটি সাংসদ নিজের সাংসদ এলাকার দুটি করে গ্রাম দত্তক নেবে এবং সেই গ্রামের উন্নতির জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই এলাকার বিজেপির যুব মোর্চার নেতা নীহার মণ্ডল আমাকে আবেদন জানিয়েছিলেন টিকাভিটা গ্রামটি দত্তক নেওয়ার জন্য। সেই অনুযায়ী এদিন আমি আদিবাসী অধ্যুষিত টিকাভিটা গ্রাম দত্তক নিয়েছি। পাশাপাশি রানিপুর গ্রামকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।'

আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে পাকা রাস্তা

বৈষ্ণবনগর, ৩ ডিসেম্বর : মালদা জেলা পরিষদের আরআইডিএফের টুয়েন্টি নাইন ফান্ড থেকে প্রায় আড়াই কোটি টাকার পাকা রাস্তা পেল বৈষ্ণবনগর। বাখরাবাদ অঞ্চলের সীমান্ত এলাকায় প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ একটি পাকা রাস্তা নির্মাণের জন্য এই টাকা বরাদ্দ করা হয়। বাখরাবাদ অঞ্চলের ভুট্টু মাঝির ঘাট থেকে বৈদ্যনাথপুর হয়ে ঘোষপাড়া পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাটি পাকা করা হবে। রবিবার দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে রাস্তার কাজের শিলান্যাস করা হয়। ফিতে কেটে ও নারিকেল ফাটিয়ে উদ্বোধন করেন বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক চন্দনা সরকার। সঙ্গে ছিলেন ওই এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য পরিতোষ সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ রোজির আলম, হবি শেখ প্রমুখ।

হবি শেখের বক্তব্য, 'এই রাস্তা দিয়ে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা থাকায় বেহাল হয়ে রয়েছে। বৃষ্টি হলে জল জমে যায়। যাতায়াতে ভীষণ অসুবিধা হয়। আমাদের এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি আজ পূরণ হতে যাচ্ছে। প্রায় আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আজ রাস্তার কাজের উদ্বোধন হল। আমরা ভীষণ খুশি।

এই প্রসঙ্গে বিধায়ক চন্দনা সরকারের বক্তব্য, 'এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছিলেন রাস্তাটি পাকা করার জন্য। আমি সহ সভাধিপতি থাকার সময়ই টেন্ডার জমা করা হয়েছিল। প্রায় দুই কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সোমবার থেকে কাজ শুরু হবে। দুই মাসের মধ্যেই রাস্তার কাজ শেষ হবে।'

ডিএম অফিস ঘেরাও, হুঁশিয়ারি সাংসদের

রতুয়া, ৩ ডিসেম্বর : ভাঙন দুর্গতদের ত্রাণ বিলি করতে গিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। তিনি জেলা শাসককে উদ্দেশ্যে করে বলেছেন, ভাঙন দুর্গতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না হলে বিডিও ও ডিএম অফিস ঘেরাও করা হবে। রবিবার বিকেলে রতুয়ার মহানন্দাটোলা ভাঙন এলাকায় দুর্গতদের খাদ্য সামগ্রী বিলি করলেন সাংসদ। এদিন কান্তটোলা গ্রামের ১১৬ টি পরিবারের হাতে ত্রিপল, চাল, ডাল, তেল, লবণ ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়। সাংসদ বলেন, 'গঙ্গা ভাঙন রোধ ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, কিন্তু রাজ্য সরকার নিজের দায়িত্বপালন করছেন না। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে, কিন্তু তারা সাহায্য চাইছে না। তৃণমূল লুটেরা সরকার, তৃণমূল সরকার মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য এসেছে। এদের অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় দিতে হবে।'

পাশাপাশি খগেম মুর্মুর দাবি, 'জেলা শাসক ডিসেম্বর মাসের মধ্যে দিশা কমিটির মিটিং যদি না ডাকে এবং বিডিও যদি দুর্গতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেন, আগামীদিনে এই বিডিও এবং ডিএম অফিস ঘেরাও করব।'

বিএসএফের গুলিতে

প্রথম পাতার পর

থেকে আনুমানিক তিন কিলোমিটার দূরে হবিবপুরের হরিশ্চন্দ্রপুরে পাচারকারীদের রুখে দেয় বিএসএফ। জওয়ানদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ভারত ভূখণ্ডে তারা ঢোকার চেষ্টা করলে বিএসএফ গুলি চালায়। মৃত্যু হয় বাংলাদেশের দুই পাচারকারীর। রবিবার ভোরের ঘটনা প্রমাণ করল সীমান্তে বিএসএফের কড়া নজরদারি রয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিক, এখনও অধরা অভিযুক্ত

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ ডিসেম্বর : শনিবার বিকেলে হরিশ্চন্দ্রপুরের রামশিমুল গ্রামে স্থানীয় শিক্ষানবিশ চালক, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক মুহুরির বেপরোয়া গাড়ির চাকার তলায় পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৪৮ বছরের পরিযায়ী শ্রমিক সামিউল হক। গুরুতর আহত হন তাঁর স্ত্রী আনজুরা ও তিন মাসের শিশুকন্যা। ওই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। অখনও অধরা অভিযুক্ত মুন্না আলি। যদিও তাঁর নতুন গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

ঘটনার প্রেক্ষিতে রবিবারও থমথমে রামশিমুল গ্রাম। গতকালের ঘটনা নিয়ে কেউ মুখ খুলতে নারাজ। জানা গেল, সম্প্রতি মুন্না নতুন গাড়ি কিনেছিলেন। ওই চালাতে গিয়েই গতকাল এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, মুন্নার খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চলছে। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম সামিউলের স্ত্রী ও বাচ্চাকে গতকাল হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। স্ত্রীর কোমর ভেঙে যাওয়ায় এদিন তাঁকে চিকিৎসার জন্য পূর্ণিয়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আচমকা পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে দিশেহারা সামিউলের পরিবার। স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ সহ তাঁর মেয়েকে এখন কে দেখবে, সেটাই প্রশ্ন সবার।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, কিছুদিন আগে চাঁচলের শীতলপুরে এমনই ঘটনা ঘটেছিল। এবার রামশিমুল গ্রামে ঘটল। বারবার এভাবে শিক্ষানবিশ ড্রাইভারদের হাতে প্রাণ যাচ্ছে মানুষের। অথচ নির্বিকার প্রশাসন। কবে ঘুম ভাঙবে প্রশাসনের?

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেওদূত গজমের জানান, 'আমরা ঘাতক গাড়িটি আটক করেছি। অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

ডোবা থেকে উদ্ধার ১০ বস্তা কাফ সিরাপ

গঙ্গারামপুর, ৩ ডিসেম্বর : মজে যাওয়া ডোবা থেকে ১০টি বস্তায় প্রায় দেড় হাজার বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করল পুলিশ। রবিবার ভর সন্ধ্যায় গঙ্গারামপুরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব হালদারপাড়ায় ওই ডোবা থেকে অনুমানিক ৬ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার হওয়ায় গঙ্গারামপুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বারবার মাদক পাচার যোগে গঙ্গারামপুরের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ডোবায় নেমে বস্তাগুলি তুলে থানায় নিয়ে যায়। গত মাসের ২৪ তারিখে মালদা এসটিএফ অভিযান চালিয়ে গঙ্গারামপুর থানার নীলডাঙ্গার একটি পেট্রোল পাম্পে থাকা লরি থেকে বিপুল সংখ্যক নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধারের পাশাপাশি চারজনকে গ্রেপ্তার করে। ওইদিন রাতেই সীমান্তবর্তী অশোক গ্রামের কাশেম মোড় এলাকা থেকে ১৬২ বোতল কাফ সিরাপ সহ এমদাদুল মিয়াঁ (২৮) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এদিন সন্ধ্যায় ফের শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব হালদারপাড়ায় একটি মজে যাওয়া একটি ডোবা থেকে প্রায় দেড় হাজার বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ওই ডোবায় তল্লাশির সময় বড় বড় বস্তা দেখতে পায়। পুলিশকর্মীরা ডোবায় নেমে পরপর ১০টি বস্তা তোলে। বস্তার ভেতর কাগজের পেটি খুলতেই বেরোয় নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ।

গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চলছে। এদিন একটি ডোবা থেকে প্রায় দেড় হাজার বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। কারা এগুলি ফেলে গিয়েছিল তাদের খোঁজ চলছে।

স্পেশাল ট্রেন নিয়ে রেলের নয়া সিদ্ধান্ত

মালিগাঁও, ৩ ডিসেম্বর : যাত্রীদের ভিড় সামলাতে কয়েকটি স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এছাড়া একটি ট্রিপের জন্য কামাখ্যা ও দিল্লির মধ্যে দু'দিক থেকে একটি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

এরমধ্যে সাঁতরাগাছি-গুয়াহাটি স্পেশাল ১ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলাচল করবে। আবার গুয়াহাটি-সাঁতরাগাছি স্পেশালের পরিষেবা ২ থেকে ৩০ ডিসেম্বর অবধি অব্যাহত থাকবে।

শিয়ালদা-নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল ২ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলাচল করবে। একইভাবে নিউ জলপাইগুড়ি-শিয়ালদা স্পেশালের পরিষেবা ৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

সেকেন্দ্রাবাদ-ডিব্রুগড় স্পেশালের পরিষেবা ৪ ডিসেম্বর থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আবার ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদ রুটে পরিষেবা ৭ ডিসেম্বর থেকে ১ ফেব্রুয়ারি অবধি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

কামাখ্যা-নিউ দিল্লি স্পেশাল একটি ট্রিপের জন্য ৪ ডিসেম্বর চলবে। ফেরত যাত্রার ট্রিপে ৬ ডিসেম্বর নিউ দিল্লি থেকে রওনা দেবে।

অন্যদিকে, কামাখ্যা-দিল্লি জং স্পেশাল ট্রেনটি একটি ট্রিপের জন্য ৯ ডিসেম্বর চলবে। আবার দিল্লি জং-কামাখ্যা স্পেশাল একটি ট্রিপে ১১ ডিসেম্বর রওনা দেবে।

তবে, ২ ও ৩ ডিসেম্বর ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস, ৩ ও ৪ ডিসেম্বর গুয়াহাটি-এসএমভিটি ব্যাঙ্গালুরু এক্সপ্রেস এবং ৮ ডিসেম্বর শিলঘাট টাউন-তাম্বারাম এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী অংশে মিচাউং সাইক্লোনের সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবের জন্য বাতিল করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলোর স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

শিক্করের মাদক কারবারি ৭২ ঘণ্টা পরেও অধরা

ডালখোলা, ৩ ডিসেম্বর : ১৮ হাজার বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার করে বড়সড়ো সাফল্য পেয়েছে ডালখোলা থানার পুলিশ। কিন্তু ঘটনার তিনদিন পরেও অধরা গোডাউন মালিক তথা আলু ব্যবসায়ী মঞ্জুর আলম।

সবজি মান্ডিতে মঞ্জুরের একটি আলুর গোডাউন রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কানকি সবজি মান্ডির এক সবজি ব্যবসায়ীর দাবি, টমেটো, লংকার কার্টুনের মধ্যে দিয়ে মাদক আমদানি ও রপ্তানি চালিয়ে আসছে একশ্রেণির ব্যবসায়ী। পূর্ণিয়া-শিলিগুড়ি রুটের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের শিক্করে আলুর কোল্ড স্টোরেজের পাশে এক আলু ব্যবসায়ীর গোডাউন থেকে ৩০ নভেম্বর ১৮ হাজার বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার করেছিল ডালখোলা থানার পুলিশ। তবে গোডাউনের মালিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ঘটনার তদন্তকারী ইনস্পেকটর জানান, তদন্তের স্বার্থে মুখ খোলা যাবে না। যা বলবেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলবেন।

অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

গঙ্গারামপুর, ৩ ডিসেম্বর : দপ্তরের আধিকারিকদের না জানিয়ে একজনের নামে থাকা মিটার অন্যজনের বাড়িতে লাগিয়ে দেওয়ায় এক অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করলেন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুরের কাদিহাট এলাকায়। কাদিহাটের সঞ্জীব সূত্রধর নতুন মিটার নেওয়ার জন্য আবেদন করেন। নতুন মিটার পাওয়ার পরই বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা তাঁর বাড়িতে তদন্তে যান। গিয়ে জানতে পারেন বিষয়টিষ।

গেরুয়া শুধু

প্রথম পাতার পর

পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক্স হ্যান্ডেলে বলতে অসুবিধা হয়নি যে, 'ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের ফল বুঝিয়ে দিয়েছে বিজেপি যে সুশাসন ও উন্নয়নের জন্য পরিচিত, দেশের মানুষ তার সঙ্গেই থাকতে চান। আশ্বাস দিচ্ছি, তাঁদের হিতে আমরা নিরলস কাজ করব।' এই সুযোগে জাতিগত গণনার দাবিকে বিঁধেছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, 'চেষ্টা হয়েছিল দেশকে জাত দিয়ে ভাগ করার। কিন্তু সবকা সাথ, সবকা বিকাশের ধারণার জয় হল।' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও রাহুল গান্ধি মেনে নিয়েছেন দলের হতাশাজনক পারফরমেন্স। যদিও খাড়গের বক্তব্য, 'তিন রাজ্যে আমাদের হতাশাজনক পারফরমেন্স নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে এই তিন রাজ্যে নিজেদের পুনর্গঠন চালিয়ে যাব।' জনতার রায়কে 'বিনম্রতার' সঙ্গে মেনে নেওয়ার কথা বলেও রাহুলের কথায়, 'আমাদের চিন্তাধারার লড়াই জারি থাকবে।' এই বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আবার 'ইন্ডিয়া' জোটকে সক্রিয় করতে উদ্যোগী হল কংগ্রেস। দলের সভাপতি শরিকদলগুলিকে ফোন করে ৬ ডিসেম্বর মিটিং ডেকেছেন। অন্যদিকে তিন রাজ্য জিতে দেশে আরও পাল্লা ভারী হল এনডিএ'র। মোট ১৬টি রাজ্য ও ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এখন পদ্ম শিবিরের হাতে। কংগ্রেসের হাতে থাকল এককভাবে হিমাচলপ্রদেশ, কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানা। জোটের শরিক হিসেবে তিনটি রাজ্যের সরকারে টিমটিম করে জ্বলছে কংগ্রেস।

সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশের ২৩০টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১৬৮টি। কংগ্রেস জিতেছে ৬১টিতে। গত বিধানসভা ভোটে বিজেপি ও কংগ্রেসের ঝুলিতে ছিল যথাক্রমে ১০৯ এবং ১১৪টি আসন। অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষার পূর্বাভাস মিলিয়ে দিয়েছেন শিবরাজ। ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মাঝের ১৫ মাস বাদ দিলে ২০০৩ থেকে মধ্যপ্রদেশের মসনদে একটানা ক্ষমতায় বিজেপি। ২০০৫ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ।

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, দুর্নীতির ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগের পাশাপাশি বিজেপির অন্দরের 'পাওয়ার পলিটিক্স'-এর প্রতিকূলতাকে হারিয়ে তিনি মধ্যপ্রদেশে এখনও অপ্রতিরোধ্য। বিজেপি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া রুখে দিতে সমর্থ হলেও ছত্তিশগড়ে সেই সাফল্য জোটেনি কংগ্রেসের। ভূপেশ বাঘেলের সরকারকে সরিয়ে দিয়েছে বিজেপি। রাজ্যের ৯০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ৩৪টি, বিজেপি ৫৬। গত বিধানসভায় ওই দুই দলের দখলে ছিল যথাক্রমে ৬৮টি এবং ১৫টি আসন। রাজস্থানেও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়ার মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। মরুরাজ্যের বাসিন্দারা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকার বদলের প্রথা বজায় রেখেছেন। রাজস্থানের ১৯৯টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১১৫টি আসন, কংগ্রেস ৬৯টি। গতবার বিজেপি পেয়েছিল ৭৩টি, কংগ্রেস জিতেছিল ১০০টিতে।

তেলেঙ্গানায় বিআরএসের দুর্গ এবার ভেঙে গিয়েছে। কংগ্রেস রাজ্যের ১১৯টি আসনের মধ্যে জিতেছে ৬৩টিতে। গতবার পেয়েছিল মাত্র ১৯টি। তাদের শরিক সিপিআই ১টি আসনে জিতেছে। বিআরএস জিতেছে ৪০টিতে। গতবার পেয়েছিল ৮৮টি আসন। গতবারের ১টি থেকে বেড়ে এবার বিজেপি জিতেছে ৮টি আসনে। সেদিক থেকে দেখলে তেলেঙ্গানা একেবারে খালি হাতে ফেরায়নি বিজেপিকে। আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এআইমিম এবারও ৭টি আসন পেয়েছে।

প্রথম ছয়ের আশায় কোয়াদ্রাত

লক্ষ্য জয়ের ধারাবাহিকতা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নয়–ছয়ের লড়াই দেখবেন দর্শকরা। তবে নয়ের সঙ্গে ছয়ের এই লড়াই উপভোগ্য কতটা হবে, তা নিয়ে সংশয় আছে এমনকি দুই দলের সমর্থকদেরই।

গত কয়েকবারের তুলনায় এবার এখনও পর্যন্ত অনেক বেশি গোছানো ফুটবল খেলছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। আপাতত লিগ টেবিলের ৬ নম্বরে জুয়ান পেদ্রো বেনালির দল। সেখানে শুরুটা ভালো করেও ইস্টবেঙ্গল যথা পূর্বং। সেই ৯ নম্বরে দাঁড়িয়ে। তবে সোমবারের ম্যাচ জিততে পারলে সাত বা আটে উঠে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত অবশ্য এখনও আশাবাদী প্রথম ছয়ে উঠে আসার ব্যাপারে। তাঁর বক্তব্য, 'নর্থইস্ট ম্যাচের ফলাফলই যদি আমাদের পক্ষে যায়, তাহলেই দেখবেন আমার দলের ভোল পালটে যাবে। এখনও অনেক ম্যাচ বাকি। একটা–দুইটি খেলার ফল আমাদের পক্ষে গেলেই ফুটবলাররা ভালো খেলতে শুরু করবে। এই সপ্তাহেই ঘরের মাঠে দুইটি ম্যাচ খেলব আমরা। সেক্ষেত্রে প্রথম ছয়ে থাকা সমস্যা হবে না বলে আমার মনে হয়।' কলকাতার অন্য দল মোহনবাগান যখন আইএসএলে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে রেকর্ড গড়ে ফেলেছে তখন ইস্টবেঙ্গলের টানা তিন ম্যাচে হার তাদের বেকায়দায় ফেলেছে। যদিও এরপরেও কোয়াদ্রাত মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে চিমটি কাটলেন কলকাতা লিগের ডার্বি ম্যাচ না খেলার জন্য, 'এসব জিনিস ইউরোপে হয় না। কারণ আমরা ফুটবলের উন্নতি চাই। অথচ এখানে খুব অদ্ভুত গর্ববোধ নিয়ে লোকজন চলে। আমাদের কাছে একবার হেরেছে বলে আর একবার হারের ঝুঁকি নিতে চাইল না মোহনবাগান।' বলেই সটান হাঁটা দেন সাজঘরের দিকে।

নাওরেম মহেশ সিংকে কোলে তুলে রসিকতা জাভিয়ের সিভেরিও ও হিজাজি মাহেরের। রবিবার। ছবি : ডি মণ্ডল

ইস্টবেঙ্গলের সমস্যা নিশ্চিতভাবেই তাদের স্ট্রাইকিং লাইন। বিশেষ করে জাভিয়ের সিভেরিও এখনও পর্যন্ত তাঁর গোলের বুট সম্ভবত খুঁজেই পাননি। একা ক্লেইটন সিলভা টানতে পারছেন না এই বয়সে এসে। ভরসা বলতে নাওরেম মহেশ সিং। ডুরান্ড কাপের প্রথম ডার্বিতে গোল করার পর থেকে অফ ফর্মে নন্দকুমার শেখরও। সবমিলিয়ে গোল করার লোকের অভাবের সঙ্গে যোগ হয়েছে জর্ডন এলসে চলে যাওয়ার পর ম্যাচের শেষদিকে গোল খাওয়ার অভ্যাস। লুকাস পারদো একেবারেই দাগ কাটতে পারছেন না। তুলনায় ভালো পরে আসা হিজাজি মাহের। এই অভ্যাসটা যে বদলাতে হবে সেই কথা মেনে নিয়ে কোয়াদ্রাতের মন্তব্য, 'হ্যাঁ, এটা একটা সমস্যা বটে! ডিফেন্সকে আরও সংগঠিত হতে হবে। অনেক ভুলত্রুটি শোধরাতে হবে দলের খেলায় উন্নতি করতে হলে।' হায়দরাবাদ এফসি–র বিরুদ্ধে জয়ের পর আইএসএলে কোনও জয় নেই ইস্টবেঙ্গলের। নিশ্চিতভাবেই এটা নিয়ে ভাবছেন কোয়াদ্রাত।

প্রতিপক্ষ নর্থইস্টের কাছে এটা অবশ্য বদলার ম্যাচ। ডুরান্ডের সেমিফাইনালে তাঁদের জোর করে হারানো হয়েছে, সরাসরি না বললেও এমন ইঙ্গিতই করে গিয়েছিলেন বেনালি। স্বাভাবিকভাবেই নিজের মন্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই ম্যাচটাই বেছে নিতে চাইবেন হাইল্যান্ডারদের স্প্যানিশ কোচ। গত মরশুমে ২০ ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটা ম্যাচ জেতা নর্থইস্ট এবার প্রথম ছয়ে জায়গা করে নিতে পেরেছে আপাতত। নিজেদের শেষ ২০টা অ্যাওয়ে ম্যাচ না জেতার লজ্জার রেকর্ডেরও বদল চাইবেন নর্থইস্টের কোচ–ফুটবলাররা।

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল বনাম নর্থইস্ট ইউনাইটেড
স্থান ঃ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সময় ঃ রাত ৮টা
সম্প্রচার ঃ স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

স্যান্ডপেপার গেট স্মৃতি উসকে প্রশ্ন জনসনের

ওয়ার্নারের জন্য কেন বিদায়ি টেস্ট

মেলবোর্ন, ৩ ডিসেম্বর : ঘরের মাঠে সাদা পোশাকের ক্রিকেট থেকে অবসরের ইঙ্গিত চলতি বছরের অ্যাসেজের পরই দিয়েছিলেন তিনি। ডেভিড ওয়ার্নারের সেই ইচ্ছা সম্ভবত দিনের আলো দেখতে চলেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পারথে প্রথম টেস্টের জন্য ওয়ার্নারকে রেখেই ১৪ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বিশাল কোনও অঘটন না ঘটলে মেলবোর্ন ও সিডনি টেস্ট খেলেই ক্রিকেটের কুলীনতম ফর্ম্যাটকে গুডবাই জানাতে পারবেন ওয়ার্নার।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ওয়ার্নারের জন্য বিদায়মঞ্চ সাজিয়ে দেওয়ায় অবশ্য বেজায় চটলেন প্রাক্তন অজি পেসার মিচেল জনসন। ২০১৮ সালে কুখ্যাত 'স্যান্ডপেপার গেট' কাণ্ডের অন্যতম ছিলেন ওয়ার্নার। পাঁচ বছর আগের সেই ঘটনা এদিন টেনে এনেছেন জনসন। তাঁর মতে, একজন প্রতারক বিদায়ি টেস্ট সিরিজ পাওয়ার যোগ্যই না।

জনসন বলেছেন, 'কেন ওয়ার্নারের বিদায়ি টেস্ট খেলার ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমরা এখন ওয়ার্নারের বিদায়ি টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু কেন? ফর্মের সঙ্গে লড়াই করা একজন ওপেনার কী করে নিজের অবসরের তারিখ ঠিক করার সুযোগ পায়? অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িত থাকা একজনকে কেনই বা আমরা নায়কোচিত বিদায় দিচ্ছি?'

টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে সন্তানের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন ডেভিড ওয়ার্নার।

ওয়ার্নারের প্রাক্তন সতীর্থ যেন থামতেই চাইছিলেন না। জনসন আরও বলেছেন, 'স্যান্ডপেপার গেট কাণ্ডের জন্য ওয়ার্নার কোনওদিন ক্ষমা চায়নি। যদিও ওয়ার্নার একা স্যান্ডপেপার কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কিন্তু তখন ও দলের অন্যতম সিনিয়ার ছিল। এমন একজন, যে নেতা হিসেব নিজের ক্ষমতা দেখাতে পছন্দ করত। এখন ওয়ার্নার এমনভাবে অবসর নিচ্ছে, যেটা আমাদের দেশের প্রতি একইরকম ঔদ্ধত্য ও অসম্মান প্রদর্শন। ওয়ার্নারের জন্য বিদায়ি সিরিজে দর্শকরা কী নিয়ে আসবে? স্যান্ডপেপার?'

জুলাইয়ে অ্যাসেজের শেষ ম্যাচের প্রথম একাদশের ১০ জনই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম টেস্টে জায়গা পেয়েছেন। কাফ মাসলের চোট সারিয়ে টড মার্ফির বদলে ফিরেছেন তারকা অফস্পিনার নাথান লায়োন। দ্বিতীয় বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন ক্যামেরন গ্রিন। পেস বিভাগে অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের সঙ্গে তাঁর দুই 'পার্টনার ইন ক্রাইম' মিচেল স্টার্ক ও জোশ হ্যাজেলউডের পাশাপাশি স্কট বোল্যান্ড জায়গা ধরে রেখেছেন। উঠতি পেসার ল্যান্স মরিসকেও সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াড ঃ প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), ডেভিড ওয়ার্নার, উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, স্টিভেন স্মিথ, ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি, নাথান লায়োন, মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড, স্কট বোল্যান্ড ও ল্যান্স মরিস।

সলমনের নাম প্রত্যাহার পাক বোর্ডের

লাহোর, ৩ ডিসেম্বর : শুক্রবার পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজের পরামর্শদাতা হিসেবে প্রাক্তন ওপেনার সলমন বাটকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু একদিন পরেই তাঁর নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক ওয়াহাব সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন। স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত বাটকে কামরান আকমল ও রাও ইফতিকার আলমের সঙ্গে রিয়াজের পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এরা আগামী নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য দল নির্বাচনে রিয়াজকে পরামর্শ দেবেন বলে জানা গিয়েছিল। কিন্তু এই উপদেষ্টা কমিটিতে বাটের নাম দেখে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে পিসিবি। তাই সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বাটের নাম প্রত্যাহার করা হচ্ছে বলে জানান রিয়াজ। তিনি আরও জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই বাটের বিকল্প ঘোষণা করা হবে। আসাদ শফিককে ওই পদে আনা হতে পারে। তবে বাটের নাম প্রত্যাহারের পিছনে মহম্মদ হাফিজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি পাকিস্তান বোর্ডের কর্তাদের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার দাবিও জানিয়েছিলেন। শুধু হাফিজ নয়, মিডিয়া ও প্রাক্তন ক্রিকেটারদের চাপে বোর্ড বাধ্য বাটের নাম প্রত্যাহার করতে।

জয়ে ফিরল চেলসি

হার লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

লন্ডন, ৩ ডিসেম্বর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে মুখ থুবড়ে পড়ল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ৫৫ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে ঘরের মাঠে ৩ পয়েন্ট তুলে নেয় নিউক্যাসল। যদিও প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারতেন এডি হাউয়ের ছেলেরা। অন্যদিকে মরশুমের শুরুটা ভালো করেও হঠাৎ করেই যেন কিছুটা ছন্দহীন হয়ে পড়েছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। এদিন দলের অন্যতম ভরসা মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের সাদামাঠা পারফরমেন্স দেখে হতাশ ম্যাঞ্চেস্টারের সমর্থকরা। যদিও কোচ এরিক টেন হ্যাগ জানিয়েছেন, তিনি র‍্যাশফোর্ডের সঙ্গে তাঁর পারফরমেন্স নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'এই সপ্তাহ আমাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন ছিল। নিউক্যাসলকে বাহবা দিতে হয়। তারা আমাদের থেকে ভালো খেলেছে।'

প্রিমিয়ার লিগে ২ ম্যাচ পর জয়ের মুখ দেখল চেলসি। ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নকে ৩–২ গোলে তারা হারিয়ে দিল। কোনর গ্যালাঘার বিরতির আগেই লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যান। এনজো ফার্নান্ডেজ জোড়া গোল করেন। চেলসির অন্য গোলটি লেভি কলউইলের। ব্রাইটনের দুই গোলস্কোরার ফাকুন্দো বোয়ানানোতে ও জোয়াও পেড্রো। জয় পেয়েছে লিভারপুলও। ঘরের মাঠে ফুলহ্যামকে ৪–৩ গোলে তারা হারিয়েছে। লিভারপুলের অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, ওয়াতারু এনডো ও ট্রেন্ট আলেকজান্ডার–আর্নল্ড গোল করেন। অন্য গোলটি আত্মঘাতী।

চাপ নিয়েও ফুটবলাররা জয় এনে দেওয়ায় খুশি ফেরান্দো

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : এএফসি কাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পর তাঁর দল যে মানসিক চাপে ছিল, এই কথা ম্যাচের পর স্বীকার করে নিলেন হুয়ান ফেরান্দো। হায়দরাবাদ এফসি–র বিরুদ্ধে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারায় যেন এক স্বস্তির হাওয়া সবুজ–মেরুন শিবিরে। দলের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে চলা চোট–আঘাতের সমস্যা, সদ্য এএফসি কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার ফলে ফুটবলাররা যে মানসিকভাবে খুব ভালো জায়গায় ছিলেন না, সেই কথা ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে স্বীকার করে নেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের স্প্যানিশ কোচ। এরকম এক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে তিন পয়েন্ট পাওয়ায় তিনি যে খুশি, সেটা আর গোপন করেননি ফেরান্দো, 'আজ আমাদের কাছে ম্যাচটা অসম্ভব কঠিন ছিল। হায়দরাবাদ গত কয়েকটা ম্যাচে বেশ উন্নতি করেছে। এটা ওদের হোম ম্যাচ ছিল। প্রথমার্ধে জায়গা তৈরি করাই যাচ্ছিল না। কিন্তু বিরতির পর আমরা সেটা পেরেছি এবং জিতেছি। তাই আমি খুব খুশি।' রক্ষণের দুই প্রহরী ব্রেন্ডান হামিল ও আশিস রাইয়ের জোড়া গোলে জয়। টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে রেকর্ড। বেঙ্গালুরু এফসি–র করা পাঁচ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট পাওয়ার নজিরকে টপকে মোহনবাগান এখন ১৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। টানা পাঁচ ম্যাচে জয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রথম পাঁচ ম্যাচ জেতা খুব সোজা ব্যাপার নয়। ফুটবলাররা ভালো খেলেছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমি খুশি যে ছেলেদের মধ্যে জয়ের খিদেটা আছে। ওরা সবসময় নাছোড় মনোভাব নিয়ে মাঠে নামছে। এইভাবেই এগোতে হবে। আশা করি সেটা পারব আমরা।'

ফুটবলাররা যে এএফসি কাপের ব্যর্থতা থেকে ফোকাস সরাতে পেরেছেন, এতেও খুশি ফেরান্দো, 'আমার কাছে ফুটবলারদের প্রতিক্রিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। গত সোমবার একটা হতাশাজনক হারের পর শনিবার আমাদের পক্ষে পরিস্থিতিটা কঠিন ছিল। প্রথমার্ধে আমরা ভালো খেলতে না পারলেও কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে যথেষ্ট ভালো খেলেছে আমার দল। ফোকাস ধরে রাখার ফল ছেলেরা পেল।' দল জয় পেলেও স্ট্রাইকিং লাইনকে নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। জেসন কামিংসকে নিয়ে বাড়তি কোনও ভাবনাই ভাবতে হয়নি হায়দরাবাদকে। সমর্থকরা রীতিমতো হতাশ। ৬৪ মিনিট মাঠে থেকে একবারও বলার মতো কোনও আক্রমণে শামিল ছিলেন না অজি বিশ্বকাপার। ফেরান্দো অবশ্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, 'জেসন তো ভালোই খেলেছে। গত ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট এবং হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৬৪ মিনিট খেলেছে। ক্লান্তি থাকা স্বাভাবিক। তবু যথেষ্ট ভালোই খেলেছে। কে গোল করছে সেটা বড় কথা নয়। কখনও কিয়ান নাসিরি, কোনও সময়ে সাহাল আব্দুল সামাদ, আবার কখনও ব্রেন্ডান গোল করবে। কিন্তু ভালো–খারাপ, সবকিছুতেই দলের সবার অবদান থাকে।'

৮৫ মিনিট অপেক্ষার পর ব্রেন্ডান হামিলের গোলে স্বস্তি ফেরে সবুজ–মেরুন শিবিরে। তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাস দীপক টাংরি–সুহেল আহমেদ ভাটদের। ভুবনেশ্বরে হায়দরাবাদ এফসি–র ম্যাচে।

> **জেসন তো ভালোই খেলেছে। গত ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট এবং হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ৬৪ মিনিট খেলেছে। ক্লান্তি থাকা স্বাভাবিক। কে গোল করছে সেটা বড় কথা নয়। কখনও কিয়ান নাসিরি, কোনও সময়ে সাহাল, আবার কখনও ব্রেন্ডান গোল করবে। কিন্তু ভালো–খারাপ, সবকিছুতেই দলের সবার অবদান থাকে।**
>
> **–হুয়ান ফেরান্দো**

টানা জয়ের মধ্যেও ফুটবলারদের চোট–আঘাতের কালো ছায়া নিয়ে আশঙ্কা থাকছেই। কবে চোট পাওয়া ফুটবলাররা ফিরতে পারেন, জানতে চাইলে ফেরান্দোর মন্তব্য, 'পেশির চোটে কিছু বলা যায় না। দিমিত্রিস পেত্রাতোস আর মনবীর সিংয়ের ব্যাপারটা আমাদের মেডিকেল স্টাফরা দেখছেন। মনবীর জাতীয় শিবির থেকে চোট নিয়ে ফিরেছে। খুব গুরুতর ওর চোট না হলেও তাড়াহুড়ো না করাই ভালো। আর দিমিরও অনেকদিন হল চোটটা। তবে আনোয়ার আলি আর আশিক কুরুনিয়ানের পক্ষে দ্রুত মাঠে ফেরা কঠিন।' আশিকের মতোই আনোয়ারও গোটা মরশুমের জন্য ছিটকে গেলে, অবশ্য এই জয়ের আনন্দ অনেকটা ম্লান হয়ে যাবে।

ঝামেলায় জড়ালেন দুই কোচ

পাঁচে পাঁচ মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব– ২ (কাসিমভ, হার্নান্ডেজ)
শ্রীনিধি ডেকান এফসি – ১ (পেনাল্টি –অলিভেইরা)

সায়ন গুপ্ত

নৈহাটি, ৩ ডিসেম্বর : ঘরে হোক কিংবা বাইরে, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দাপট অব্যাহত। আই লিগের ফাস্ট বয় শ্রীনিধি ডেকান এফসি–কে ২–০ গোলে হারিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতল সাদা–কালো ব্রিগেড। সেইসঙ্গে ৭ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে উঠে এল আন্দ্রেই চেরনিশভের দল।

শনিবারই অ্যালেক্সিস গোমেজ ও মিরজালোল কাসিমভের নির্বাসন তুলে নিয়েছিল এআইএফএফ। কিন্তু সেই খবর প্রকাশ্যে না এনে ক্লাব অফিশিয়ালদের বিপক্ষকে চমকে দেওয়ার পরিকল্পনা সফল। ৩৭ মিনিটে এই দুই বিদেশির যুগলবন্দিতেই এগিয়ে যায় ব্ল্যাক প্যান্থার্স। মাঝমাঠে নিজেদের মধ্যে পাস খেলে আক্রমণে তুলে আনেন তাঁরা। তারপর একক দক্ষতায় দুইজনকে কাটিয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোড়ালো শটে গোল কাসিমভের। তবে এর আগে বল দখলে রাখতে রীতিমতো বেগ পাচ্ছিল চেরনিশভের ছেলেরা।

৩৪ মিনিটে শ্রীনিধির গোলরক্ষক অ্যালবিনো গোমেজ রুখে না দাঁড়ালে তখনই এগিয়ে যেত মহমেডান। বক্সের ঠিক বাইরে থেকে অ্যালেক্সিসের নেওয়া ফ্রি–কিক মানবপ্রাচীরে লেগে দিক পরিবর্তন করে গোলে ঢোকার মুখে বাঁচান এই গোয়ানিজ। ৬০ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে জুইডিকার ঠিকানা লেখা ক্রস থেকে হেডে ব্যবধান বাড়ান এডি হার্নান্ডেজ। ৮৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে উইলিয়াম অলিভেইরা ব্যবধান কমাতেই ম্যাচে উত্তেজনা বাড়ে। ম্যাচ শেষে বিপক্ষের কোচ কার্লোস পিন্টোর সঙ্গে বাকবিণ্ডায় জড়ান চেরনিশভ। বিতর্কিত ভঙ্গিও করেন দুজনেই। তাঁদের শান্ত করতে রীতিমতো হিমসিম খান ম্যাচ পরিচালনকারীরা। এর জন্য তাদের কোনও শাস্তি হয় কিনা সেটাই দেখার।

রাহানেরা চিরকাল খেলবে না : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : প্রত্যাবর্তন করছেন। আবার বাদও পড়ছেন! ভারতীয় ক্রিকেটে সাম্প্রতিককালে এমন নজির রয়েছে কোন ক্রিকেটারদের?

কোনও কুইজ প্রতিযোগিতায় এমন প্রশ্ন করা হলে যে কোনও ক্রিকেটপ্রেমী দ্রুত জবাবে বলবেন, আজিঙ্কা রাহানে ও চেতেশ্বর পূজারার নাম। দুজনই যথেষ্ট অভিজ্ঞ। দক্ষও। কিন্তু তারপরও টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট স্কোয়াডে এখন আর নিয়মিত নন।

আজ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টি২০ সিরিজ শেষের পরই দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে রওনা হয়ে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। শুরুতে টি২০ ও ওয়ান ডে রয়েছে। সিরিজের শেষে রয়েছে জোড়া টেস্ট। সেই টেস্টের জন্য ভারতীয় দল ইতিমধ্যেই ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। স্কোয়াডে নাম নেই রাহানে–পূজারার। বদলে রুতুরাজ গায়কোয়াড, যশস্বী জয়সওয়ালের নাম রয়েছে। সোজাকথায়, আগামীর লক্ষ্যে তারুণ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি। তাই প্রশ্ন উঠেছে, রাহানে–পূজারারা কি তাঁদের কেরিয়ারের শেষ টেস্ট খেলে ফেলেছেন? আপাতত স্পষ্ট জবাব নেই কোথাও। কিন্তু জল্পনাটা চলছে। তার মধ্যে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় রাহানেদের নিয়ে জল্পনা আরও উসকে দিয়েছেন। এক অনুষ্ঠানে মহারাজ রাহানে–পূজারাদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের স্কোয়াডে না থাকা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কেউ চিরকাল তো খেলবে না। সবাইকেই থামতে হবে।'

প্যারিস ভ্রমণে রবীন্দ্র জাদেজা।

ভরসা জোগাচ্ছেন রডরিগো

রিয়ালের জয়ে নায়ক ব্রাহিম

মাদ্রিদ, ৩ ডিসেম্বর : দলের প্রাথমিক এগারোর মধ্যে ৮ জনই বাইরে রয়েছেন। যদিও এতে কোনও প্রভাব পড়ছে না রিয়াল মাদ্রিদের পারফরমেন্সে। শনিবার লা লিগার ম্যাচে গ্রানাডাকে ২–০ গোলে সহজেই হারিয়ে লিগ শীর্ষে লস ব্লাঙ্কোসরা। ম্যাচের শুরু থেকেই সময় ভালো কাটেনি রেলিগেশনের মুখে থাকা গ্রানাডার। রিয়ালের খেলোয়াড়দের থেকে বলই দখল করতে পারছিলেন না তাঁরা। এরই মাঝে ২৯ মিনিটে অভিজ্ঞ টনি ক্রুজের মাপা ক্রসে বল জালে পাঠান ব্রাহিম দিয়াজ। জার্মান স্নাইপার নামে খ্যাত ক্রুজ তাঁর এই নামকরণের সার্থকতা প্রমাণ করলেন। তাই তাঁকে সম্মান জানিয়ে নিজের গোলটি সেলিব্রেট করলেন ম্যাচের সেরা ব্রাহিম। দলের অধিকাংশ তারকা বাইরে থাকায় এদিন দলের গোল করার দায়িত্ব ছিল দুরন্ত ছন্দে থাকা জুডে বেলিংহাম ও রডরিগোর ওপর। তাই রিয়ালকে দ্বিতীয় গোল এনে দেয় এই জুটি। ৫৭ মিনিটে ব্রাহিমের পাঠানো বলে শট নেন বেলিংহাম। গোলকিপার আন্দ্রে ফেরেইরা তা সেভ করে দেন। যদিও জায়গায় থাকা রডরিগো সুযোগ কাজে লাগিয়ে মাদ্রিদের জয় নিশ্চিত করেন। চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের অনুপস্থিতিতে একপ্রকার জ্বলে উঠেছেন রডরিগো। লস ব্লাঙ্কোসের হয়ে শেষ ৫ ম্যাচে ৭টি গোল ও ৪টি অ্যাসিস্টে দলকে ভরসা জোগাচ্ছেন তিনি।

আকাশ-শাকিরের দাপটে অনায়াস জয় বাংলা দলের

গোয়া–১০৬ বাংলা–১১১/২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বল হাতে ভাঙলেন আকাশ দীপ। ব্যাট হাতে বাংলার জয় নিশ্চিত করলেন ওপেনার শাকির হাবিব গান্ধি।

নিট ফল, চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে গোয়াকে ৮ উইকেটে উড়িয়ে দিল বাংলা। নকআউট পর্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলা এখন গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আজ মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে টসে জিতে বাংলা অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি (অপরাজিত ১৫) গোয়াকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন। সকালের দিকে উইকেটের আর্দ্রতাকে কাজে লাগিয়ে বল হাতে শুরু থেকেই ম্যাজিক দেখালেন বাংলার দুই জোরে বোলার আকাশ (৬/৩) ও মহম্মদ কাইফ (৩৯/৩)। তাঁদের পেস, গতি, সুইংয়ের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে গোয়ার ব্যাটিং। মাত্র ২৮.৪ ওভারে ১০৬ রানে শেষ হয়ে যায় গোয়া। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সিনিয়ার স্তরে প্রথমবার বাংলার হয়ে অভিমন্যু ঈশ্বরণের অনুপস্থিতিতে ওপেন করতে নেমে দলকে ভরসা দিলেন শাকির (৪৮)। অন্য ওপেনার অভিষেক পোড়েলকে (২০) সঙ্গে নিয়ে ওপেনিং জুটিতে ৫৭ রান যোগ করে শাকির আজ অভিমন্যুর অনুপস্থিতি টের পেতে দেননি। সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে মোবাইলে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'গত কয়েক বছর ধরেই শাকির–কাইফ–আকাশদের মতো তরুণরা ধারাবাহিকভাবে ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করছে। গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচেও আজ সেটাই হল।' পঞ্জাবের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার গ্রুপের শেষ ম্যাচ বাংলার। সেই ম্যাচে জিততে পারলেই নকআউট পর্ব কার্যত নিশ্চিত বাংলা দলের। যদিও কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য বেশ সাবধানী। তাঁর কথায়, 'পথ চলার এখনও অনেক বাকি।' এমন সাবধানী মানসিকতার কারণও রয়েছে যথেষ্ট। ওপেনার অভিমন্যু ইতিমধ্যেই চোটের কারণে বিজয় হাজারে ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাছাড়া ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও যাওয়ার কথা। জোরে বোলার আকাশকেও পরশু পঞ্জাব ম্যাচের পরই ছাড়তে হচ্ছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টকে। আকাশও ভারতীয় 'এ' স্কোয়াডে রয়েছেন। যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে। ফলে বিজয় হাজারেতে বাংলা নকআউট পর্ব নিশ্চিত করতে পারলেও আকাশ–অভিমন্যুর শূন্যস্থান পূরণের কাজটা সহজ হবে না। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'বাকি যারা রয়েছে, তাদের দিয়েই কাজ করতে হবে। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার স্বপ্ন ও লক্ষ্য সবারই থাকে। আমরা অবশ্যই আকাশ–অভিমন্যুকে মিস করব। কিন্তু বাকিদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।'

ব্যর্থ অর্জুন তেন্ডুলকার

এদিকে, আজ বাংলার বিরুদ্ধে ম্যাচে ব্যাটে–বলে হতাশ করেছেন কিংবদন্তি শচীনের পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকার। নয় নম্বরে ব্যাট করতে নেমে শূন্য রানে করণ লালের বলে তিনি আউট হয়ে যান। পরে বল হাতে ৭.৩ ওভারে ৪৬ রান দিয়ে একটি উইকেট পেলেও প্রভাব বিস্তারে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

ব্যাটিং ভরাডুবির মাঝে লড়াই শ্রেয়সের

ভারত–১৬০/৮
অস্ট্রেলিয়া–১৪৪/৭
(১৮ ওভার পর্যন্ত)

বেঙ্গালুরু, ৩ ডিসেম্বর : গত কয়েকদিন ধরে শীতের আমেজ গার্ডেন সিটিতেও। নিম্নমুখী পারদে বন্ধুত্বের হাতছানি। গতকাল থেকে আবার আকাশের মুখ ভার। ভারত–অজি টি২০ টক্কর নিয়ে আশঙ্কার মেঘ।

ম্যাচ শুরুর আগে ভিজল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম। দিনভর থেকে হালকা বৃষ্টি। সন্ধের চিন্নাস্বামীর ছবিটাও মোটামুটি এক। পিচ, আউটফিল্ডের অনেকটা অংশ কভারে ঢাকা। খেলা শুরু নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যে প্রসন্ন বরুণদেব।

বৃষ্টি থেমে সঠিক সময়ে টস এবং ফের কয়েনযুদ্ধে হেরে ভারতের প্রথমে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ। গত কয়েক ম্যাচের ভাঙা রেকর্ড ফের সূর্যকুমার যাদবের গলায়, 'প্রথমে বোলিং করতে চেয়েছিলাম। সিরিজ জয় সম্পন্ন হলেও ভাবনায় কোনও বদল হবে না।' সাফল্যের তাগিদ নিয়েই মাঠে নামার আত্মবিশ্বাস।

টসের সময় সূর্যকে যতটা আত্মবিশ্বাসী দেখাল, বাইশ গজে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের হাল ঠিক উলটো। পিচ রিপোর্টে ম্যাথু হেডেনরা জানান, দুইশো প্লাস উইকেট। চিন্নাস্বামীর রীতিমাফিক হাইস্কোরিং ম্যাচের হাতছানি। যদিও শুরু থেকে আকাশের মতো ভারতীয় শিবিরেও কালো মেঘের আনাগোনা।

নতুন বলে পাওয়ার প্লে–তে কীরকম বোলিং হওয়া উচিত, চলতি সিরিজে সেই ক্লাসই হাতেকলমে করে দেখাচ্ছেন জেসন বেহরেনডর্ফ। এদিনও যা জারি। সংগতে অ্যারন হার্ডি, নাথান এলিসরাও। ত্রয়ীর পেস–সুইংয়ে প্রথম থেকেই বোতলবন্দি ভারত। চাপটা আলগা হতে দেননি লেগস্পিনার তনভীর সাঙ্ঘা।

নিটফল, সারাক্ষণই গতিমন্থরায় ভুগল ভারতীয় ইনিংস। শ্রেয়স আইয়ারের অর্ধশতরানের সৌজন্যে টেনেটুনে দেড়শো পার (১৬০/৮)। টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে শেষদিকে

অর্ধশতরানের পথে শ্রেয়স আইয়ার। বেঙ্গালুরুতে রবিবার।

আশা দেখাচ্ছে মুকেশ, বিষ্ণোইয়ের বোলিং

জিতেশ শর্মা (২৪), অক্ষর প্যাটেলরা (৩১) কিছুটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালালেন। বাকি ছবিটা ভুলেভরা। ফলস্বরূপ, গত ম্যাচে ১৭৪ রান নিয়ে ম্যাচ জেতানো ভারতীয় বোলারদের সামনে আজ ১৬০ রানের পুঁজি।

জবাবে ট্রাভিস হেড (১৮ বলে ২৮) ঝড়ের গতিতে শুরু করেন। অর্শদীপ সিংয়ের প্রথম তিন বলও বাউন্ডারিতে ছিটকে দেন। ঝড়টা আটকান রবি বিষ্ণোই। গুগলি পড়তে না পারার খেসারত দেন হেড। হার্ডিও (৬) বিষ্ণোইয়ের স্পিনের শিকার। তবে জোশ ফিলিপ্পেকে (৪) আউট করে প্রথম আঘাত হানেন মুকেশ কুমার। শুরুতে উইকেট হারালেও লড়াই ছাড়েননি বেন ম্যাকডারমট (৩৬ বলে ৫৪)। ছোট ছোট ইনিংসে তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার কাজটা ভালোই করেন টিম ডেভিড (১৭) ও ম্যাথু শর্ট (১৬)। ডেভিডের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে ম্যাকডারমটের ৬১ রানের পার্টনারশিপে ম্যাচে প্রবলভাবে ফিরে এসেছিল অস্ট্রেলিয়া। ১৭ নম্বর ওভারে মুকেশের জোড়া শিকার ম্যাচের মোমেন্টার ভারতের দিকে আনলেও পরের ওভারে আবেশ খানকে বাউন্ডারির হ্যাটট্রিকে রানরেট নাগালের মধ্যে নিয়ে আসেন ম্যাথু ওয়েড। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৮ ওভারে অস্ট্রেলিয়া ১৪৪/৭। ক্রিজে রয়েছেন ম্যাথু ওয়েড (১৬) ও নাথান এলিস (২)। বৃষ্টিভেজা চিন্নাস্বামী। মেঘলা আকাশ। নতুন বলে পেসারদের জন্য আদর্শ পরিস্থিতি। যশস্বী জয়সওয়ালের অন্যরকম কিছু করে দেখানো চেষ্টাটা আশা দেখাচ্ছিল। যদিও ইনিংসকে লম্বা করতে না পারার বদভ্যাসে এদিনও একুশেই আটকে যান। আগের দুই বলে ১০ রান নিয়েছিলেন। ফের বিগহিট নিতে গিয়ে মিসটাইম পুল শটে ক্যাচ দিয়ে বসেন।

পিছু পিছু ফেরেন রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১০), সূর্যকুমার (৫), রিঙ্কু সিংরাও (৬)। চলতি সিরিজে রুতুর দায়িত্বটা অ্যাঙ্করের। শুরুতে গুটিয়ে রেখে পরে হাত খোলার স্ট্র্যাটেজি। যদিও আজ খোলস ছেড়ে বেরোনোর আগেই বেন ডোয়ারহুসের শিকার। ক্রিজে সূর্য। দ্বিতীয় বলেই ক্যাচ দিয়ে বেঁচেও যান। কিন্তু সুযোগ নিতে ব্যর্থ। কয়েক বল হাতে ডোয়ারহুসের বলে ক্যাচ ধরে আগের ভুল শুধরে নেন বেন ম্যাকডারমট।

৪৬/৩। সপ্তম ওভারে ক্রিজে রিঙ্কু। হাতে লম্বা সময়। দল কঠিন পরিস্থিতিতে। চাপ যত বেশি রিঙ্কুর ব্যাট তত চওড়া, আজ সেই হিসেবটা মেলেনি। অজি লেগস্পিনার সাঙ্ঘার বাইরের বল স্লগ–সুইপ করতে গিয়ে হাওয়ায় বল। শরীর ছুড়ে দারুণ ক্যাচ নেন ডেভিড।

বড় স্কোরের সম্ভাবনায় জল ঢেলে ফেরা ভারতীয় দলের নতুন 'ফিনিশার' রিঙ্কুর। বাকি সময়ে জিতেশ, অক্ষরদের নিয়ে শ্রেয়সের প্রচেষ্টা। চতুর্থ ম্যাচে রান পাননি। আজ ভারতের ১৬০ স্কোরে পৌঁছোনোর পিছনে শ্রেয়সের ৫৩ রানের ইনিংস। গত ম্যাচে বল হাতে ম্যাচ জেতানো অক্ষর আজ মূল্যবান ৩১ করে যান।

বেহরেনডর্ফ ও ডোয়ারহুস দুইটি করে উইকেট নেন। এলিস, সাঙ্ঘার পকেটে একটি করে শিকার। আসন্ন আইপিএল নিলামে এলিস, সাঙ্ঘাদের দিকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির বাড়তি আগ্রহ থাকলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

কোচহীন জিতেশের 'আইডল' সূর্যকুমার

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : ইউটিউব দেখে ক্রিকেটের 'অ আ ক খ' রপ্ত করেছেন।

কেরিয়ারের বেশিরভাগ সময় কোচহীন। কিন্তু ক্রিকেটার হয়ে ওঠার নেশা আজ সেই জিতেশ শর্মাকে পৌঁছে দিয়েছে ভারতীয় দলের অন্দরমহলে। ক্রমে জায়গা করে নিয়েছেন হাজারো, লাখো ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীর মনেও।

ভয়ডরহীন ক্রিকেট। ব্যাট হাতে ঝুঁকির রাস্তায় হাঁটা। ঝুঁকির খেসারতে বারবার বিদর্ভ রনজি ট্রফি দল থেকে বাদও পড়েছেন। আবার ফিরেও এসেছেন। সেই জিতেশই আপাতত ভারতীয় দলে বিদর্ভের মুখ। রায়পুরে অজি–বধে রিঙ্কু সিংয়ের সঙ্গে জিতেশের যুগলবন্দি, ব্যাটিং সমান প্রশংসিত।

বিদর্ভের প্রাক্তন অধিনায়ক রণজিৎ পারদকার বলছিলেন, এশিয়ান গেমসের আগে জিতেশের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কথা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শট নিয়ে পরীক্ষা। যার মধ্যে আবার সূর্যকুমার যাদবের ছায়া! ভারতীয় 'মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি'–র ব্যাটিংয়ের বড় ভক্ত জিতেশ। সতীর্থ পারদকারের কথায়, 'নিজের ব্যাটিংয়ের চেয়েও সূর্যের ব্যাটিং বেশি দেখে। এশিয়ান গেমসের আগে তো সারাক্ষণ সূর্যের মতো স্কোয়ার লেগ, ফাইন লেগের ওপর দিয়ে শট খেলার জন্য অনুশীলন চালিয়ে গেল।'

কয়েকদিন আগে জিতেশও স্বীকার করেছেন, সূর্যকে তিনি অনুসরণ করেন। সূর্যের মতো স্কিল হয়তো তাঁর নেই। তবে দেখে দেখেই যতটা সম্ভব শেখার চেষ্টা। ব্যাট হাতে বোলারদের ওপর কীভাবে রাজত্ব চালায় সূর্য, সেটা নজর করেন। স্কিলে তফাৎ হলেও নিজেকেও ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটার হিসেবেই গড়ে তুলতে চান।

২০১৭ সালের আইপিএল জয়ী মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলে ছিলেন। কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ অবশ্য পাননি। সবকিছু বদলে যায় পাঞ্জাব কিংসে যোগ দিয়ে। লোয়ার–মিডল অর্ডারে নেমে ১২ ম্যাচে ১৬৩ স্ট্রাইক রেটে ২৩৪ রান করেন ২০২২ সালে। গত বছর ৩০৯ রান। ভারতের হয়েই সেই ধারা অব্যাহত রাখার লড়াই জারি।

কিংস ইলেভেনের অন্যতম কোচ সুনীল যোশীর কথায়, 'ওর ভূমিকা কী হবে দল তা পরিষ্কার করে দিয়েছে। তারই প্রতিফলন ঘটাচ্ছে জিতেশ। প্রথম বল হোক বা শেষ, যে কোনও পরিস্থিতির জন্য সবসময় তৈরি থাকে। রিঙ্কু উত্তরপ্রদেশ, কেকেআরের হয়ে যে দায়িত্ব সামলায়, আমাদের কাছে জিতেশের ভূমিকা ঠিক সেটাই।'

জিতেশের আরেক রনজি দলের অধিনায়ক ফৈয়জ ফজল যেমন বলেছেন, 'জুনিয়ার পর্যায় থেকে ওকে দেখছি। বড় রান করাটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছিল। কিন্তু সিনিয়ার পর্যায়ে প্রভাব ফেলতে পারছিল না। টেকনিকাল

ক্রিকেট রপ্ত করেছেন ইউটিউব দেখে

সমস্যা নাকি মানসিক, বুঝতে পারতাম না। শেষপর্যন্ত প্রতিভার জয়। ইচ্ছেখুশি ছয় মারার ক্ষমতা, দুর্দান্ত উইকেটকিপার–ব্যাটার, সবমিলিয়ে ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার।' পারদকারের মতে, জিতেশ হল মুক্ত পাখি। যাঁকে খাচায় বন্দি করা মুশকিল। একটাই মন্ত্র–আরও রান দরকার। তা করতে হবে দ্রুত।

নিজের ব্যাটিং, প্রস্তুতি নিয়ে স্বয়ং জিতেশের ব্যাখ্যা, 'ম্যাচ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই অনুশীলন করি। ওয়ার্মআপে বিশ্বাসী নই। টার্গেট পরিষ্কার। যদি ২০টা বল খেলি, কত রান করতে হবে, তা সবসময় মাথায় থাকে।'

সবার চোখ খুলে দিয়েছে : নেহেরা

রিঙ্কু আমার মহম্মদ আলি, বলছেন শ্রীসান্ত

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : লড়াই তাঁর রক্তে।

আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নটাকে কখনও হারিয়ে যেতে দেননি। লড়াই এখন দেশের হয়ে। দিনের শেষে বিজয়ীর হাসি তাঁর চোখেমুখে। জীবনযুদ্ধ থেকে রিঙ্কু সিংয়ের শেখা চাপ নেওয়ার ক্ষমতা আজ ভারতীয় দলের সম্পদ।

ব্লু জার্সিতে একের পর সাফল্যে প্রশংসায় ভাসছেন। শান্তাকুমারণ শ্রীসান্ত তো রিঙ্কুর লড়াকু মানসিকতাকে কিংবদন্তি বক্সার মহম্মদ আলির সঙ্গে তুলনা করলেন। প্রাক্তন স্পিডস্টারের কথায়, তাঁর কাছে মহম্মদ আলি হলেন রিঙ্কু। শ্রীসান্তের মতে রিঙ্কুর ভয়ডরহীন মানসিকতা সম্পদ। হৃদয় দিয়ে যেমন খেলে, তেমন মনের কথাটা অনায়াসে বলে দিতে পারে।

শ্রীসান্ত তুলে ধরেন রিঙ্কুর ধারাবাহিক পারফরমেন্সের কথাও। বলেছেন, 'রিঙ্কুর আত্মবিশ্বাস আমার ভালো লাগে। ব্যাট হাতে যখনই যে দলের হয়ে মাঠে নেমেছে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করেছে। ক্লাব ক্রিকেট, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট হোক বা জাতীয় দল, আত্মবিশ্বাসের ঝলক দেখতে পাই ওর ব্যাটিংয়ে।'

বিশ্বকাপের হতাশা ভুলতে ভারতীয় দলের সামনে আরও একটা বিশ্বযুদ্ধের মঞ্চ। শ্রীসান্তের মতে, ফইনালে অস্ট্রেলিয়া সবদিক থেকেই ভারতকে ছাপিয়ে গিয়েছে। যোগ্য হিসেবেই জিতেছে। ২৪০–এর জায়গায় অন্তত ২৮০–২৯০ দরকার ছিল। অজি ফিল্ডাররাই ৪০–৫০ রান আটকে দিয়েছিল, যা ব্যবধান গড়ে দেয়।

শ্রীসান্ত মনে করেন, বিশ্বকাপ জয় যে কোনও ক্রিকেটারের কেরিয়ারের মাইলফলক। আক্ষেপ তাই প্রত্যাশিত। শ্রীসান্ত বলেন, 'আমার কেরিয়ারে ২০০7 বিশ্বকাপ জয় মাইলফলক। তবে পরবর্তীকালে আমার এবং আমার পরিবারের ওপর দিয়ে (গড়াপেটা বিতর্ক) যে ঝড় বয়ে গিয়েছে, তা বর্ণনা করা মুশকিল। ৩৯–এ কেরলের হয়ে কামব্যাক করাও সহজ ছিল না। তারপরও দলের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ছিলাম।'

আশিস নেহেরা আবার বাস্তববাদী। রিঙ্কুকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হলেও টি২০ বিশ্বকাপ দলে রিঙ্কুকে এখনই নিশ্চিত বলতে নারাজ। আইপিএলজয়ী কোচের যুক্তি, বিশ্বকাপ দলে ঢোকার দৌড়ে রয়েছে।

পঞ্চম টি২০ শুরুর আগে ওয়ার্ম আপে রিঙ্কু সিং ও জিতেশ শর্মা।

তবে এখনও অনেক পরীক্ষা, হার্ডল পেরোতে হবে। কারণ, অনেকেই ওই জায়গাটা পাওয়ার জন্য মরিয়া।

নেহেরা বলেছেন, 'রিঙ্কু শুধু নয়, জিতেশ শর্মা, তিলক ভার্মাও লাইনে রয়েছে। কিন্তু শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়ারা খেলবে। ফলে বাকিরা কে জায়গা পাবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকবে। একটা জিনিস অবশ্য পরিষ্কার, রিঙ্কু সবাইকে বাধ্য করেছে ওর দিকে তাকাতে। সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর এবং আইপিএল। তারপরই ছবিটা পরিষ্কার হবে।'

সিতাইয়ে ক্রিকেট

সিতাই, ৩ ডিসেম্বর : সিতাই হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের ২০ দলীয় লিগ কাম নকআউট ক্রিকেট শুরু হল। রবিবার উদ্বোধনী ম্যাচে ১৯৯৯ প্রাক্তনী ৬১ রানে ১৯৯ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। ১৯৯৯ প্রাক্তনীর ১৬৫/২ স্কোরের জবাবে ১০৪/৭ রানে আটকে যায় ১৯৯৫ মাধ্যমিক ব্যাচ। ম্যাচের সেরা যীশুজিৎ রায়। পরের ম্যাচে ২০১৩ প্রাক্তনী ১৮ রানে ২০১১ প্রাক্তনীকে হারায়। ২০১৩ প্রথমে ব্যাট করে ১১৭/৫ রান তোলে। জবাবে ৯৯/৪ স্কোরে আটকে যায় ২০১১। ম্যাচের সেরা শামিম ইসলাম। এদিন খেলার উদ্বোধন করেন আয়োজক কমিটির সভাপতি নূর ইসলাম মিয়াঁ, সচিব শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ও স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অনিমেষ ভট্ট প্রমুখ।

উঠাওনা

জন্ম : ০৮.০৭.১৯৫২ মৃত্যু : ০২.১২.২০২৩
বাবা আপনাকে বারবার প্রণাম
আপনি ছিলেন তখন ঘর স্বর্গ ছিল
এখন আপনি বৈকুণ্ঠধামে বাস করেন
শোকাকুল :
এবং সমস্ত বোথরা পরিবার
প্রতিষ্ঠান :
মো: 98325–08001, 98343–53511

প্রত্যাশা সামলাতে তৈরি ইংল্যান্ড : সাউথগেট

লন্ডন, ৩ ডিসেম্বর : 'ইটস কামিং হোম' প্রতিটি বড় টুর্নামেন্টের শুরুতে এটাই বলতে শোনা যায় ইংল্যান্ড দলকে। সমর্থকদের মধ্যেও তাঁদের নিয়ে প্রত্যাশা অনেক থাকে। যদিও শেষমেশ সাফল্য আসে না তাঁদের। তবে এইবার সমর্থক ও পণ্ডিতদের প্রত্যাশামাফিক পারফর্ম করবে ইংল্যান্ড বলে মনে করছেন কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। শনিবার রাতে ২০২৪ সালের ইউরো কাপ গ্রুপবিন্যাসের পর গ্রুপ 'সি'তে স্থান পেয়েছে ইংল্যান্ড। গ্রুপ পর্যায়ে হ্যারি কেনদের প্রতিপক্ষ ডেনমার্ক, স্লোভেনিয়া ও সার্বিয়া। খুব অঘটন না হলে সহজেই নকআউট পর্বে যাওয়া নিশ্চিত কেনদের। বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে তৃতীয় স্থানে থাকা ইংল্যান্ডকে প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্সের সঙ্গে ফেভারিট হিসেবে ধরা হচ্ছে। এরই মধ্যে সাউথগেট বলেছেন, 'শেষ ৫বছরে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলে আসছে আমার খেলোয়াড়েরা। আমার মনে হয় তাঁরা এতে অভ্যস্ত। ওদের ওপর প্রত্যাশা রয়েছে সকলের। ওদের সকলেরই একসঙ্গে বা পৃথকভাবে বড় ম্যাচের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। তাই আমরা সকলেই টুর্নামেন্টের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।'

দলের সাফল্যের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী সাউথগেট ভরসা রাখছেন অধিনায়ক কেন ও তরুণ মিডফিল্ডার জুডে বেলিংহামের ফর্মের ওপর। তাঁর বক্তব্য, 'ওদের দলে পেয়ে আমরা খুবই খুশি। আমি মনে করি ইংল্যান্ডের এই স্কোয়াড দীর্ঘসময়ের জন্য তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে অনেক প্রতিযোগিতায় তাঁরা আধিপত্য দেখাবে।'

UEFA EURO2024 GERMANY

একনজরে গ্রুপবিন্যাস

গ্রুপ 'এ' : জার্মানি, স্কটল্যান্ড, হাঙ্গেরি, সুইৎজারল্যান্ড।
গ্রুপ 'বি' : স্পেন, ক্রোয়েশিয়া, ইতালি, আলবেনিয়া।
গ্রুপ 'সি' : স্লোভেনিয়া, ডেনমার্ক, সার্বিয়া, ইংল্যান্ড।
গ্রুপ 'ডি' : নেদারল্যান্ডস, প্লে–অফ জয়ী–১, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স।
গ্রুপ 'ই' : বেলজিয়াম, স্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, প্লে–অফ জয়ী–২।
গ্রুপ 'এফ' : তুরুস্ক, প্লে–অফ জয়ী–৩, পর্তুগাল, চেক প্রজাতন্ত্র।

সোদপুরে আধুনিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক

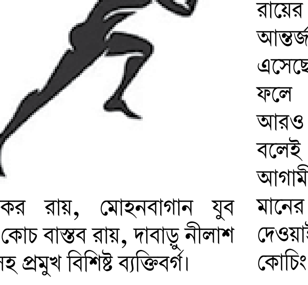

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বাংলায় প্রথমবার কোনও ক্লাবের ব্যক্তিগত উদ্যোগে অত্যাধুনিক অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাক বসছে। রবিবার সোদপুর অ্যাথলেটিক কোচিং ক্যাম্পের মাঠে এই অত্যাধুনিক ট্র্যাকের উদ্বোধন করা হয়। জার্মানির ক্রীড়াবিজ্ঞানী ক্লাউন পিটার হাম এই ট্র্যাকের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন বাংলার চার অলিম্পিয়ান অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাস, সুস্মিতা সিংহ রায়, সরস্বতী সাহা, সঞ্জয় রাই। এছাড়াও ছিলেন অ্যাথলিট হরিশংকর রায়, মোহনবাগান যুব দলের কোচ বাস্তব রায়, দাবাড়ু নীলাশ সাহা সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ক্লাবের অন্যতম কর্ণধার দ্রোণাচার্য পুরস্কারজয়ী কোচ কুন্তল রায়ের প্রশিক্ষণে সোমার মতো বহু আন্তর্জাতিক মানের অ্যাথলিট উঠে এসেছে। এই অত্যাধুনিক ট্র্যাক বসানোর ফলে ক্লাবের উঠতি অ্যাথলিটরা আরও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ পাবে বলেই মনে করছেন ক্লাউন। আগামীদিনে আরও আন্তর্জাতিক মানের অ্যাথলিট বাংলাকে উপহার দেওয়াই লক্ষ্য সোদপুর অ্যাথলেটিক কোচিং ক্যাম্পের।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

কাজল সিংহ রায়
মৃত্যু :- ২২/১১/২০২৩

" নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই "
আগামী 05/১২/২০২৩ (মঙ্গলবার) মধ্যাহ্নে সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতি কামনা করি।

শোকাহত
উমা সিংহ রায় (স্ত্রী)
জিৎ সিংহ রায় (পুত্র)
মৌলি সিংহ রায় (কন্যা)
অভিষেক সিংহ রায়, (নাতি)
অভিদীপ সিংহ (নাতি)
ও পরিবারবর্গ
ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা -
উৎপল সিংহ (শ্যালক)
দুলাল সাহা, মানিক সরকার,
বল্লব মাহাতো, চন্দন সিংহ, বুলু সরকার,
দীপক সিংহ, শ্যামল সিংহ ।
নিজ বাসভবন, লালপুর, ত্রিমোহিনী, হিলি, দক্ষিণ দিনাজপুর

সেমিতে জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : আন্তঃজেলা বিদ্যালয় কাবাডিতে মেয়েদের বিভাগে সেমিফাইনালে উঠল জলপাইগুড়ি। নদীয়াকে ৫২–৩০ পয়েন্টে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে তারা। এছাড়া প্রথম ম্যাচে উত্তর কলকাতাকে ৭০–৩০ পয়েন্টে হারায় জলপাইগুড়ি। সোমবার হুগলী ও পূর্ব বর্ধমান ম্যাচের বিজয়ী জলপাইগুড়ির বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে খেলবে।

অ্যাথলেটিক্স দলবদল শেষ

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার আসন্ন অ্যাথলেটিক্স মিট উপলক্ষ্যে অনূর্ধ্ব–১৮ ও ২০ বিভাগের অ্যাথলিটদের শেষদিনের দলবদল, নবীকরণ ও পুনর্নবীকরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলো ৫২ জন। সংস্থার সহ–সচিব অমর দে জানিয়েছেন, রবিবার রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে সংস্থার কার্যালয়ে এই কর্মসূচি শুরু হয় দুপুর ২টা থেকে। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে দেব বিশ্বাস সই করেছেন রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবে। ইটাহার স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস অ্যাকাডেমিতে গিয়েছেন শান্ত বর্মন।

জয়ী গ্রিনভিউ

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রিকেট সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে রবিবার গ্রিনভিউ স্কুল অফ ক্রিকেট ২২ রানে অভিযাত্রী ক্লাবকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে এদিন গ্রিনভিউ টসে হেরে ৩৯.১ ওভারে ১৫৮ রান তোলে। বৃহৎ রায় ৫৮ রান করেন। সুমিত মহন্তের অবদান ২১। সায়ন সাহা ২৭ রানে ৩ উইকেট নেন। ভালো বোলিং করেছেন বিজয় থাপা (৩০/৩)। জবাবে অভিযাত্রী ১৩৬ রানে গুটিয়ে যায়। বিজয় ৪৯ ও শুভজিৎ সেন ২১ রান করেন। ম্যাচের সেরা সুমিত ৩২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন যুবরাজ রায়(৬/২)।

জয়ী ইটাহার

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার রায়গঞ্জ আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে রবিবার ইটাহার স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস ৬৭ রানে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারায়। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে এদিন টসে জিতে ইটাহার ৩৮.৩ ওভারে ১৫৩ রানে অলআউট হয়। মুজাফফর আহমেদ ৩৬ ও সত্যজিৎ রায় ৩০ রান করেন। দেবাশীষ সাহা ৩৩ রানে ৩ উইকেট লাভ করেছেন। ভালো বোলিং করেছেন বিনয় ঝা (১১/২)। জবাবে অরবিন্দ ২১.১ ওভারে ৮৬ রানে আটকে যায়। অমিত রায় ও হৃদয় সরকার উভয়েই ১৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা দেবাশীষ রায়২১ রানে ৪ উইকেট লাভ করেন। সোমবার খেলবে প্রতিবাদ ও অভিযান।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা অমরনাথ বুরানওয়াল্লা - কে 09.10.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 39G 76673 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "প্রথমত, আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত এই দুর্দান্ত সুযোগের জন্য অভিনন্দন জানাই। আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছি। ডিয়ার লটারি থেকে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি যা আমাকে অনেক সুখী এবং আর্থিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য করে তুলতে সাহায্য করবে।"

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮৫৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in